সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol. 23 No. 42, Thursday 05 January 2023 Weekly Janmobhumi New York Free in USA

২৩তম বর্ষ ৪২তম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ০৫ জানুয়ারী ২০২২ / ২১ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ মুল্যছাড়া-ফ্রি

www.jonmobhumi.com

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

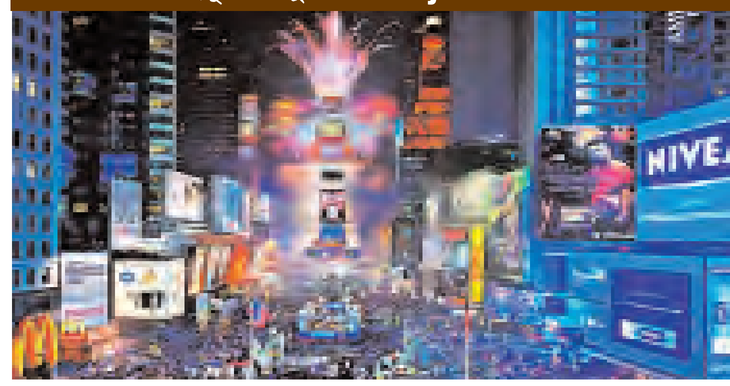

অভিবাদন-‘সুস্বাগতম ২০২৩

নিউইয়র্কঃ ভোরে কুয়াশার ভাঁজ খুলে সূর্যের ডানায় নেমে এসেছে নতুন একটি দিন। ২০২৩ সালের প্রথম সূর্যোদয়। এতে আছে অন্ধকার কেটে আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়। আছে সাগর সেচে মানিক তুলে আনার অমিত সম্ভাবনার আশ্বাস। একরাশ নতুন স্বপ্ন

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিতে বাংলাদেশ

আবুল কালাম, ঢাকা থেকেঃ চলতি অর্থবছরের (২০২২-২৩) প্রথম পাঁচ মাসে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১৭৯ কোটি ডলার। দেশীয় মুদ্রায় যা ১ লাখ ২০ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১০২ টাকা করে)। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) ৩ হাজার ২৫৩ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে। এর বিপরীতে রপ্তানি হয়েছে ২ হাজার ৭৪ কোটি ডলারের পণ্য। এতে ১ হাজার ১৭৯ কোটি (১১ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন) ডলারের বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়েছে বাংলাদেশ। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি, বিশ্ববাজারে জ্বালানিসহ সব ধরনের পণ্যের মূল্য উর্ধ্বমুখী ও আশানুরূপ রেমিট্যান্স প্রবাহ না থাকায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়ছে বাংলাদেশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নভেম্বর শেষে সেবা খাতে দেশ আয় করে ৩৬৬ কোটি ডলার। অন্যদিকে সেবা খাতে দেশের ব্যয় ৫৩৯ কোটি ডলার। এতে সেবা খাতের

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

খাবারের পরিমাণ কমছে ২.৩৮ বিলিয়ন!

দুর্ভিক্ষের বীজ ২০২২-এ আর ২০২৩ হবে বিশ্বময় হতাশা

ঢাকা ডেস্কঃ ২০২২-বিশ্বগ্রামের এক দুঃস্বপ্নের বছর। যুদ্ধ-ধ্বংস-অভাব-রোগবালাইয়ের সঙ্গে পৃথিবীকে দিয়ে গেছে দুর্ভিক্ষের ‘স্বাদ’। গেল বছর খাদ্য ঘাটতিতে ছিল

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে সর্বকালের সেরা

সান পালো, ব্রাজিলঃ কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে আর নেই। ব্রাজিলের সাও পাওলোর একটি হাসপাতালে বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক এলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্কঃ আগামী নির্বাচন সংবিধান মেনে হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টারের গণতন্ত্র অনুসরণ করি। বিদেশ থেকে

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

এ সপ্তাহের শীর্ষ খবর

শরীফুল রাজ-পরীমণি নাটক! বেডরুমে রক্তমাখা বালিশ তারপর....

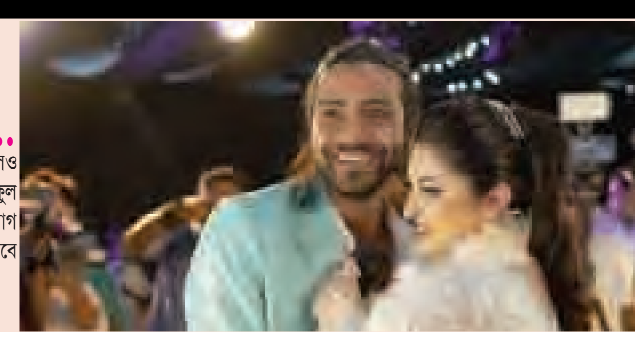

ঢাকা ডেস্কঃ ’তাদের মধ্যে প্রায়ই যেমন ঝগড়া হয়, তেমন মিলতালও দেখি’! দাম্পত্য কলহ নিয়ে তারকা অভিনেত্রী পরীমণি যতটা সরব, শরীফুল রাজ ততটাই নীরব। ক’দিন আগে রাজের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনে ঘর ছাড়েন পরী। তখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি নায়ক রাজ। তবে গত দু’দিনে একটু একটু করে মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

সংগীতশিল্পী সুমিত্রা সেন আর নেই

কোলকাতা ডেস্কঃ চলে গেলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী সুমিত্রা সেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। অনেক দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানালেন মিয়ানমারের সেনাপ্রধান

ঢাকা ডেস্কঃমিয়ানমারের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বাংলাদেশ, ভারতসহ কয়েকটি দেশকে বিশেষ ধন্যবাদ

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

সাগর-রুনি হত্যা তদন্ত প্রতিবেদন পেছাল ৯৫ বার

ঢাকা ডেস্কঃ সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনটি পদ বাকি রেখে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

ঢাকা ডেস্কঃ তিনটি পদ বাকি রেখে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। এ কমিটিতে কয়েকজন নেতা পুরস্কৃত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত বাদ পড়েছেন ছয়জন। এবার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ থেকে বাদ পড়া নিয়ে যতটা না আলোচনা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে জ্যেষ্ঠতা পরিবর্তন নিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থানচ্যুত হয়েছেন যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও ডা. দীপু মনি। জ্যেষ্ঠতা পরিবর্তন করে তাদের নাম নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

জনশক্তি রপ্তানি বাড়লেও রেমিট্যান্স কমছে

ঢাকা ডেস্কঃজনশক্তি রপ্তানিতে রেকর্ড হলেও বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহের হার কমেছে বিদায়ী বছরে। সদ্য শেষ হওয়া ২০২২ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী এক কোটির বেশি প্রবাসী ব্যাংকিং

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন , ট্যাক্স সার্ভিস
2168 WESTCHESTER AVE, BRONX, NY 10462
o-(313)-341-9000,c-(516)-566-3444
বিস্তারিত তথ্য দেখুন ভেতরে ২২ পাতার পূর্ণ বিজ্ঞাপনে

আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি
Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL COM
Mega Homes Realty
32-11 35 Ave. Astoria, NY 11106
Commercial and Residential Real Estate Firm

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY
MEAT & FISH MARKET
এক যুগ ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবায়
phone:718-205-7200
ফ্রি ডেলিভারী EBT Accepted
37-15 -55 Street Woodsid
New York-11377

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Main Children’s Dental
CHIRANJIB DUTTA. D.D.S
Main Children’s Dental
Pediatric Dentistry (By Appointment Only)
137-01 Northern Blvd, Flushing, NY 11354
Tel: 718-539-8762
Conveniently located near bus and subway

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের
স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি সেবা পেতে পারেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-7pm

আয় করুন, আপনি প্রতি
সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE

148-37 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435 | Phone: 718-647-5555, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
167-09 Hillside Ave. 2nd Fl. Jamaica, NY 11432 | Phone: 718-505-8500, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
1208 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 | Phone: 718-971-6666, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
217 Bethpage Rd. Store #11, Hicksville, NY 11801 | Phone: 516-464-1515, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
2451 E Tremont AveThe Bronx, NY 10461 | Phone: 718-505-8500, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

বিএনপি আন্দোলন করুক, ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালালে ব্যবস্থা: পুলিশকে প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, অগ্নিসন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তির পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যাতে কেউ নস্যাৎ করতে না পারে সেজন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, 'সতর্ক থাকুন- যাতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেউ বাধা দিতে না পারে। কেউ আবার অগ্নিসংযোগ-সন্ত্রাস করার সাহস না পায় এবং কেউ আর যাতে কখনো কারো জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে।' বুধবার সকালে তার কার্যালয়ে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রাম প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'হ্যাঁ আন্দোলন-সংগ্রাম করবে। ঠিক আছে জনগণকে নিয়ে করবে। সেক্ষেত্রে যদি কোনো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা সবাইকে নিতে হবে।'

'কারণ আজকে বাংলাদেশের যতটুকু উন্নতি আমরা করেছি সেটা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। এজন্য আমাদের শ্রম দিতে হয়েছে, কষ্ট করতে হয়েছে, পরিকল্পনা করতে হয়েছে। যার ফলে মাত্র ১৪ বছরে আমরা বাংলাদেশের বিরাট পরিবর্তন আনতে পেরেছি। ... আমরা নিজেরাই শুধু মুখে বলি না। আজ সারা বিশ্বে কিন্তু বাংলাদেশ প্রশংসিত।' তিনি পুলিশের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানারকম চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরে বলেন, আন্তর্জাতিক সমস্যার কারণে সৃষ্ট সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমস্যা, মানবসৃষ্ট দুর্যোগ যেমন- অগ্নিসন্ত্রাস বা নানা নৈরাজ্য যেখানে পুলিশ সদস্যদের নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে, আমরা দেখেছি। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে আমাদের এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা কেউ ব্যহত করতে না পারে। কেউ যেন আর ওই অগ্নিসন্ত্রাস করার সাহস না পায়। মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা যেন কেউ বিঘ্নিত করতে না পারে, সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা দেশের আইনশৃঙ্খলা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই আইনশৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীকেই পালন করতে হবে। এজন্য পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং সেক্টর ওয়াইজ বাহিনী করে সার্বিক সুযোগ-সুবিধা সরকার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। কারণ একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। থানা ও তদন্ত কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি এমনকি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নও সরকার করে দিয়েছে।

এ সময় আওয়ামী লীগ সরকার টানা ক্ষমতায় থাকার সুফল তুলে ধরেন শেখ হাসিনা।

করোনা মহামারিসহ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা এটা কিন্তু অত্যন্ত দুঃসহ কাজ; এটা আমরা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে করতে পেরেছি। আর এই করতে পারার পেছনে আপনাদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে, পুলিশ বাহিনীর অবদান রয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ, বাংলাদেশ বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

১১৫ পুলিশ সদস্যকে পদক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখায় বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের বিভিন্ন পদক দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্যে ১৫ জন পেয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) এবং ২৫ জন পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম)। মঙ্গলবার (৩ জানুয়ারি) রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে 'পুলিশ সপ্তাহ' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তিনি। পরে ২০২২ সালে ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১১৫ পুলিশ কর্মকর্তা এ পদক দেন তিনি।এবারের বার্ষিক পুলিশ প্যারেডে খুলনা রেঞ্জের পুলিশ সুপার কাজী মইন উদ্দিন অধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী পুলিশ সদস্যদের পদক পরিয়ে দেন।

এর আগে, রবিবার (১ জানুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০২২ সালে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন পুলিশ সদস্যকে 'বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)', ২৫ জনকে 'রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম)' প্রদান করা হলো।

বাংলাদেশ-ভারতে সম্পর্ক ব্যাপক উন্নতি হয়েছে: জয়শঙ্কর

ঢাকা,ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি করেছি। তাদের সঙ্গে আমাদের স্থলসীমান্ত চুক্তি হয়েছে। কীভাবে সফল কূটনীতি একটি শক্তিশালী সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরাসরি অবদান রেখেছে এটি তার উদাহরণ। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিষয়ে জয়শঙ্কর আরও বলেন, গত এক দশকে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত উন্নতি করেছে। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিরাট উন্নতি হয়েছে। এছাড়া জয়শঙ্কর চীনের সঙ্গে ভারতের সমস্যাকে একটি 'বড় চ্যালেঞ্জ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি পাকিস্তান প্রসঙ্গে জানান, ওই দেশটি থেকে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের সমস্যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

জামিন ঠেকাতে আপিলে যাচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষ

ছয় মাসের জামিন পেলেন মির্জা ফখরুল ও আব্বাস

ঢাকা, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ছয় মাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন।

রাজধানীর নয়াপল্টনে ৭ ডিসেম্বর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় করা মামলায় বিচারপতি মো. সেলিম ও বিচারপতি মো. রিয়াজ উদ্দিন খানের হাইকোর্ট বেঞ্চ মঙ্গলবার তাদের জামিন দেন।

একই সঙ্গে তাদের কেন স্থায়ী জামিন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আদালত। এতে তাদের মুক্তিতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

এদিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও মির্জা আব্বাসের জামিন ঠেকাতে আপিল বিভাগে যাচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষ। গণমাধ্যমকে মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এসএম মুনীর। আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এসএম মুনীর। এ সময় আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী এ জে মোহাম্মদ আলী, কায়সার কামাল, মো. রুহুল কুদ্দুস, সগীর হোসেন প্রমুখ শুনানিতে ছিলেন।

কায়সার কামাল বলেন, হাইকোর্ট মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও মির্জা আব্বাসকে ছয় মাসের আগাম জামিন দিয়েছেন। কেন তাদের জামিন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে চার সপ্তাহের রুল দিয়েছেন।

এর আগে সোমবার (২ জানুয়ারি) বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস জামিন চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন। ২১ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত মির্জা ফখরুল ও মির্জা আব্বাসের জামিন নামঞ্জুর করেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ মো. আসাদুজ্জামান।

৭ ডিসেম্বর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে দলটির নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এতে একজন নিহত ও অর্ধশত আহত হন। সংঘর্ষের পর পুলিশ বিএনপির কার্যালয়ে অভিযান চালায়। ঘটনার পরদিন পল্টন, মতিঝিল, রমনা ও শাহজাহানপুর থানায় পৃথক চারটি মামলা করে পুলিশ। এতে ২ হাজার ৯৭৫ নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়। তাদের মধ্যে নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৭২৫ জনের। তবে নাম উল্লেখ করা বিএনপির নেতাদের মধ্যে মির্জা ফখরুল ও মির্জা আব্বাস ছিলেন না।

৮ ডিসেম্বর গভীর রাতে পৃথক অভিযান চালিয়ে দুই নেতাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। দুজনকে প্রথমে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানীর মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে। পরে তাদের পল্টন থানার মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

www.jonmobhumi.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি-তে সরকারী নিরাপত্তায় দেশে অর্থ পাঠান এবং দেশমাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এখন তাৎক্ষণিকভাবে দেশে আপনার প্রিয়জনকে রেমিটেন্সের টাকা প্রদানে সক্ষম। তাছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র সোনালী ব্যাংকের সকল শাখায় স্পট ক্যাশের মাধ্যমে আমরা রেমিটেন্সের টাকা প্রদান করে থাকি।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

www.sonaliexchange.com এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।

দেশের সর্বশেষ খবর

কন্ডেরা কন্দেশ

প্রতারণার টাকায় ঢাকায় চার বাড়ি

আইছি একখান কাঁথা নিয়া, এখন চারখান কম্বল নিয়া ঘুমাই

ঢাকা, নির্দিষ্ট কোনো পেশা নেই তাঁর। কখনও বাংলাদেশি শিল্পপতি, কখনও ভারতের বড় ব্যবসায়ী পরিচয় দেন। নানাভাবে ফাঁদ পেতে নিরীহ মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। রাজধানীর পল্লবী

এলাকায় চারটি বাড়ির মালিক তিনি। এ ছাড়াও নামে-বেনামে রয়েছে বহু সম্পদ। এই প্রতারক হলেন কবির ওরফে মিজান উকিল। গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরে।

মিজানের বিরুদ্ধে সাতটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। কিছুদিন কারাভোগ করে জামিনে বেরিয়ে ফের প্রতারণায় মেতে ওঠেন। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় তাঁর প্রতিনিধি আছে। তাঁরা নিরীহ মানুষদের ফুসলিয়ে ঢাকায় মিজানের কাছে নিয়ে আসেন। কারও কাছে ক্লিনিক ব্যবসার কথা বলে, কারও ভবনের ছাদে নেটওয়ার্কের টাওয়ার বানানোর কথা বলে কিংবা তিন তাসের খেলার ছলনায় টাকা হাতিয়ে নেন তাঁরা।

পল্লবী থানা এলাকার সবুজ বাংলা আবাসিক এলাকা, আদর্শ নগর এবং ৫৪ নম্বর প্লট এলাকায় আছে মিজানের চারটি বাড়ি। গত ২৩ ডিসেম্বর ওই এলাকায় গিয়ে মিজানের কথা জিজ্ঞাসা করতেই অনেকে বিরূপ মন্তব্য করেন। তাঁরা জানান, মিজানের একটি সংলাপ এলাকায় খুব প্রচলিত। তিনি দাম্ভিকতার সঙ্গে বলেন, 'শরীয়তপুর থেকে আইছি একখান কাঁথা নিয়া, এখন চারখান কম্বল নিয়া ঘুমাই।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিন বাসিন্দা জানান, মিজান এক সময় এলাকায় ভাড়াটে ছিলেন। অবৈধ টাকায় এসব বাড়ি গড়েছেন।

মিরপুরের ১১ নম্বর সেকশনে 'ই' ব্লকের ১৪ নম্বর লেনের ১০ নম্বর হোল্ডিংয়ে দোতলা বাড়িতে সপরিবারে বাস করেন মিজান। বাড়ির নিচে কয়েকটি দোকানঘর করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাড়ির পাশের কয়েকজনের কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই একজন সিসি ক্যামেরা দেখিয়ে বলেন, মিজানের বাড়ির চারপাশে ক্যামেরা স্থাপন করা। নানা অপরাধে জড়িত থাকার কারণে তাঁর বাসার আশপাশে কে অবস্থান করছে, তা পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। সিসি ক্যামেরার সঙ্গে তাঁর মোবাইল ফোনের সংযোগ আছে।

সর্বশেষ উত্তরা পশ্চিম থানায় লুৎফুর রহমান নামে এক ভুক্তভোগীর দায়ের করা মামলায় গত ১১ নভেম্বর মিজান ও তাঁর স্ত্রীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

লুৎফুর রহমানের বাড়ি বগুড়া জেলায়। ক্লিনিকের ব্যবসা করার কথা বলে মিজান ও তাঁর সহযোগীরা ৯০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাঁর কাছ থেকে। এ অভিযোগে তিনি গত ১০ নভেম্বর উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন। এ ছাড়াও রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় আরও দুটি, মিরপুর মডেল থানায় একটি, দারুস সালাম থানায় একটি এবং ভোলা সদর থানায় একটি মামলা রয়েছে মিজানের বিরুদ্ধে। ঢাকার আদালতেও একটি মামলা করেছেন এক ভুক্তভোগী।

ভুক্তভোগীদের একজন আব্দুল হালিম। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার মনোহরগঞ্জের বড়চাঁদপুর গ্রামে। ৩২ বছর বিদেশে কাটিয়ে ২০২০ সালে দেশে আসেন। তিনি বাস করেন ঢাকায়। হালিম জানান, নোয়াখালী জেলায় বাংলাবাজারে একটি দোকানঘর রয়েছে তাঁর। সেটি ভাড়া দেওয়া। ২০২১ সালের ২৭ আগস্ট রুবেল হোসেন নামে ভোলা জেলার এক যুবক ওই দোকানে যান। দোকানি দেলোয়ার হোসেনকে বলেন ছাদের ওপর নেটওয়ার্ক টাওয়ার বসাতে চান তাঁরা। বড় অঙ্কের টাকার প্রলোভন দেখিয়ে আব্দুল হালিমের ফোন নম্বর নেন রুবেল। পরদিন জাহিদুল নামে একজন হালিমকে ফোন দিয়ে বলেন, উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের ৭ নম্বর সড়কের ৬৩ নম্বর বাড়িতে তাঁদের অফিস। তাঁরা প্রতিটি জেলায় নেটওয়ার্ক টাওয়ার বসাবেন। তাঁর দোকানে টাওয়ার বসানের প্রস্তাব দিয়ে অফিসে ডাকেন তাঁকে। ৩০ আগস্ট সেখানে যান হালিম। ১০ বছরের চুক্তিতে অগ্রিম হিসেবে ২৪ লাখ টাকা এবং প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা ভাড়া দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয় তাঁকে। এসব কথা হয় মিজানের সহযোগী রাশেদ খান বাবুসহ কয়েকজনের সঙ্গে। রাজি হয়ে হালিম ফিরে যান বাসায়। ২ সেপ্টেম্বর আবার ডাকা হয় তাঁকে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথা হয় মিজানের সহযোগী রাশেদ, ফখরুল, আব্দুর রহমানের সঙ্গে। তাঁরা হালিমকে প্রলোভন দেখান, মিজান উকিল নামে একজন ভারতীয় মেডিসিন ব্যবসায়ী তাঁদের ঘনিষ্ঠ। তাঁর অনেক টাকা আছে। তিন তাস খেলে তাঁকে হারিয়ে টাকাপয়সা হাতিয়ে নিতে হবে। কথা বলার সময়ই মিজানকে অফিসে হাজির করা হয়। এক পর্যায়ে আয়োজন করা হয় তিন তাস খেলার। মিজান তাঁদের কাছে সাড়ে ৪ কোটি টাকা হেরে যান। এর পর মিজান একটি ব্যাগ দেখিয়ে বলেন, এতে সাড়ে ৪ কোটি টাকা আছে। যেহেতু জুয়া খেলা, তাই সমপরিমাণ টাকা দেখিয়ে টাকা নিতে হবে। মিজানের সহযোগীরা জানান, তাঁদের কাছে এ মুহূর্তে সাড়ে ৩ কোটি টাকা আছে। বাকি ১ কোটি টাকা জোগাড় করতে হবে। প্রস্তাব দেন হালিমকে ১ কোটি টাকা জোগাড় করে দিলে বিনিময়ে ৮১ লাখ টাকার লাভ দেওয়া হবে। প্রলোভনে পড়ে ৪ দফায় ৭৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেন তিনি। ১৭ অক্টোবর চক্রের সদস্য রাশেদ ফোন করে মিজানকে জানান, তাঁরা সবাই পুলিশ হেফাজতে। পরে হালিম অফিসে গিয়ে দেখেন, তালা ঝুলছে। এ ঘটনায় হালিম আদালতে মামলা করেন।

ডিবির ওয়ারী বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার মাহফুজুর রহমান বলেন, প্রতারক চক্রটির মূল হোতা মিজান। গুলশান-উত্তরা এলাকায় দামি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে অফিস বানিয়ে প্রতারণা করেন তাঁরা।

www.jonmobhumi.com

খন্দকার মাহবুব হোসেন আর নেই

ঢাকা,সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীণ আইনবিদ খন্দকার মাহবুব হোসেন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গতকাল শনিবার রাত ১০টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। খন্দকার মাহবুব হোসেনের জুনিয়র অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, রাত ১০টা ৪০ মিনিটে হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খন্দকার মাহবুব হোসেনের মৃত্যুতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী গভীর শোক প্রকাশ করছেন। তিনি মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন।

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন আর নেই

ঢাকা,স্থপতি, ক্রীড়া সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোবাশ্বের হোসেন (৭৯) আর নেই। রোববার রাত ১টা ৩৮ মিনিটে ঢাকার শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় বলে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। স্থপতি ইকবাল হাবিব গণমাধ্যমে বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। সবশেষ দুই মাস তাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) রাখা হয়েছিল। তখন তার ডায়ালাইসিস করা যাচ্ছিল না। ধীরে ধীরে শরীরের অবস্থা সংকটাপন্ন হলেও তার শরীরের নাজুক অবস্থার কারণে বিদেশে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

৬০ সন্তানের বাবা বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন!

ঢাকা ডেস্ক, পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের বাসিন্দা সরদার হাজি জান মুহাম্মদ খান গত রোববার ৬০ সন্তানের বাবা হয়েছেন।

এর মধ্যে পাঁচটি সন্তান মারা গেছে, বাকি সবাই সুস্থভাবে বেঁচে আছে। তবে এখনই থেমে যাবেন না, 'আল্লাহ চাইলে' তিনি আরও সন্তানের বাবা হতে চান। এ জন্য চতুর্থবার বিয়ে করার পরিকল্পনাও করে ফেলেছেন। খবর বিবিসি ও পাকিস্তান অবজারভারের।

৫০ বছর বয়সি সরদার জান মুহাম্মদ থাকেন কোয়েটা শহরের ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায়। তিনি খালজি গোত্রের সদস্য এবং পেশায় চিকিৎসক। ওই এলাকায় তার একটি ক্লিনিক রয়েছে।

জান মুহাম্মদ তার ৬০তম সন্তানের নাম রেখেছেন খুশাল খান। বিবিসি তার কাছে জানতে চেয়েছিল, এত সন্তানের নাম মনে থাকে কিনা। জবাবে তার পাল্টা প্রশ্ন, 'কেন নয়?'

উল্লেখ্য, ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে ভূমিকা থাকবে যে আট দেশের, পাকিস্তান তার মধ্যে অন্যতম।

জাতিসংঘের তথ্য বলছে, ১৯৬০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে এবং ২০২০ সালে এই হার ছিল এক শতাংশেরও কম। কিন্তু পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনো ১ দশমিক ৯ শতাংশ।

সরদার জান মুহাম্মদ খান জানান, তিনি চতুর্থ বিয়ে করতে চান এবং সে জন্য পাত্রী খুঁজছেন। তিনি বলেন, 'সব বন্ধুকে বলে রেখেছি, আমার চতুর্থ বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজে দিতে। বয়স হয়ে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চাই।'

জান মুহাম্মদের দাবি, তিনি একাই যে আরও সন্তান চান বিষয়টি তেমন নয়। তার স্ত্রীরাও আরও সন্তান নিতে আগ্রহী।

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

ভারত জোড়োতে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার খুনসুটি

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ বোনের কাঁধে হাত রেখে কিছু একটা বললেন রাহুল গান্ধী। শুনেই মুচকি হাসি হাসলেন দুই বছরের ছোট বোন প্রিয়াঙ্কা। ভাইকে কিছু একটা বলে হাত জোড় করতে গেলেন তিনি। বোনকে কাছে টেনে গালে স্নেহচুম্বন এঁকে দিলেন ভাই। আর এভাবেই কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো যাত্রায়' ধরা পড়ল আরো একটি মিষ্টি ছবি। ইতিমধ্যে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার এই ছবি-ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভাইবোনের খুনসুটি দেখে আপ্লুত দেশটির নেটিজেনরা।

'ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেসের' ফেসবুক পেইজ থেকে পোস্ট করা ছবিটি বইছে কমেন্টের বন্যা। কেউ লিখেছেন, 'গান্ধী পরিবার সুখী পরিবার। ' কেউ তারিফ করেছেন ভাই-বোনের টোল পড়া গালের হাসির।

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' শুরু করেছেন রাহুল। পাঁচ মাসে দীর্ঘ তিন হাজার ৫৭০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ১২টি রাজ্য অতিক্রম করে এই লংমার্চ শেষ হবে কাশ্মীরের শ্রীনগরে। কংগ্রেস নেতৃত্বের কথায়, 'এই পদযাত্রা একটি হতাশ দলের প্রেরণাকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং দলের নেতার ক্ষয়ে যাওয়া ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করারও একটি প্রচেষ্টা। ' এই যাত্রায় রাহুলের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। ক্যামেরায় ধরা পড়েছে একের পর এক ভালোবাসার ফ্রেম। কখনো মা সোনিয়া গান্ধীকে কেরালার ওয়েনাড়ের সংসদ সদস্যের চুম্বন তো কখনো বোন প্রিয়াঙ্কার হাতে হাত রেখে রাহুলের এগিয়ে যাওয়া, কখনো বোনের উদ্দেশে 'ফ্লায়িং কিস' ছুড়ে দেওয়াচ্চ একেকটি ছবি মন কেড়েছে দেশটির আমজনতার।

রাহুল-প্রিয়াঙ্কার এই নতুন খুনসুটির ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'ভাই-বোনের এই ভালোবাসা ভাঙার নয়। ' আর রাহুল ভারত জোড়ো যাত্রায় বলেছেন, 'যেমন আমাদের দেশ, তেমনই আমাদের যাত্রা। এখানে ঘৃণার জায়গা নেই। এটি শুধু মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার যাত্রা। '

উল্লেখ্য, সম্প্রতি 'ভারত জোড়ো যাত্রা' বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে রাহুলকে চিঠি দেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়। তিনি লেখেন, 'কভিডবিধি মানা না গেলে, জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এবং দেশকে অতিমারি থেকে রক্ষার জন্য আমি ভারত জোড়ো যাত্রা স্থগিত করার জন্য অনুরোধ করব।

তুরস্কের 'বিসিএস' পরীক্ষায় নোবেলজয়ী ড. ইউনূসকে নিয়ে প্রশ্ন

ইউরোপ থেকে,নূরুল ইসলাম বকুলঃবাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ, শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে তুরস্কের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়েছে। সম্প্রতি ইউনূস সেন্টারের একজন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্নটির একটি কপি শেয়ার করেছেন। তুর্কি ভাষায় ছাপা হওয়া নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নটির বাংলা করলে দাঁড়ায়- ৫৮ নং প্রশ্নঃ নীচের কোন অর্থনীতিবিদ ক্ষুদ্রঋণ ধারণার উদ্ভাবক এবং ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী? উত্তর বাছাই করার জন্য প্রশ্নটির নীচে তুর্কি ভাষায় ৫টি 'অপশন' ছিল, যেখানে ড. ইউনূসসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ৫ জন নোবেলজয়ীর নাম ছিলঃ

১. মোহাম্মদ ইউনূস
২. মালালা ইউসুফজাই
৩. মোহাম্মদ এল-বারাদেই
৪. কফি আনান
৫. শিরিন এবাদি

ড. ইউনূসকে নিয়ে করা প্রশ্নটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই সেটি পোস্ট করে লিখেছেন, "একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমি গর্বিত"। কেউ আবার মজা করে লিখেছেন, "প্রতি বছর বাংলাদেশের অসংখ্য ছেলেমেয়ে সরকারি চাকরি লাভের প্রত্যাশায় বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) এর সব প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করে। আর, তুরস্কের বিসিএস পরীক্ষায় দেখি বাংলাদেশের নোবেলজয়ীকে নিয়ে প্রশ্ন! সে খবর তারা জানে?" প্রসঙ্গত, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক।

জন্মভূমির এ সপ্তাহের কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

তারিখ:	ফজর	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০৫ জানুয়ারী	০৫;৪৭	১১;৪৯	০২;৪৭	০৪;২৮	০৫;৫০
০৬ জানুয়ারী	০৫;৪৭	১১;৪৯	০২;৪৭	০৪;২৮	০৫;৫০
০৭ জানুয়ারী	০৫;৪৯	১১;৫০	০২;৪৮	০৪;২৮	০৫;৫০
০৮ জানুয়ারী	০৫;৫০	১১;৫০	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫১
০৯ জানুয়ারী	০৫;৫০	১১;৫১	০২;৪৮	০৪;২৯	০৭;৫১
১০ জানুয়ারী	০৫;৫১	১১;৫২	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫১
১১ জানুয়ারী	০৬;৫২	১১;৫২	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫২

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
সকাল ৭টায় আরতী ও ভোরের পূজা
সন্ধ্যা ৭টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা
(তাছাড়া প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরোহিতগণ পূর্ণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা করেন)।

বৌদ্ধ পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

ভোরের প্রর্থনা ভোর ৬টায়
দুপুরের প্রর্থনা দুপুর ১২টায়
সন্ধ্যা প্রর্থনা সন্ধ্যা ৬টায়
(তাছাড়া প্রতিদিনই পূর্ণ্যার্থিদের অনুরোধে নিয়মিত প্রত্যহিক পূজা করা হয়)।

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউ ইয়র্ক এলাকার প্রায় সব গীর্জাই খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

রবিবারের প্রার্থনা সকাল ১১টায় বিশেষ প্রার্থনা হয় মধ্যরাতে

(তাছাড়া প্রতিদিনই পূর্ণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে এবং প্রার্থনা সভা হয় প্রতি চার্চেই)

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

আমাকে বিপিএলের সিইও করলে সব ঠিক করে দিব : সাকিব

ঢাকা, মিরপুর শেরে বাংলায় আগামী শুক্রবার থেকে পর্দা উঠতে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ৯ম আসরের। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বিসিবির নানা অব্যবস্থাপনা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আজ বুধবারতো বিপিএলকে মোটামুটি ধুয়ে দিলেন সাকিব আল হাসান। ফরচুন বরিশালের এই অধিনায়ক দাবি করলেন, তাকে বিপিএলের সিইও বানালে সব ঠিক করে দিতে পারবেন।

আজ একদিনের জন্য বরিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হয়ে অফিসে বসেছিলেন সাকিব। সেখানেই সাকিব বিপিএল নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'একটা যা-তা অবস্থা। এর থেকে আমাদের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল) আরও ভালোভাবে হয়। কারণ, আগে থেকেই দল গোছাতে পারে। আরও আগে থেকে জানে যে দলটা কী হচ্ছে এবং তারা সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। গ্রামের এমন কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চল দেখবেন না, যেখানে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে না। এমন তো না যে জনপ্রিয়তা নেই। ১৬-২০ কোটি মানুষের একটা দেশে এত পছন্দের একটা খেলা, তার বাজারটা থাকবে না, এটা খুবই দুঃখজনক। মানে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না।'

এসময় সাকিবের কাছে জানতে চাওয়া হয়, বিপিএল আয়োজনের দায়িত্ব পেলে তিনি কী করবেন? বিশ্বসেরা অল-রাউন্ডার সোজাসুজি বলে দেন, 'আমাকে যদি সিইওর দায়িত্ব দেওয়া হয়, আমার বেশি দিন লাগবে না। সব ঠিক করতে সর্বোচ্চ এক থেকে দুই মাস লাগবে।' এরপর অনিল কাপুর অভিনীত বলিউডের 'নায়ক' সিনেমার উদাহরণ টেনে সাকিব বলেছেন, '"নায়ক" সিনেমা দেখেছেন না? এক দিনেও অনেক কিছু করা সম্ভব। যে করতে পারে সে সব করতে পারে।'

উল্লেখ্য, 'নায়ক' সিনেমায় অনিল কাপুরকে এক দিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বানানো হয়েছিল। এক দিনেই দুর্নীতির মূলোৎপাটন করেছিলেন শিবাজী রাও চরিত্রে অভিনয় করা অনিল কাপুর।

ঘন কুয়াশায় ঢাকার ফ্লাইট গিয়ে নামে ভারতের হায়দরাবাদে (ছবি আছে ছবি নং-১৪)

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : ঘন কুয়াশার কারণে আজ বুধবার সাতটি ফ্লাইট ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দেরিতে উড্ডয়ন করেছে এবং একটি ফ্লাইট যথাসময়ে অবতরণ করতে পারেনি। ঢাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কামরুল ইসলাম জানিয়েছেন, রিয়াদ থেকে আসা সৌদি এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট সকাল সাড়ে সাতটায় ঢাকায় অবতরণ করার কথা ছিল। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে সেটি ওই সময় নামতে পারেনি। ফ্লাইটটি ভারতের হায়দরাবাদে গিয়ে নেমেছে। পরে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হলে ফ্লাইটটি ঢাকায় ফিরে এসেছে। অন্যদিকে কুয়াশার কারণে সাতটি ফ্লাইট উড্ডয়নে বিলম্ব হলেও কোনো ফ্লাইট বাতিল হয়নি। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, সকালে জাজিরা এয়ারলাইনস, ইউএসবাংলা এয়ারলাইনস, এয়ার অ্যারাবিয়া, ফ্লাই দুবাই, কাতার এয়ারওয়েজ, ওমান এয়ার এবং ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের ফ্লাইট নির্ধারিত সময়ে উড়তে পারেনি। ফ্লাইটগুলো এক-দেড় ঘণ্টা দেরিতে ছেড়েছে।

৮ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় রেকর্ড ৯৯৫১ জনের মৃত্যু

ঢাকা, ২০২২ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় গত আট বছরের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মোট ৬ হাজার ৭৪৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ হাজার ৯৫১ জনের। আহত হয়েছেন আরও ১২ হাজার ৩৫৬ জন। ২০২১ সালের চেয়ে ২০২২ সালে সড়কে দুর্ঘটনা বেড়েছে ১৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ। আর মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। এতে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সংগঠনের মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সেফ রোড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এলায়েন্সের চেয়্যারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান এবং গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ আবদুল হক। দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুর্ঘটনার সংবাদ থেকে নিহত ও আহতের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমিতির বার্ষিক দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে আদালতের আদেশ অমান্য করে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে ইজিবাইক, মোটরসাইকেল ও থ্রি-হুইলার চলাচলকে দুর্ঘটনা বাড়ার একটি বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিএনপির সমাবেশে অর্থদাতা কারা?

ঢাকা, বিদায়ি বছরে রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়ানো বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশগুলোতে অর্থের জোগান কারা দিয়েছেন, এ নিয়ে বারবারই প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই এই প্রশ্ন খাড়া করেছিলেন তিনি। জানা গেছে, ২০০৯ সাল থেকে টানা তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সুবাদে খোলস পালটে বিএনপি-জামায়াত থেকে যারা বিভিন্ন সময়ে, এর-ওর হাত ধরে দলটিতে অনুপ্রবেশ করেছেন–সেই 'হাইব্রিড আওয়ামী লীগ'-এর কেউ কেউ বিএনপিকে অর্থায়ন করছেন। গত ১৩ বছরে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে যারা বিপুল অর্থ-বৈভবের মালিক বনেছেন, তাদেরও কেউ কেউ রয়েছেন বিএনপির সভা-সমাবেশে অর্থ জোগানদাতার তালিকায়। প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপ এবং হালআমলে আলোচিত কয়েক জন কথিত শিল্পপতিও আছেন অর্থদাতার কাতারে। জানা গেছে, বিএনপির সভা-সমাবেশে অর্থ জোগানের অভিযোগ রয়েছে রাজধানীর উপকণ্ঠ কেরানীগঞ্জের আলোচিত দুই সহোদর ছলিমউল্যাহ ও হাবিবুর রহমান হাবিবের বিরুদ্ধেও। সেখানকার সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আমান উল্যাহ আমানের সক্রিয় অনুসারী ছিলেন ছলিম-হাবিবের বাবা প্রয়াত মধু মাঝি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর হাবিব প্রথমে কৌশলে বাগিয়ে নেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদকের পদ। গত বছর আওয়ামী লীগের মনোনয়নে 'নৌকা' প্রতীকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন শাক্তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন।

আওয়ামী লীগে এক দশকে নারী নেতৃত্ব বেড়েছে দ্বিগুণ

ঢাকা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম হলেও আওয়ামী লীগ এদিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে ৩৩ শতাংশ নারী কোটা পূরণের ক্ষেত্রে যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা পূরণে তুলনামূলক শীর্ষে রয়েছে দলটি। গত এক দশকে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগে নারী নেতৃত্ব বেড়েছে দ্বিগুণ। ২০১২ সালের ২৯ ডিসেম্বর ১৯তম সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত আওয়ামী লীগের কমিটিতে ১৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ, অর্থাৎ ১০ জন নারী ছিলেন। ১০ বছর পর গত ২৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের পর নবগঠিত কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা ২০ জন। ফলে নারী নেতৃত্বের হার হয়েছে ২৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ। তবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ আশা জাগানিয়া হলেও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বেশ হতাশাজনক। আওয়ামী লীগের তৃণমূলের অধিকাংশ কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ ১০ শতাংশের ওপরে নয়।

মহাপ্রয়াণে স্মরণ আলেখ্য
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মাতা হীরাবেন মোদীর
শৈলেন কুমার দাশ

প্রণমী দেবী মাতা হীরাবেন মোদী! আপনার এ মহাপ্রয়ান আশির্বাদে পরিনত হোক গোটা ভারতবর্ষের জন্য। আপনি এমন এক ছেলেকে জন্ম দিয়েছেন, যার জন্য গোটা বিশ্ব আপনাকে স্মরণ রাখবে চিরকাল! এখানেই আপনি মাতা হীরাবেন মোদী এবং পিতা মুলচাঁদ মোদীর স্বার্থকতা। স্বর্গলোকের গন্তব্যে আপনার যাত্রা শুভ হোক। আর বসতী হোক মন্দাকিনী তীরে পরম সুখে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন প্রধানমন্ত্রী শতবর্ষের সাধনায় পাওয়া। যে প্রকৃত অর্থেই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। বুঝেন বঞ্চিত মানুষের মনের কথা। জানেন ভালোবেসে তৃণমূল মানুষের কাছে যেতে। তাঁদের স্বপ্নে তিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন; হাসতে জানেন তাঁদের হাসি সনে, জানেন এক সাথে পথ চলতে। কারণ আপনি তাঁকে এমন সহজ, সরল জীবনের সুন্দর আঙ্গিনায় গড়ে তোলেছেন। তাই তো সাধারণ মানুষের মনের দেবতায় তিনি পরিনত হয়েছেন। তথাকথিত এলিট রাজনৈতিক দলের বলয় থেকে ভারতীয় রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের রাজনীতিতে পরিনত করেছেন। এই কঠিন কাজটি একমাত্র যুগপুরুষের দ্বারাই সম্ভব। যেটি তিনি করেছেন! তাইতো তাঁর নাম ভারতবর্ষের মানুষের হৃদয়ে চিরদিন ভালোবাসার স্বর্নাক্ষরে লিখা থাকবে।

এলিট রাজনৈতিক দলের এখানেই রাগ তিনি মানুষের মনে যে এক চিরস্থায়ী আসন গড়েছেন। যার ফলে তাঁদের এলিট নির্ভর রাজনীতি ধ্বংসের পথে। তাই তাঁরা এই সাধারণ মানুষের মহান নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছে বার বার। কিন্তু তাঁদের পরনিন্দার বাণী কেউ গ্রহণ করেনি। কারণ মানুষ তাঁদের শতবর্ষের সাধনায় পাওয়া এই নেতার আচরণে ও সিদ্ধান্তে তাঁরা কখনোই এর প্রতিফলন দেখেনি।

ফলে এখন অন্যান্য ধর্মের বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী এই নেতার রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠছে। ধন্যবাদ ও প্রণতি দেবীমাতা হীরাবেন আপনাকে, এই জনমানুষের প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষকে উপহার দেয়ার জন্য। আপনার

সুযোগ্য এই সন্তান আপনার দেয়া শিক্ষা "বিজ্ঞতার সাথে কাজ কর; বিশুদ্ধতার সাথে জীবন যাপন কর।" মনে প্রাণে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আপনার আশির্বাদ তাঁকে আজীবন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করার সুযোগ দিবে এটা আমার মত কোটি কোটি ভারতীয়দের বিশ্বাস। ফলে ভারতবর্ষ পৌঁছে যাবে এক অনন্য উচ্চতায়; পরিনত হবে অনন্য সুন্দর দেশে। অর্থাৎ প্রত্যাশার ব্রম্মলোকে ভারতবর্ষের সোনালী পদযাত্রা আপনার কঠোর সাধনায় পাওয়া এই ছেলের দ্বারাই সম্ভব হবে। পূর্ণ শান্তির আবাস ভূমিতে পরিনত হবে এই অঞ্চল আপনার এই ছেলেরই নেতৃত্বে।

আপনি প্রাণভরে আশির্বাদ করেন তাঁকে। ভারতবর্ষ বিনির্মাণের বিশ্বকর্মা শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভগবানের এক মহান আশির্বাদ আর মাতাশ্রী হীরাবেন মোদীর শ্রেষ্ঠ নির্মাণ। আপনি স্বর্গলোক থেকে আশির্বাদের ছায়া হয়ে আপনার এই মহান পূত্রের পাশে থাকবেন। আর তাঁকে পথ দেখাবেন দেশের প্রকৃত অগ্রগতি ও মঙ্গলের যেখানে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ নিহীত। আপনার মত মা যেন ভারতবর্ষে বার বার আসেন এমন সন্তান এবং এমন প্রধানমন্ত্রী জন্ম দেয়ার জন্য। প্রণাম মাতোঃ আপনাকে!

Dr Sagar Baral D.D.S
Cosmetic Dentistry
আমরা বাংলায় কথা বলি

87-72 168th street Jamaica,NY 11432
Telephone: (718)297-9777

LAW OFFICE OF H. BRUCE FISCHER

H. BRUCE FISCHER
Attorney at Law
এপয়েন্টমেন্টের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
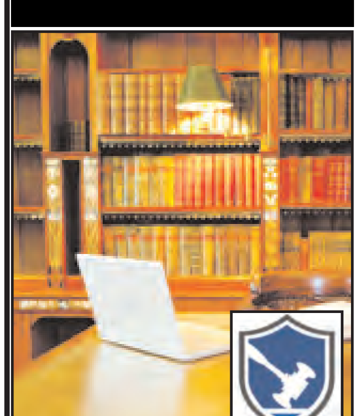
এক্সিডেন্ট (দুর্ঘটনা) কেইসেস
যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা, যেমন গাড়ী,ট্রাক, সাবওয়ে. প্লেইন, কাজের জায়গাতে আঘাত হস্পিটালে ভুল চিকিৎসা কন্সট্রাকশন অথবা রাস্তায় পড়ে যাওয়ার দরুন আপনার বড় ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন। এ ব্যাপারে আমরা আপনাদের সাহায্যে করতে সর্বদা প্রস্তুত।
Office:45 Rockefeller Plaza,Suite # 2088, NY 10111
Tel: 212-957-3634,
Cell: 646-752-6097

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
০৫ জানুয়ারী ২০২২ ### ২১ পৌষ ১৪২৯ বাংলা

সম্পাদক | রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক | শিকদার হুমায়ূন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি — আবুল কালাম
কলকাতা প্রতিনিধি — সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি — নুরুল ইসলাম বকুল
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি — ড.মিতুল বড়ুয়া
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি — মাইকেল বিকাশ গোমেজ

সম্পাদকীয়

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

উৎকণ্ঠার ২০২৩ উদযাপন ঢাকায়

থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপন তথা খ্রিষ্টীয় নূতন বর্ষকে বরণ করিতে গিয়া বিশেষ করিয়া রাজধানীতে রবিবার মধ্যরাত্রিতে যে সকল ঘটনা ঘটানো হইয়াছে, তাহা শুধু অনাকাঙ্ক্ষিতই নহে; আতঙ্কজনকও বটে। সোমবার সমকালের এক প্রতিবেদনে যেমনটা বলা হইয়াছে, আতশবাজি, পটকা ফাটানো আর উচ্চ শব্দের গান-বাজনা নগরীর বিভিন্ন অংশে শব্দদূষণ, তৎসহিত বায়ুদূষণ ঘটাইয়াছে। এই সকল অত্যাচার হইতে এমনকি হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগী এবং বাসাবাড়িতে অবস্থানকারী বয়োবৃদ্ধ ও শিশুরাও রক্ষা পাননি। আলোচিত উদযাপন উপলক্ষে উড়ানো ফানুসসৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে রাজধানীর অন্তত চার স্থানে। এমনকি উড্ডীন ফানুসের অবশিষ্টাংশ, যাহা সাধারণত পলিথিনে প্রস্তুতকৃত; মেট্রোরেলের বিদ্যুতের লাইন ও খুঁটিতে আটকাইয়া যাওয়ায় সদ্য চালু এই গুরুত্বপূর্ণ সেবামাধ্যম অন্তত দুই ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখিতে হয়। শনিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়াইয়া পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, আতশবাজির শব্দ আর ঝলকানিতে ভীত-সন্ত্রস্ত পক্ষীশ্রেণি প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়াসে দিগ্বিদিক ছুটিয়াছে। পুরাতনকে বিদায় জানাইয়া নূতনকে বরণের মধ্যে নিশ্চয় উৎসবের আবহ থাকিবে এবং এই উৎসব বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও দশকের পর দশক ধরিয়া চলমান। কিন্তু সময় যত অতিক্রান্ত হইতেছে ততই বিশেষত খ্রিষ্টীয় বর্ষবরণের উৎসব উৎকট হইতে উৎকটতর হইতেছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উহা ক্রমবর্ধমান উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়া চলিতেছে।

আমাদের মনে আছে, দুই দশকের অধিক কাল পূর্বে এই খ্রিষ্টীয় নূতন বর্ষ উদযাপনের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এক নারীর শ্লীলতাহানির মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটানো হইয়াছিল। তখন সমগ্র জাতি উৎসবের ঐ অভব্য ধরনের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হইয়াছিল। তখন হইতেই প্রতিটা থার্টিফার্স্ট নাইটের পূর্বে ঢাকা মহানগর পুলিশ কর্তৃপক্ষকে খ্রিষ্টীয় নববর্ষবরণ উৎসবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বহুবিধ প্রয়াস চালাইতে দেখা যাইতেছে। সদ্য আগত এই বৎসরেও উহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অন্যান্যবারের ন্যায় ২০২৩-এর প্রাক্কালেও উন্মুক্ত স্থানে থার্টিফার্স্ট উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কোনো প্রকারেই ফানুস উড্ডয়ন এবং আতশবাজি পোড়ানোর মতো বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত হওয়া যাইবে না বলিয়া নির্দেশনা জারি করা হয়। এমনকি ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ হইতেও খুদে বার্তা প্রেরণ করিয়া সকলকে ফানুস না উড়াইবার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু যাহা হতাশাজনক; বরাবরের ন্যায় সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের এই সকল নির্দেশনার প্রতি উচ্ছ্বসিত নাগরিকরা বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছে। এতদ্?বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা হইল, তাঁহাদের কর্তব্য তাঁহারা সম্পাদন করিয়াছেন। নাগরিকদের জোর করিয়া কোনো উৎসব পালন হইতে বিরত রাখা যায় না। তাঁহাদের এই বক্তব্যকে উড়াইয়া না দিলেও ইহাও মানিতে হইবে, আতশবাজি বা ফানুসের ন্যায় বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অন্তত উৎসবকালে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইলে পরিস্থিতি ভিন্নরকম হইতে পারিত। সংবাদমাধ্যমে জনৈক বিক্রেতাকে উদ্বৃদ্ধত করিয়া বলা হইয়াছে, শুধু শনিবারই তিনি ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের আতশবাজি ও ফানুস বিক্রয় করিয়াছেন। আর এক সপ্তাহে বিক্রয় করিয়াছেন অন্তত তিন ক্রোড় টাকা। একজনই যদি এত পরিমাণ আতশবাজি ও ফানুস বিক্রয় করিয়া থাকেন; কয়েক সহস্র ব্যবসায়ী তাহা কী পরিমাণ বিক্রয় করিয়াছেন, উহা বোঝা সচেতন কাহারও জন্য কঠিন নহে। বিশ্বের বহু দেশেই অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত বর্ষবরণ উৎসব পালিত হইতে দেখা যায়। সেইগুলি হইতেও শিক্ষা গ্রহণীয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে কোনো ভাবান্তর আছে বলিয়া অন্তত অদ্যাবধি মনে হয় নাই। এই ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজেরও বহু করণীয়। উৎসব উদযাপনের নামে সহনাগরিকদের জীবনে বিড়ম্বনা ঘটাইবার অধিকার যেমন কাহারও নাই, তদ্রূপ প্রাণ-প্রকৃতির ক্ষতি করিয়া প্রকারান্তরে আত্মঘাতী হইবারও কোনো যৌক্তিকতা নাই। কথাটা এই জন্য বলা- আতশবাজিতে যেই পরিমাণ পটাশিয়াম নাইট্রেট, সালফার, অ্যালুমিনিয়াম ও বেরিয়াম নাইট্রেট সংযুক্ত থাকে, তাহা শুধু পরিবেশের জন্যই ক্ষতিকর নহে; মানবদেহের জন্যও বিপজ্জনক।

জন্মভূমি মিডিয়া ইন্‌ক কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
WEEKLY JANMOBHUMI
Editor & President : Ratan Talukder
Published by Jonmobhumi Group Inc.,
37-39-74 Street ,Jackson Height- NY- 11372
Tel. : 718-380-6712, Cell: 646-327-7964; Fax : 646-935-1675
E-mail : Jonmabhumi@gmail.com
Website : www.Jonmobbhumi.com
Printed in U.S.A.

www.jonmobhumi.com

উপসম্পাদকীয়

নতুন বছর : চ্যালেঞ্জও নতুন

মোনায়েম সরকার

আরও একটি বছর পার করে ইতোমধ্যে আমরা নতুন বছরে পদার্পণ করেছি। পেছনে তাকালে দেখতে পাই, সবকিছু মিলে আমরা সংকট মোকাবিলা করে সম্ভাবনার দিকেই এগিয়ে চলেছি। বিগত বছরে করোনা মহামারি আমাদের আগের মতো ভোগায়নি, তবে এর রেশ ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা মোকাবিলায় আমরা সাফল্যও কম পাইনি। এক্ষেত্রে নানা ধরনের শঙ্কা ও প্রচারণা মোকাবিলা করে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকাদানে সরকারের কার্যক্রম গেল বছরেও অব্যাহত ছিল। আন্তর্জাতিকভাবেও এ কাজে সফলতার স্বীকৃতি মিলিছে। গেল বছর বন্যা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কাও ছিল। তাতে ফসলহানি হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, সেই শঙ্কা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির তেমন অবনতি হয়নি। হলেও বন্যা মোকাবিলায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা দিয়ে নতুন পরিস্থিতিও মোকাবিলা করতে পারতাম। এর মধ্যেই বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু চালু করে দেওয়ার কাজটি সরকার করতে পেরেছে।

এটি আমাদের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প। এটি শুধু একটি প্রকল্প নয়, স্বপ্নের বাস্তবায়ন। আমরা সবাই জানি, কত প্রতিকূলতার মধ্যে সরকার পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে এগিয়েছে এবং অবশেষে তা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। বছরের শুরুতে তিক্ত আলোচনা করতে চাই না বলে এখানে আর সে অভিজ্ঞতার পুনরুল্লেখ করছি না। শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশ তার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মার মতো একটি অবাধ্য নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করেছে এবং তা সম্ভব হতো না পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর সাহস, দৃঢ়তা ও দূরদৃষ্টি না থাকলে। পদ্মা সেতু চালু হয়ে যাওয়ার ফলে শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার জনজীবনে নয়, সারা দেশের অর্থনীতিতেই পড়বে ইতিবাচক প্রভাব। এ প্রকল্পে রেললাইন সংযোজনের কাজও এগিয়ে চলেছে।

গেল বছর সরকার অবশ্য কিছু অর্থ সংকটে পড়ে। আমাদের মতো দেশের পক্ষে উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক সময় অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে। রাজস্ব আদায়ে সব সরকারের আমলেই ব্যর্থতা লক্ষ করা গেছে। তবে কোনো সময়েই বিদেশি অর্থ সহায়তা পেতে আমাদের বেগ পেতে হয়নি। কারণ, এ ধরনের ঋণ পরিশোধে আমাদের ব্যর্থতার নজির নেই। বছর শেষে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে কিছু সংকট দেখা দেয় মূলত ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে।

জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে, বিশ্ববাজারে খাদ্যের দামও বেড়ে যায় আকস্মিকভাবে শুরু হওয়া এ যুদ্ধ দ্রুত বন্ধ না হওয়ায়। ইউক্রেন ঘিরে রাশিয়ার আগ্রাসী মনোভাবের পাশাপাশি আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো জোটের উসকানিও এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। এর মূল্য দিতে শুরু করেছে বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো। বিগত বছরে আমাদের অর্থনীতি ও জনজীবনে যে সংকট দেখা দেয়, তার জন্য দেশের বাইরের ঘটনাগুলোই বেশি দায়ী। এর মধ্যেও সরকার চেষ্টা করছে আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক রেখে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে। বছরের শেষদিকে এখানে যে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছিল, সেটিও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে সরকার। বিদ্যুতের বেড়ে চলা চাহিদা পূরণে সরকার কিছু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল। তাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে উত্তরণের দিকে যেতে থাকার সময় কেন এমন সংকট দেখা দিল, তা অবশ্য অনুসন্ধানের বিষয়। বিদ্যুৎ খাতে অপচয়-দুর্নীতির কথা অনেকে বলে থাকেন এবং গেল বছর এ সমালোচনা আরও বেড়েছিল স্বভাবতই। বেসরকারি খাতের সঙ্গে অনেক আগে করা চুক্তিগুলো নিয়েও অনেক কথা শুনতে হয় সরকারকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেই তার জবাব দিতে হবে। মানুষ সরকারের গৃহীত উদ্যোগের সুফল পেলে বিগত দিনের ক্ষতির কথাও ভুলে যায়, এটি অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে। নতুন বছরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়া ও অন্যান্য উদ্যোগ সফল করতে পারলে এ খাতে অবশ্যই আস্থা ফিরে আসবে। গেল বছরটি সরকার অবশ্য শেষ করেছে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর নিচে টানেল নির্মাণকাজ এগিয়ে নিয়ে এবং রাজধানীতে বহুল প্রত্যাশিত মেট্রোরেল উদ্বোধন করে। উপমহাদেশে টানেলের অভিজ্ঞতা এই প্রথম হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে এবং মেট্রোরেলও এ সরকারের মাধ্যমেই জনগণের একটি অর্জন। সড়ক যোগাযোগ সহজ করার মাধ্যমে জনজীবনে গতি সঞ্চারের চেষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার করে যাচ্ছে দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই। গেল বছরে এক্ষেত্রে অর্জনগুলো দৃশ্যমান হয়েছে কেবল।

নতুন যে বছর এসেছে, তার পরের বছরের শুরুতেই পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও দৃশ্যমান হবে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সে নির্বাচন সফলভাবে মোকাবিলার প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছে। গেল বছরের শেষদিকে দলের

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

বিবিসি বাংলা: বিদায় রেডিও, স্বাগত নয়া মাধ্যম

আফরোজা সোমা

প্রবাদ ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। তেমন সুদিন গত হবে, এ কথা কেউ কি ভেবেছিল! সময় এমনই। বিস্ময়ে ভরপুর। দুনিয়াব্যাপী, ব্রিটিশদের 'জমিদারি' (উপনিবেশ) আর নেই। শুধু কি তাই! রাজপরিবারের রিজিডিটি বা কট্টরপনায়ও এসেছে বদল। পুরোনো ঐতিহ্য ভেঙে রাজপরিবারে, বধূ হয়ে এসেছেন এক কৃষ্ণকলি। এককালের পদানত উপনিবেশেরই এক অশ্বেতাঙ্গ আজ খোদ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। সময়ে কত কিছুই বদলায়!

সময়ের ঘাত মেনেই বন্ধ হয়ে গেছে বিবিসি বাংলার রেডিও সার্ভিস। ২০২৩ সালের পয়লা দিন থেকে, 'আপনারা শুনছেন বিবিসি বাংলা' আর শোনা যাচ্ছে না। ২০২২ সালে ৩১ ডিসেম্বর রাতের অধিবেশন 'পরিক্রমা' ছিল বেতারের শেষ আয়োজন।

বিবিসি বাংলা রেডিও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রোতাদের মন খারাপ। অনেকেই খুব আবেগতাড়িত হয়েছেন। রেডিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে ব্যথিত হয়েছেন শ্রোতা ফেরদৌসি বেগম। চার প্রজন্ম ধরে বিবিসি শোনার অভ্যাস ছিল তাঁদের। সে কথা জানিয়ে তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, 'এই খবরটায় মন খারাপ ছিল অনেক। দাদা, আব্বা, আমি, আমাদের পরের প্রজন্ম বিবিসি বাংলা রেডিও শুনতাম। কী হলো, কেন হলো, জানি না।'

ফেরদৌসি একা নন। এমন আরও অগুনতি শ্রোতা, বিবিসি বাংলা রেডিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছেন।

বিবিসি রেডিও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাধীন সাংবাদিকতায় এর প্রভাব পড়বে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো শ্রোতা। আবার কেউ বলেছেন, রেডিও বন্ধ হয়ে গেলে বিবিসি বাংলার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আস্থা আর আগের মতো থাকবে না। এই উদ্বেগ আর আশঙ্কা কতটুকু সত্য? সময়ই তার জবাব দেবে। বিবিসি বাংলা বেতার কেন বন্ধ হয়ে গেল, আমরা বরং সেটা অনুসন্ধান করি।

বিবিসি বাংলার সর্বশেষ রেডিও অনুষ্ঠান পরিক্রমায় যোগ দিয়েছিলেন, বিবিসি বাংলা সার্ভিসের বর্তমান প্রধান সাবির মুস্তাফা। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মানসী বড়ুয়া মুস্তাফাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কখন প্রথম বুঝতে পারলেন বা আঁচ করলেন যে, বিবিসির রেডিও সার্ভিস একসময় বন্ধ করে দিতে হতে পারে?'

উত্তরে মুস্তাফা বলেন, ২০০১ সালের দিকে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে ডিজিটালের দিকে জোর দেওয়া শুরু করে। তখন স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, রুশ, উর্দু ও হিন্দি ভাষা বিভাগের ডিজিটাল সার্ভিসকে জোরদার করার জন্য প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছিল। তিনি বলেন, 'সেখান থেকে আমরা একটা আঁচ পাচ্ছিলাম যে ওই দিকেই হয়তো ভবিষ্যৎটা আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এবং যে বাংলাভাষী অঞ্চল আছে ভারতে, দক্ষিণ এশিয়ায় সেখানে ইন্টারনেট পেনিট্রেশন বা ইন্টারনেটের সম্প্রসার অত বেশি ছিল না। এ জন্য বাংলা ভাষাকে ওইভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি।'

বিবিসি বাংলা রেডিওতে ডিজিটাল দুনিয়ার ধাক্কাটা তখনো লাগলো না। বরং বাংলা রেডিও আরও জোরেশোরে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। ২০০৭ সালে এক শ্রোতা জরিপে বিবিসি দেখতে পায়, তাদের শ্রোতাসংখ্যা শুধু বাংলাদেশেই সপ্তাহে প্রায় দুই কোটির কাছাকাছি। ২০০৭ সালে বিবিসি বাংলা আরও একটা নতুন রেডিও অনুষ্ঠান চালু করে। পরে এটার নাম হয়, 'প্রত্যুষা'।

রেডিও যে হুমকির মুখে, সেটা কিন্তু ২০০৭ সালেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। সাবির মুস্তাফার ভাষ্যমতে, "২০১০, '১১, '১২, '১৩ সালে এসে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখন আমাদের রেডিও থেকে সরে ডিজিটালের দিকে জোর দেওয়া উচিত।' কারণ, তখন বাংলাদেশে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ইন্টারনেট খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল। আর অনেকেই তখন নিউজের চাহিদা মেটানোর জন্য ইন্টারনেটের যেসব পাবলিকেশন আছে, সেগুলোর দিকে যাচ্ছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

'সে কারণেই আমরা ২০১৪ সাল থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের যত নতুন বিনিয়োগ সব... এই ডিজিটালের দিকেই করেছি। এবং মাঝেমধ্যে রেডিও থেকে কিছু বিনিয়োগ কমিয়ে সেগুলো ডিজিটালের দিকে নিয়ে গেছি" বলছিলেন সাবির মুস্তাফা। কিন্তু পরিবর্তনের এই কাজটা খুব ধীরে করা হচ্ছিল। কিন্তু এখন বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ব্যাপক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

এর ফলেই বিবিসি বাংলার রেডিও অনুষ্ঠান বন্ধ করে পুরোটাই ডিজিটালের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বন্ধের সিদ্ধান্তটা বিবিসি বাংলা থেকে আসেনি। এসেছে কেন্দ্র থেকে।

ডিজিটাল দুনিয়ায় কিছুই আর আগের মতো থাকছে না। লিগ্যাসি মিডিয়া বা সাবেকি গণমাধ্যমগুলো সারা বিশ্বেই

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

পেলে সবসময় রাজাই থাকবেন

সৈয়দ আবদাল আহমদ

ফুটবল বিশ্বের সবচে জনপ্রিয় খেলা। এত মাতামাতি আর কোনো খেলা নিয়ে হয় না। মাত্র ক'দিন আগে কাতার বিশ্বকাপ শেষ হলো। এর আনন্দের রেশ এখনো রয়ে গেছে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ শুধু আর্জেন্টিনাতেই নয়, বাংলাদেশও ছিল মাতোয়ারা। ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা কতটা তার উদাহরণ হচ্ছে, ঢাকার উপকণ্ঠ ধামরাইয়ে আর্জেন্টিনা ও মেসির সমর্থকরা ৩৬ ডেকচি বিরানি দিয়ে জয় উৎসব পালন করেছে।

ফুটবল নিয়ে এই যে উন্মাদনা সেটি এমনি এমনি হয়নি। এক সময় ফুটবল নিছক একটা খেলাই ছিল। কিন্তু একে অসাধারণ করেছেন পেলে। তার পায়ের জাদুকরী ছোঁয়ায় বদলে যায় ফুটবল। এই ফুটবল কিংবদন্তি

পেলের কারণেই ব্রাজিল আজ বিখ্যাত। ব্রাজিলে তিনি 'কালো মানিক' হিসেবে খ্যাত।

ফুটবলের রাজা পেলে আর নেই। মর্ত্যলোক থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। বিদায়ী বছরের ২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই ফুটবল কিংবদন্তি। তার মৃত্যুতে ফুটবল দুনিয়া শোকাভিভূত। ফুটবলারই শুধু নয়, সাধারণ মানুষ এবং সর্বপর্যায়ের তারকারাও শোক পালন করছেন পেলের জন্য।

পেলে সমাহিত হবেন জন্মস্থান সাও পাওলোয়। তার শেষ ইচ্ছা ছিল তাকে যেন প্রিয় ক্লাব সান্তোসের প্রাঙ্গণে ঘরের স্টেডিয়ামে নেয়া হয়। তার সেই ইচ্ছাটাই পূরণ করছে ব্রাজিল কর্তৃপক্ষ। আলবার্ট হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ সোমবার ও মঙ্গলবার সর্বস্তরের মানুষের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাখা হয় সান্তোসের ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামেই গোলের পর গোল করেছেন পেলে। এরপর শবযাত্রা করে পেলে সমাহিত হচ্ছেন ১৪ তলাবিশিষ্ট মেমোরিয়াল নেকরোপোল একিউমেনিকাতে।

পেলে সর্বকালের সেরা ফুটবলার। এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ম্যারাডোনাও বলে গেছেন ফুটবলে পেলেই সর্বকালের সেরা। সাও পাওলোর এক দারিদ্র্যপীড়িত বস্তিতে তার জন্ম। একটি ফুটবল কেনার সামর্থ্যও ছিল না। সেখানকার রাস্তায় মোজা মুড়িয়ে বল বানিয়ে কিংবা জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলতেন তিনি। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে এই কিশোরই সান্তোসের মূল দলে গোলের পর গোল করেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ব্রাজিলের জাতীয় দলে স্থান করে নিয়েছেন। আর ১৭ বছর বয়সে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে চার ম্যাচে ৬ গোল করে ব্রাজিলকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। তিনিই বিশ্বকাপজয়ী সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়।

ব্রাজিলের কোচ সালাদানাকে এক ক্রীড়ালেখক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ব্রাজিলের সেরা গোলকিপার কে? সালাদানা বলেছিলেন, 'পেলে'। ক্রীড়া লেখকের আবার প্রশ্ন, সেরা রাইটব্যাক কে? এবারো উত্তর 'পেলে'। মোটামুটি দলের অর্ধেক পজিশনে পেলের নাম বলার পর সালাদানা খানিক হেসে বলে ফেলেন, 'পেলে যেকেনো পজিশনেই বিশ্বের সেরা ফুটবলার।' এখন পর্যন্ত তিনবার বিশ্বকাপজয়ী একমাত্র ফুটবলার পেলে। তার প্রতি সম্মান জানিয়ে সান্তোস জানিয়েছে ১০ নম্বর জার্সি তারা পেলের নামে রেখে দেয়ার চিন্তা করছেন। এটা পেলের জার্সি হিসেবেই সংরক্ষিত থাকবে। যদিও ব্রাজিলের সাদা পেলে হিসেবে পরিচিত ফুটবলার জিকোর মতে এটা করা ঠিক হবে না। কারণ যেসব খেলোয়াড় ১০ নম্বর জার্সি গায়ে জড়িয়ে খেলবেন, তারা সবাই পেলে হতে চাইবেন। এটাও তো তার প্রতি সম্মান। কী সিদ্ধান্ত নেয় সান্তোস ক্লাব এটাই এখন দেখার বিষয়।

শৈশব-কৈশোরে ফুটবল খেলেছি। ফুটবলের প্রতি রয়েছে বাড়তি টান। দৈনিক বাংলায় সাংবাদিকতার চাকরিতে আমার অভিষেক হয় খেলার রিপোর্ট বিশেষ করে ফুটবলের রিপোর্ট দিয়ে। সেই সুবাদে ক্রীড়া সাংবাদিকতার পথিকৃৎ প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ভাইয়ের সাথে পরিচয়। কাজ শেষে তার ডেস্কে আড্ডা দিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খেলার বিভিন্ন বিষয় জেনেছি। সেখানেই পেলে সম্পর্কে আমার যত জানা। কামরুজ্জামান ভাই পেলের ভক্ত ছিলেন। তেমনি প্রখ্যাত ক্রীড়া ভাষ্যকার তওফিক আজিজ খানও ছিলেন পেলের ভক্ত। তারা পেলে সম্পর্কে মজার মজার ঘটনা ও গল্প বলতেন। তেমনি বলতেন পেলের সাথে যারা খেলেছেন, বিখ্যাত ফুটবলার গ্যারিঞ্চা, স্টেফানো, ক্রুইফ, বেকেনবাওয়ার প্লাতিনিদের কথা। তাদের কাছেই জেনেছি পেলে কেমন করে পেলে হলেন। পেলের মা এখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী। পেলের মৃত্যুর খবর এখনো তাকে জানানো হয়নি। পেলের নাম মা দিয়েছিলেন 'ডিকো'। এই নামেই পরিবার এবং প্রতিবেশীরা ডাকতেন তাকে। পেলে নামটা এসেছে স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ভাস্কো দা-গামার গোলরক্ষক 'বিলে' ছিলেন পেলের প্রিয় খেলোয়াড়। কিন্তু মুখের জড়তার কারণে 'বিলেকে' 'পেলে' বলতেন। বন্ধুরা এ থেকেই তাকে 'পেলে' ডাকতে শুরু করেন। সেই থেকে তিনি পেলে। সেই পেলেই বিশ্বে গড়েছেন ফুটবলের অসাধারণ সব কীর্তি। অশ্রুজলে আজ বিশ্ব তাকে জানাচ্ছে শেষ বিদায়। বিদায় ফুটবলের রাজা পেলে।

রাশিয়া বিশ্বকাপে ফ্রান্সের ১৯ বছর বয়সী কিলিয়ান এমবাপ্পে পেলের অনেক রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন। পেলে তাকে আরো উৎসাহিত করতে আদর করে টুইট করেন 'কিলিয়ান যদি এভাবে আমার একের পর এক রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলতে শুরু করে তাহলে আমাকে হয়তো আবার বুটজোরার ধুলো মুছে নামতে হবে।' এমবাপ্পে পেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরতি টুইট করেন, 'রাজা সব সময় রাজাই থাকবেন।' খুব সত্য কথা। ফুটবলে পেলে সব সময় রাজাই থাকবেন। ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর পেলে বলেছিলেন, 'স্বর্গে আমরা একসাথে ফুটবল খেলবো।' সেই সুদূরে ম্যারাডোনার কাছেই চলে গেলেন পেলে।

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

গৌরবের পথচলায় ছাত্রলীগ

তোফায়েল আহমেদ

এ বছর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী তথা হীরক জয়ন্তী উদযাপন করছে। ১৯৭৩ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে নেতাকর্মীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'ছাত্রলীগের ইতিহাস বাঙালির ইতিহাস।' বাঙালির আধুনিককালের ইতিহাস অনুযায়ী কথাটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশচ্চএই চারটি নাম সমার্থক।

বাঙালি জাতিসত্তাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সত্তায় অভিষিক্ত করতে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অসীম ত্যাগ ও অবদান অনস্বীকার্য। নিজ জাতির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে অগ্রণী ভূমিকা পালনের এমন দৃষ্টান্ত আন্তর্জাতিক ছাত্ররাজনীতিতে দুর্লভ। এ জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগকে অভিহিত করেছিলেন অগ্রগামী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। অগ্রসর ভূমিকা পালনে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছাত্রলীগ গৌরবময় জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি ধাপেই আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত করতে হারিয়েছে অসংখ্য নেতাকর্মী। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতাসংগ্রামে এই মহত্তর আত্মদান একটি ছাত্রসংগঠনের জন্য বিরল গৌরবের।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগের জয়যাত্রা শুরু হয়। জনবিচ্ছিন্ন উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্যোগ ও শাসক মুসলিম লীগের প্রতারণামূলক অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুসলিম লীগের তরুণ নেতৃত্ব গঠন করে ছাত্রলীগ। বঙ্গবন্ধু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগঠিত করে ছাত্রসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত হয় ছাত্রলীগ। প্রতিষ্ঠার মহতীলগ্নে গঠনমূলক ১০টি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে ছাত্রলীগের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি; দেশরক্ষা; স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতিমুক্ত রাখা; নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জিহাদ; আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও কৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত চরিত্রের অধিকারী বিপ্লবী কর্মী সৃষ্টি; জাতি ও দেশের কল্যাণে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা; জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকা ও গণস্বার্থবিরোধী কর্মে সংগ্রাম; প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি আদায়; দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চোরাকারবারিদের উচ্ছেদ সাধন এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলন পরিচালনার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে তার ধ্বংসসাধন। উপরোক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ধারক-বাহক ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছাত্রসমাজের অধিকার শুধু নয়, গোটা বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামী চেতনার মূর্তপ্রতীক হয়ে উঠেছিল।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত আদর্শ-উদ্দেশ্যর প্রতি অবিচল থেকে ছাত্রলীগ অর্জন করে অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ। যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৩ সালে ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশনে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে মুসলিম ছাত্রলীগের স্থলে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' নামকরণ করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণের আগেই ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক করা হয়। একই বছর ডাকসু ও বিভিন্ন হল সংসদের নির্বাচনে

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

খান শওকতের ৪টি নাটক নিয়ে ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায়

প্রদীপ মালাকারঃ গত ২১/১২/২০২২ তারিখে কলকাতার যোগেশ মাইম একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব। উক্ত উৎসবে নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত রচিত ৪টি নাটক মন্চস্থ করেছেন দুই বাংলার ৪টি নাট্য গ্রুপ। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর দুই বাংলার নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটক নিয়ে এবারই প্রথম ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব উদযাপিত হলো।

যথাযোগ্য ভাব গাম্ভীর্যের সাথে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করেন উৎসবের প্রধান অতিথী বাঁকুড়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীন নাট্যজন গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এসময় মন্চে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সুমন চক্রবর্তী, ষ্টার জলসা/জি-বাংলার বিশিষ্ট অভিনেতা বিমান চক্রবর্তী, অংশগ্রহনকারি ৪টি নাট্যদলের ৪ জন নির্দেশক এজহারুল হক মিজান, সঞ্জয় সাহা, কিশোর দত্ত ও সমিত চৌধুরী, টালীগন্জ থেকে আসা চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের সদস্য ঈদ্রজিৎ সান্যাল, কুন্তল, বিতান, অমিত, রতন, আগরতলা নিউজের ইন্দ্রজিৎ গুপ্তা, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ঋষি বাবু এবং কয়েকজন নাট্য পরিচালক। তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সুমন চক্রবর্তী। তিনি দুই বাংলার চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর কথা এবং ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর কথা তুলে ধরার আহবান জানান।

উদ্বোধনী পর্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেনের শুভেচ্ছা বানী পাঠ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জলনের পর নাট্য উৎসবের থীম সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতটি রচনা করেছেন নাট্যকার খান শওকত এবং সুর দিয়েছেন নিউইয়র্কের শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ সভাপতি কণ্ঠশিল্পী মিলন কুমার রায়। থীম সঙ্গীতের কথাগুলো হলোঃ দুই বাংলার নাট্যমোদিরা ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। দুই বাংলার নাট্যমোদিরা ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান, এসো গাই গান সম্প্রীতির গান ../ সাতচল্লিশে ভাগের আগে, আমরা কি আলাদা ছিলাম, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়াতে, বিভক্ত হয়ে গেলাম। কাঁটাতারের সীমানা থাকুক দেশ ভাগের নামে, আমরা মিলবো ভাষার টানে

ভালোবাসার খামে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান./ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে মুজিব হলেন শহীদ, আজও বাঙালিদের মন ও মননে মুজিব চিরঞ্জীব। দুই বাংলার নাট্যমোদিরা ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান, এসো গাই গান সম্প্রীতির গান ..।

উক্ত নাট্য উৎসবে মোট ৪টি নাট্যগ্রুপ অংশগ্রহন করেন। ক্রমনুসারে প্রথমেই মন্চে আসেন কুমিল্লার সারথী থিয়েটার। তাদের নাটকের নামঃ ৭ই মার্চের ভাষণ। রচনাঃ খান শওকত। নির্দেশনাঃ এজহারুল হক মিজান। মিউজিকঃ কমল চন্দ্র দাস, পোষাকঃ রাইয়ানুল জান্নাত রোজা। অভিনয় করেনঃ মো. বশীরুল আনোয়ার, কমল চন্দ্র দাস, ফয়সাল আহমেদ, এস. এ. এম আল মামুন, এবং এজহারুল হক মিজান। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাসনের পটভূমি ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়।

এরপর মন্চে আসেন ভারতের বনগাঁর গোবরাপুর সংবিত্তি নাট্য সংস্থা। তাদের নাটকের নামঃ আমার নাম শেখ মুজিব। রচনাঃ খান শওকত। নির্দেশনাঃ কিশোর দত্ত। অভিনয়েঃ গোবিন্দ কর, রামপ্রসাদ ঘোষ, মিন্টু দত্ত এবং রিমা কর। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর নিজের বয়ানেই স্বাধীনতার পটভূমি ও তার স্বপ্নের সোনার বাংলার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়। বঙ্গবন্ধু চরীত্রে সুনিপুণ অভিনয় করেন কিশোর দত্ত।

এরপর মন্চে আসেন কলকাতার যাদবপুর দলমাদল। তাদের নাটকের নামঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, রচনাঃ খান শওকত, নির্দেশনাঃ সন্জয় সাহা। অভিনয়েঃ স্বরূপ কুমার বোস, অরুণাভ মণ্ডল, সুমন্ত দাস, সৌরভ দাস, সঞ্জয় সাহা, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, সুধা কুম্ভকার, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য্য, নেহা দেবনাথ, সাত্যকি চন্দ, তপজ্যতি কর, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, সুবীর মণ্ডল, রাজেশ সরকার, শুভাশিস দাস এবং চিত্রিতা রায়। এ নাটকে ১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চ মাসের বিভিন্ন বিষয়, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার, কারাবরণ এবং ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের হত্যাকাণ্ড তুলে ধরা হয়। এ নাটকে বঙ্গবন্ধু চরীত্রে অভিনয় করেন সন্জয় সাহা।

সবশেষে মন্চে আসেন ভারতের হাওড়ার ব্যাপ্তি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। তাদের নাটকের নামঃ মুজিব বাইয়া যাওরে। রচনাঃ খান শওকত। মঞ্চ পরিকল্পনা ও নির্দেশনাঃ সমিত চৌধুরী। শিল্পীদের নামঃ সমিত চৌধুরী, অঙ্কিত ভট্টাচার্য, সঞ্জয় আচার্য, সৌমেন পাহাড়ি, শুভজিৎ দে, সৌভিক দাস, সৌমিক বসু, অনুপ দাস, সৌরভ মুখার্জি, প্রতিপ সাউ, দিব্যেন্দু বণিক, দীপেন সাহা, অরুণাভ দাশগুপ্ত, কৌস্তভ চক্রবর্তী, শ্রেয়সী গাঙ্গুলি, রিম্পা রুইদাস, ঐশী সর্দার, অনুপা ঘোষ, অদৃজা চ্যাটার্জী, তাপসী ব্যানার্জী, সায়নী সরকার, এবং তৃষিতা বসু। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, সংগ্রাম, কারাজীবন এবং হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন দিক অভিনয়, কোরিওগ্রাফি এবং মাঈমের কম্বিনেশনে ফুটিয়ে তোলা হয়।

পুরো অনুষ্ঠানে আলোক নির্দেশনা করেন বিশিষ্ট আলোক শিল্পী সুব্রত সরকার এবং সাউন্ড কন্ট্রোল করেন সুবির কুমার। বাংলাদেশ থেকে আরও দুটো গ্রুপ এ উৎসবে অংশগ্রহনের কথা ছিলো। কিন্তু ভিসার জটিলতায় তারা অংশ নিতে পারেননি। তারা হলেন সিলেটের দেশ থিয়েটার এবং ঢাকার বঙ্গবন্ধু থিয়েটার। প্রধান অতিথী গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দুই বাংলার সম্পর্ককে আরও আন্তরিক ও সুদৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন বারবার হওয়া দরকার এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের কথা ছড়িয়ে দেয়া দরকার।

ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের বাংলাদেশ কমিটির সভাপতি নাট্যজন এজহারুল হক মিজান তার বক্তব্যে সবাইকে আসছে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য নাট্য উৎসবে সবাইকে অংশগ্রহনের আহবান জানান।

এ নাট্য উৎসবের মূল উদ্যোক্তা যাদবপুর দলমাদলের সভাপতি সন্জয় সাহা বলেন, নাট্যকার খান শওকতের লেখা পড়লে এটাকে নাটক মনে হয়না, মনে হয় জীবন্ত ঘটনা দেখছি। কারন তার লেখা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, নিরপেক্ষ, হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী এবং সত্য ইতিহাস। প্রতিটা সংলাপের পরতে পরতে তিনি তথ্য তুলে ধরেছেন। আলোচ্য বিষয়ে প্রচুর গবেষনা না করলে এ ধরনের সংলাপ লেখা যায়না। এ পর্যন্ত তার লেখনী নিয়ে আমাদের উদ্যোগে দুই বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেকগুলো নাট্য সেমিনার ও পাঠচক্র। আমার বিশ্বাস তার লেখা নাটকগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাসমুহ নাটকের সংলাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে সবার মাঝে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

নিউইয়র্ক থেকে প্রেরিত নাট্যকার খান শওকতের অডিও ভাসন মাইকে বাজিয়ে শুনানো হয়। নাট্যকার খান শওকত তার বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ দেন এবং আসছে ফেব্রুয়ারিতে ২য় নাট্য উৎসব সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

ভারত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের ভারত কমিটির পক্ষে নাট্যজন কিশোর দত্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আসছে ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা এবং বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী নাট্য উৎসব সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান অতিথী প্রবীন নাট্যজন গোবিন্দ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় তার ফেসবুকে লেখেন, গত ২১/১২/২০২২ তারিখে কলকাতার যোগেশ মাইম একাডেমিতে শুভ সন্ধ্যায় ভারত-বালাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব পালিত হল সাড়ম্বরে। একাধারে বালাদেশের বিজয় উৎসবের মাস ডিসেম্বর, অন্যাধারে বাংলা নাটকের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সন্ধিক্ষণে ডিসেম্বরের পৌষালি শীতে দুই দেশের বাঙালি মানস নতুন আলোকে যেন জেগে উঠলো। সমবেতভাবে দুই দেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং নাটকের থিম সঙ্গীত পরিবেশনের পর ভারতের তিনটি এবং বাংলাদেশের একটি নাট্যদল সুন্দর নাটক পরিবেশন করেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটকগুলি লিখেছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত মহাশয়। নাটকের ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রায়ন, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা নাটকীয় রসে জারিত হয়ে মঞ্চ আলো আবহ দৃশ্যসজ্জা অঙ্গরচনার সহায়তায় উপভোগের হয়ে উঠেছিলো। যা হলভর্তি দর্শককে আলোড়িত করে। নাট্যকার বিশ্বস্ততার সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনাকে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও আত্মত্যাগকে তার নাট্যশৈলীর মাধ্যমে যেমন প্রতিষ্ঠা করেছেন অনুরূপ পরিচালকরাও মুন্সিয়ানার সাথে সেগুলো মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন।সএ নাট্য প্রযোজনাগুলি সৌখিন স্বপ্নাচার নয়। আদর্শ লালিত। সুব্রত সরকারের আলো ছিলো চলনসই। বিশেষ করে হাওড়ার ব্যাপ্তি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ”মুজিব ভাইয়া যাওরে” নাটকে মুজিব চরিত্রাভিনেতা সমিত

চৌধুরীর দূর্দান্ত অভিনয় রাজনৈতিক সহকর্মীর প্রতি অশেষ বিশ্বাস ও ভালোবাসা, সমাজ ও দলের প্রতি দায়বদ্ধতা, সর্বোপরি মানবতার পূজারী বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমকে অনুভবী অভিনয়ে মূর্ত করে তুলেছেন।

দলবদ্ধ অভিনয় সুন্দর হয়েছে। হাজারো কর্মব্যস্ততার মাঝেও বঙ্গবন্ধু নাট্য উ্ৎসবকে কেন্দ্র করে ভারত বালাদেশ সংস্কৃতি মৈত্রীর যে স্বপ্ন মাননীয় নাট্যকার খান শওকত সুদূর নিউয়র্কে বসে দেখেছিলেন তার অক্লান্ত প্রয়াসে বাস্তব করে তুলেছেন দুই বাংলার নাটকের কলাকুশলী উদ্যোক্তারা থেকে শুরু করে নাট্যামোদী সংস্কৃতি প্রিয় প্রায় হলভর্তি দর্শক। এ এক অপুর্ব মেলবন্ধন। খান শওকতের সুপরামর্শে বাংলাদেশ নাট্যদলের এজহারুল হক মিজান, কলকাতার দলমাদল নাট্যদলের সঞ্জয় সাহা এবং কিশোর দত্ত সহ অন্যান্য সহযোদ্ধারা অসহনীয় ধৈর্য আর অনমনীয় জেদ নিয়ে এই মহতী কাণ্ডকে সুচারু ব্যবস্থাপনায় বাস্তব করে তুলেছেন। এই অবসরে তাদের কুর্নিশ জানাই। আর অবহেলায় পড়ে থাকা স্মৃতিভারাক্রান্ত যোগেশ মাইম একাডেমিকে বাংলা নাটকের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের সময় যারা নতুন করে ধুলো ঝেড়ে সজীব করে তুললেন, হলের সেই কর্মী বন্ধুদেরকে জানাই ধ্যবাদ। নাট্যকার, গবেষক, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সদস্য এবং সুপরিচিত সমাজকর্মী খান শওকত মহোদয় এই আনন্দযজ্ঞে সশরীরে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু তার সহৃদয় শুভেচ্ছাবার্তার মধ্যে দিয়ে তিনি সারাক্ষণ আমাদের মধ্যে সজাগ ছিলেন।

আমরা চাই এই শুভক্ষণে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব, দুদেশের সমৃদ্ধ বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং থিয়েটার। সীমারেখাটা মুছে ফেলতে আমরা তাকিয়ে থাকলাম ২০২৩ সালের মহান ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য ভারত বালাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের দিকে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বলবো “পেয়ে যারে পাইনে, তারি পরশ পাই রে বারেবারে..”।

প্রদীপ মালাকারঃ কলাম লেখক,নিউইর্য়ক প্রবাসী

নিউইয়র্কের উডসাইডের করপাস কৃষ্টি চার্চে প্রবাসে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম পূজা করে ১৯৯০ সালে

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ, গণসংগীত ও আফ্রিকার এক টুকরো

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। প্রতিনিয়ত যে ভাবনা-কল্পনা বা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তিনি যেতেন তার নির্যাস তাতে সঞ্চয় করে রাখতেন। যখনই কোনো গল্প বা উপন্যাসের রহস্যসূত্র পেতেন, টুকে রাখতেন। ইলিয়াসের অনুজপ্রতিম কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান অগ্রজের ডায়েরি সংকলনের শ্রমসাধ্য কাজটি করেছেন। ৪ জানুয়ারি ২০২৩ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ডায়েরির নির্বাচিত অংশ উপস্থাপিত হলো।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৮২

আজ উষবপযর অসধফর-র লেখা এঞযব এৎবধঃ চড়হফং পড়লাম। এ বৎসর অক্টোবর থেকে আফ্রিকার উপন্যাস বেশ কয়েকটা পড়া হলো। ঈযরহঁধ অপযবনব-র এঞযরহমং ঋধষষ অড়ধৎঃ, ঘড় খড়হমবৎ ধঃ ঊধংব ৪ উষবপযর অসধফর-র এই বইটা। এঞযব এৎবধঃ

অসাধারণ। আধুনিক কথাসাহিত্যে এ রকম টেনে নেওয়া সাধারণত দ্যাখা যায় না। পূর্ব নাইজেরিয়ার ছিল এবং আলিকোরো এই দুটো গ্রামের মধ্যে ধিমধনধ পুকুরের স্বত্ব নিয়ে গোলমাল। আলিকোরোর স্বত্ব দাবি করে এবং এই নিয়ে অনেক দিন নানারকম হাঙ্গামার পর তৃতীয় গ্রামের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, যে কোনো গ্রামের যে কোনো একজন ব্যক্তি তার জীবন বাজি রেখে দীঘির মালিকানা নির্ধারণ করতে পারে। চিলোর বীর যোদ্ধা ওলেম্বা (ঙষবসনধ) নিজের জীবন বাজি রাখতে এগিয়ে আসে। ছ'মাসের মধ্যে তার মৃত্যু হলে দীঘির মালিকানা লাভ করবে আলিকোরো গ্রাম।

প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রাম কিন্তু তীর ছুড়ে বা ছুরিকাঘাত করে তাকে হত্যার কোনো চেষ্টা করে না। কিন্তু ওলেম্বা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে যে আলিকোরোর অধিবাসীরা পুরোহিতদের (ফরনরধ) দিয়ে দেবতাদের প্রভাবিত করে তাকে শেষ করার আয়োজন চালাচ্ছে। তাকে সাবধানে চলতে হয়। কিন্তু ওলেম্ব্বার মতো মানুষের পক্ষে অতি সতর্ক জীবনযাপন শাস্তিবিশেষ। একদিন গাছে উঠতে গেলে ভিমরুলের আক্রমণে সে মাটিতে পড়ে আহত হয়। শক্তিশালী ও নিপুণ একজন ফরনরধ-র কল্যাণে সে সুস্থ হয় বটে কিন্তু কয়েক মাস নিস্কর্ম, সতর্ক ও উদ্বিগ্ন জীবনযাপন তাকে দুর্বল করে তোলে। এর মধ্যে তার পুত্রসন্তান আশ্চর্য এক রোগে আক্রান্ত হয়। ওলেম্বা আরও বিচলিত হয়ে পড়ে। এই রোগ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিদিন কিছু না কিছু লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মরতে শুরু করে। গ্রামবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অনেকের মনে হয় ওলেম্বার জীবন বাজি রাখা বোধহয় রাত্রির দেবতা অনঁহধনধষর-র মনঃপূত নয়। দেবতা খুব শক্তিশালী ও প্রতিশোধপরায়ণ।

কিন্তু আলিকোরো গ্রামেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানকার হিরো ডধমড় সকলের আড়ালে চিলো গ্রামে আসে এবং ওলেম্বার দুর্বল দেহ ও বিচলিত মনোবল দেখে অধীর আগ্রহে তার মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে। চিতাবাঘের শুকনো চামড়া গায়ে ডধমড় একদিন ওলেম্বাকে আক্রমণ করে। ওলেম্বার সঙ্গীদের হাতে প্রহৃত হয়ে সে পালায়। পরে চিলো গ্রামের কয়েকজন ধিমধনধ-র দীঘিতে তার মৃতদেহ আবিস্কার করে। সে আত্মহত্যা করেছে। ওলেম্বা তার নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে। কিন্তু তার গ্রাম দীঘির পরমকাম্য স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, কোনো জলাধারে কেউ আত্মহত্যা তার মাছ ধরা নিষিদ্ধ বিবেচিত হয়। ধিমধ দীঘিতে আত্মহত্যা করার অন্য গ্রামের নিরঙ্কুশ জয়ের আনন্দ নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এই বইতে আদিম আফ্রিকাকে স্পষ্ট অনুভব করা গেল। দুই গ্রামের বিবাদ ও সংঘর্ষ এমন নির্লিপ্ততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে ওষরধফ-এর কথা খুব মনে পড়ে। আমার মনে হচ্ছে, সব জাতিরই মহাকাব্য থাকে। আফ্রিকানদের মহাকাব্য হয়তো সময়মতো লেখা হয়নি; এঞযব এৎবধঃ চড়হফং-এ অন্তত নাইজেরিয়ার মহাকাব্য লেখার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম আফ্রিকান গ্রামের আদিম রহস্যময়তা, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, সংস্কারাচ্ছন্নতা, পৌত্তলিক ভয় ও বিশ্বাস এত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে যে, এর তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না। যাকে আমরা কুসংস্কার বলি, এখানে তাকে বলা হয়েছে জীবনের স্বাভাবিক অংশ, তাকে অস্বীকার করার মতো ৎবভড়ৎসধঃরাব ধঃঃরঃঁফব লেখকের নেই। পুরোহিতদের মন্ত্রপড়া, ঝাড়ফুঁক এসব স্বাভাবিকভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। পাঠককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা হয়েছে। কোনটা কাকতালীয়, কোনটা অলৌকিক, এসব লেখক কোথাও বলে দেননি। ভৌতিক আবহ মাঝে মাঝে আছে কিন্তু কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। ফলে পাঠকের দায়িত্ব একটু বাড়ে বইকি। এসবই খুব বড় শিল্পকর্মের লক্ষণ বলে মনে করি।

৪ অক্টোবর ১৯৮৪

আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন শহরবাসী বা শহরবাসী না হয়েও বুর্জোয়া চেতনা যাদের মধ্যে একটুখানি শিকড় পেয়েছে তারা তাদের আবেগের সংকট ও বেদনাকে সবচেয়ে নিবিড় করে অনুভব করেন রবীন্দ্রসংগীতে, রবীন্দ্রনাথই আধুনিক সমস্যাকে, যতটা বাণীতে নয়, সুরের মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছেন, তার চেয়ে বেশি। সুর ও বাণীর এমন সফল ও সুসামঞ্জস্য সমন্বয় পৃথিবীর কোনো কথাসংগীতে আছে কিনা সন্দেহ। সমস্ত শিল্পকলার নানারকম ভঙ্গি প্রচুর থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। সামন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পকলার কাছে আত্মসমর্পণ না করে একেবারে ব্যক্তিচেতনার সংকট ও সমস্যাকে স্পর্শ করার জন্য এখন পর্যন্ত এরচেয়ে উপযুক্ত গান পাওয়া যায়নি।

কিন্তু অন্যান্য বুর্জোয়া আধুনিক শিল্পের মতোই রবীন্দ্রসংগীত একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ নিজে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক বুর্জোয়া মানসিকতার সৃষ্টি, তাই সামন্ত দর্শন প্রকাশে তৎপর হলেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া মানসিকতাসম্পন্ন শহরে মানুষের মানসিক বেদনা ও সংকটে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রসংগীত, এমনকি কলকাতাতেও এ রকম জনপ্রিয় হয়নি। কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন ছিল কেবল উচ্চবিত্ত আধুনিক রুচির পরিবারের মধ্যে। এরপর বিত্তের পরিমাণ না বাড়লেও বুর্জোয়ারুচির ক্রমপ্রসারমানতার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত অনেক বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে।

শব্দগ্রহণ

মিজানুর রহমান বেলাল

চাঁদের চাদরে লেগে থাকা মগ্নতা- মনের দামে কেনা।

ভেবে দেখো- এখানেই লেগে আছে সুগন্ধি ছোটবেলা
কী করে বেচব বলো- দাদিমার চিকন শব্দের গল্পগাথা!

দুধমাখা ভাত আর মায়ের মুখের ডাক- আহা কী মধুর
রত্নের দামে যাবে না কেনা; ভারী হয় চোখের পাতা।

বাবার রেখে যাওয়া রোদের রুমাল আর চশমার ফ্রেম
শালকাঠের শোকেসে যত্নে রেখেছি, বাড়ে স্মৃতি আবেগ
চাই না হীরের হারিকেন- গ্রহবাড়ির বাসনকোসন;
ভালো থাকার নামে পাগলা ঘোড়ার মতোন-
লাফিয়ে ওঠা লক্?লকে সাধনাসকল ...

চাই শুধু- চাঁদের গায়ে লেগে থাকা মগ্নতার বুনন
আর হিমালয়ের মতোন হিম- বাবার মুখের শব্দগ্রহণ।

www.jonmobhumi.com

হরবোলা প্রাণের বেড়াল

হারিসুল হক

গ্রামের নদীটি আড়চোখে আমার দিকে
আমি কি বাঞ্ছিত নই বট বা বরুণের কাছে?
আমি কি অচ্ছুত তবে সাদাসিধা চাষার ভিটায়?
আমি কি অবাধ্যস্বর মার্জিত পাখির সভায়?
নিজেকে প্রশ্ন করি- তল খুঁজি কালের কুয়ায়।
আমি যে নিকটজন বুঝবে কি আকাট গোঁয়ার?
জানি না কীভাবে জাগে নদীতে জোয়ার
কী তানে পাকে ধান উদ্ধত শীষের রোয়ায়
কীভাবে শূন্য হয় টানটান মোষের ওলান
কেন যে বেজার আজ হরবোলা প্রাণের বেড়াল
আমি কি হঠাৎপুরুষ তরুদের প্রাণের মেলায়?
জানি না কেন যে ফিরি- উদাস, উদাস।

মৃত্যুর পর

সেলিনা শেলী

কোনো এক বিকেলের কণা লেগে আছে চোখে
কপালে রেখায় অপেক্ষার সহবাস
মানুষের ঘর ছেড়ে প্রেম গেছে দূর অভিসার
পৃথিবী-মর্ম বেচে দেহকলস প্রতি দমে কাঁদে
কে যে কারে বয়ান করে অযুত সংসার
জোড়াতাল সুঁইসুতো সম্পর্ক, ছেঁড়া আখ্যান
একদিন কেউ নাই- ধু-ধু এক মাটির বাগান

বালিহাঁস

ফখরুল হাসান

ঘুম ঘুম চোখ; সকরুণ মুখে বাবা
প্রতিরাতেই ফিরতেন নীড়ে;
বাবা যেনো যুদ্ধবিধ্বস্ত সৈনিক!
তাঁর রোজকার দিনলিপি ছিল,
স্রোতহীন নদীর ঢেউয়ের মতো।
খসখসে হাতে, হাটবার এলেই
ঝুলে থাকতো চটের ব্যাগ!
রাতে বাবা-মায়ের কথাগুলো যেনো
চিতার আগুনে দগ্ধ নূপুরের ছন্দ।
সবার অলক্ষে দেখতাম বাবার মুখ
অমসৃণ মেঘের মতো ঘনকালো।
তখনই বুঝতে শিখেছি গৃহস্থ ঘরে
ঢুকেছে অভাবের বিষ-বাতাস।
মাটির বুক ছিঁড়ে হেঁটে যায়
বাবার মতো বালিহাঁসেরা।

মাকে মনে পড়ে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

মায়ের হাসি মধুর হাসি
মাকে মনে পড়ে
যায় না ভোলা মায়ের কথা
চোখ জলে ভরে।

আদর কত মায়ের ছায়া
হাসি খুশি সুখ
এ সব কথা পড়ছে মনে
ভাসে মা'র মুখ।

রাতের বেলা মায়ের পাশে
শিশু বেলা যায়
কপালে চুমু মজার গল্প
ভোলা কি যে যায়?

দূর প্রবাসে এসেও মা'র
ছায়া মায়া পাশে
আমার চোখে মায়ের মুখ
মন ভালোবাসে।

মায়ের জন্যে দোয়াটা চাই
আর কিছু নয়
মাকে হারিয়ে শূণ্যতা বুকে
কী যে রোজ রয়।

পোষ পাবনের গাঁও

নাসরীন জামান

শীত সকালের রোদের পরশ
মাখতে তোমার গায়
বক শালিকের ডানায় চড়েই
আসবে কি এই গাঁয়?

আমার গাঁয়ের উঠোন জুড়েই
সরষে হলুদ মাঠ
মাঠ সে তো নয় রূপের রানীর
রূপকথা বই পাঠ।

ভোর আযানের মধুর সে সুর
আর নামাজীর ঢল
কোন কুয়াশায় ঠেকায় তাদের
কোন সে হীমের দল?

খেজুর গুড়ের পিঠার সে স্বাদ
আর খেজুরের রস
কোথায় তোমার শহর পাড়ায়
সব তো গাঁয়ের যশ।

আমার এ গাঁও নয় শুধু গাঁও
পোষ পাবনের গাঁও
একবার এসে যাও দেখে ভাই
সুখের নহরটাও।

শুভ হোক নতুন বছর

ইলিয়াছ হোসেন

মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।
পুরান বছর বিদায় নিয়ে
নতুন বছর এলো,
সবাই এখন হিসেব কষছে
সেই বছর কি পেলো।
কেউ হেলায় কাটিয়েছে দিন
কর্মের দেয়নি দাম,
কেউবা উত্তম কর্ম করে
পেয়েছে খুব নাম।
কারো ঘরে ছিলো শান্তি
সারা বছর জুড়ে,
কারো দিন কেটেছে কষ্টে
যে জন ছিলো কুড়ে।
নতুন বছর নতুন রূপে
সবাই শুরু করি,
পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে
সুখের জীবন গড়ি।

হ্যাপি নিউ ইয়ার

মজনু মিয়া

বছর শেষে বছর আসে নিয়ে আসবে খুশি
এমন ভাবনা মনের মাঝে আমরা সদা পুষি।
দুঃখ জ্বালা আর রোগ ব্যাধির কথা ভুলে গিয়ে
সুখের কথা বলব শুধু প্রার্থনায় দু'হাত নিয়ে।
নতুন বছর নতুন রূপে আসুক ভূবন মাঝে
উন্নয়ন আর উন্নতিতে থাকুক সবাই কাজে।
মানুষ সবাই মানুষের মতো ব্যবহার ও কাজে
ভালোবাসায় মিলেমিশে থাকুক সকাল সাঁঝে।
পৃথিবীটা আনন্দের হোক হিংসা বিদ্বেষ ভুলে
এই প্রত্যাশা মনের ভেতর বলছি তা মন খুলে।

নতুন বছর মানে

আতিকুর রহমান

নতুন বছর মানেই হলো
নতুন বইয়ের ঘ্রাণ
নতুন নতুন ছড়া গল্পে
জোড়ায় শিশুর প্রাণ।

নতুন বছর মানেই হলো
নতুন ক্লাসের সুখ
নতুন নতুন জামা কাপড়
মিষ্টি হাসির মুখ।

নতুন বছর মানেই হলো
নতুন একটি ভোর
নতুন নতুন গানে উঠে
কত মধুর সুর।

নতুন বছর মানেই হলো
বাড়ল বয়স এক
নতুন নতুন ক্যালেন্ডার এ
সাজলো দেয়াল দেখ।

নব বর্ষ

কনক কুমার প্রামানিক

জরা ব্যধি দূরেই থাকুক
সুখে কাটুক বছর,
মিলে মিশে কাটুক সবার
আলোকিত হোক ঘর।

পুরান থেকে শিক্ষা নিয়ে
সাজুক নতুন দিন,
হাসি-খুশিতে প্রাণ ভরবে
মুছবে বিষাদ ঋণ।

নতুন দিনে নতুন রবি
হবো নাকো কেউ পর,
জঞ্জাল সব সাফ হয়ে
শুভ হোক এ বছর।

বিদায় বর্ষ

কনক কুমার প্রামানিক

শত সহস্র ও লাখো ক্ষত আর হতাশার গ্লানি
পেরিয়ে তিনশ পঁয়ষট্টি দিবস পেছনে ফেলে
আরেকটি নব বর্ষরে করি সম্মুখে আহবান
ব্যথা-বেদনা ও অজস্র সুখস্মৃতি দিয়ে গেলে।

অতীতের অতলে বিস্মৃতির তলদেশে বিলীন
ক্ষণে ক্ষণে কালের গর্ভে মিলিয়ে যায় বছর
দুরন্ত ক্ষণ নদীর স্রোতে পাল্লা দেয় সীমাহীন
বিদায়ী বর্ষে কভু বাড়ে স্বজন কেউ হয় পর।

ইতিহাসের পাতায় জমা হয় দগ্ধ-বিদগ্ধ মূহুর্ত
যা হয়েছে বেশ হয়েছে সামনে যে আসছে কি?
বিদায় দিতে হচ্ছে তবু ঐ নিয়মের বেড়াজালে
জীর্ণতাকে বিদায় দিয়ে নতুনকে নিয়েই ভাবি।

ধর্ম

ইন্টারন্যাশনাল হিন্দু ভয়েস কর্তৃক গীতার সারাংশ প্রচারিত

সৌমেন্দু পাহাড়ী, মুখপাত্র

০১. অর্জুনবিষাদযোগ:
রণাঙ্গনে প্রতীক্ষমাণ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে, মহাযোদ্ধা অর্জুন উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জার মধ্যে সমবেত তাঁর অতি নিকট অন্তরঙ্গ আত্মীয়-পরিজন, আচার্যবর্গ ও বন্ধু-বান্ধব সকলকে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে এবং জীবন বিসর্জনে উন্মুখ হয়ে থাকতে দেখেন। শোকে ও দুঃখে কাতর হয়ে অর্জুন শক্তিহীন হলেন, তাঁর মন মোহাচ্ছন্ন হল এবং তিনি যুদ্ধ করার সংকল্প পরিত্যাগ করেন ।

০২. সাংখ্যযোগ:
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার শিষ্যরূপে অর্জুন আত্মসমর্পণ করেন এবং অনিত্য জড় দেহ ও শাশ্বত চিন্ময় আত্মার মূলগত পার্থক্য নির্ণয়ের মাধ্যমে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রদান করতে শুরু করেন। দেহান্তর প্রক্রিয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ সেবার প্রকৃতি এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ মানুষের বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

০৩. কর্মযোগ:
এই জড় জগতে প্রত্যেককেই কোনও ধরণের কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু কর্ম সকল মানুষকে এই জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করতেও পারে, আবার তা থেকে মুক্ত করে দিতেও পারে। স্বার্থচিন্তা ব্যতিরেকে, পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজের মাধ্যমে, মানুষ তাঁর কাজের প্রতিক্রিয়া জনিত কর্মফলের বিধিনিয়ম থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং আত্মতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব দিব্যজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়।

০৪. জ্ঞানযোগ:
আত্মার চিন্ময় তত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব এবং ভগবান ও আত্মার সম্পরক-এই সব অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ ও মুক্তিপ্রদায়ী। এই প্রকার জ্ঞান হচ্ছে নিঃস্বার্থ ভক্তিমূলক কর্মের (কর্মযোগ) ফলস্বরূপ। পরমেশ্বর ভগবান গীতার সুদীর্ঘ ইতিহাস, জড় জগতে যুগে যুগে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ গুরুর সান্নিধ্য মাভের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

০৫. কর্মসন্যাসযোগ:
বহিঃবিচারে সকল কর্তব্যকর্ম সাধন করলেও সেগুলির কর্মফল পরিত্যাগ করার মাধ্যমে, জ্ঞানবান ব্যক্তি পারমার্থিক জ্ঞানতত্ত্বের অগ্নিস্পর্শে পরিশুদ্ধি লাভ করে থাকেন, ফলে শান্তি, নিরাসক্তি, সহনশীলতা, চিন্ময় অন্তর্দৃষ্টি এবং শুদ্ধ আনন্দ লাভ করেন।

০৬. ধ্যানযোগ:
নিয়মতান্ত্রিক ধ্যানচর্চার মাধ্যমে অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন মন ও ইন্দ্রিয় আদি দমন করে এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট রাখে।এই অনুশীলনের পরিণামে পরমেশ্বরের পূর্ণ ভাবনারূপ সমাধি অর্জিত হয়।

০৭. জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ:
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, সর্বকারণের পরম কারণ এবং জড় ও চিন্ময় সর্ববিষয়ের প্রাণশক্তি। উন্নত জীবাত্মাগণ ভক্তি ভরে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন, পক্ষান্তরে অধার্মিক জীবাত্মারা অন্যান্য বিষয়ের ভজনায় তাদের মন বিক্ষিপ্ত করে থাকে।

০৮. অক্ষরব্রহ্মযোগ:
আজীবন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার মাধ্যমে এবং বিশেষ করে মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করে, মানুষ জড় জগতের ঊর্ধ্বে ভগবানের পরম ধাম লাভ করতে পারে।

০৯. রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ:
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং পরমারাধ্য বিষয়। অপ্রাকৃত ভগবত-সেবার মাধ্যমে জীবাত্মা মাত্রই তাঁর সাথে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। মানুষের শুদ্ধ ভক্তি পুনরুজ্জীবিত করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব।

১০. বিভূতিযোগ:
জড় জগতের বা চিন্ময় জগতের শৌর্য, শ্রী, আড়ম্বর, উতকরশ-সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শক্তি ও পরম ঐশ্বর্যাবলীর আংশিক প্রকাশ মাত্র অভিব্যক্ত হয়ে আছে। সর্বকারণের পরম কারণ, সর্ববিষয়ের আশ্রয় ও সারাতিসার রূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বজীবেরই পরমারাধ্য বিষয়।

১১. বিশ্বরূপদর্শনযোগ:
পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক তাঁর অনন্ত বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন। এভাবেই তিনি তাঁর দিব্যতত্ত্ব অবিসংবাদিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন যে, তাঁর স্বীয় অপরূপ সৌন্দর্যময় মানবরূপী আকৃতিই ভগবানের আদিরূপ। একমাত্র শুদ্ধ ভগবত-সেবার মাধ্যমেই মানুষ এই রূপের উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম।

১২. ভক্তিযোগ:
চিন্ময় জগতের সর্বোত্তম প্রাপ্তি বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভের পক্ষে ভক্তিযোগ বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। যারা এই পরম পন্থার বিকাশ সাধনে নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা দিব্য গুণাবলীর অধিকারী হন। **(চলবে)**

ক্ষমা মুমিনের গুণ

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

আল্লাহর সৌন্দর্যময় সিফাতগুলোর মধ্যে একটি হলো ক্ষমা। সুন্দর-শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ ও মানব কল্যাণে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ চান, মানুষ যেন তার গুণে গুণান্বিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখে।

যে মানুষের মধ্যে ক্ষমা ও সবর (ধৈর্য ধারণ) করার মহৎ গুণ থাকবে, সে অবশ্যই মানুষের পছন্দের ব্যক্তিতে পরিণত হবে। অন্যদিকে আল্লাহর বিশেষ রহমত তার ওপর বর্ষিত হবে। মানুষের অন্যায়কে ক্ষমা করে তার অসহনশীল আচরণ মেনে নেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এমন ব্যক্তির প্রতি সহনশীল আচরণ দেখাতে সবাই পারে না।

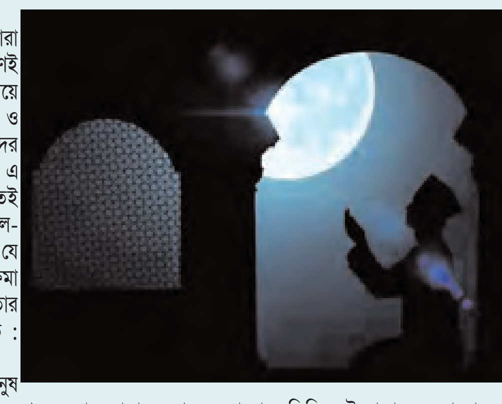

এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এ কারণেই যুগে যুগে এ মহৎ গুণটি আম্বিয়ায়ে কেরাম, সহাবায়ে আজমাইন ও আল্লাহর পছন্দের বান্দাদের জীবনাদর্শে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ গুণটি আল্লাহর কাছে এতই পছন্দনীয় যে, তিনি পবিত্র আল-কুরআনে বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই যে সবর (ধৈর্য ধারণ) করে ও ক্ষমা করে এটা অবশ্যই সাহসিকতার কাজ’ (সূরা আস শূরা, আয়াত : ৪৩)।

আল্লাহ্ পাক পরম ক্ষমাশীল। মানুষ যদি পাহাড়সম অন্যায় করে, অনুতপ্ত হয় আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তিনি সেই বান্দাকে ক্ষমা না করে পারেন না। মানুষের প্রতি তিনি এতটাই দয়াবান। তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। মানুষও অন্যান্য সৃষ্টিকুলের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করুক এটাও তার পছন্দ। এ জন্য তিনি তার প্রিয় হাবিব হজরত মুহাম্মদ (সা.)কে এ বিশেষ গুণটি অর্জন করার জোর তাগিদ দিয়েছেন, তিনি পবিত্র আল-কুরআনে বলেছেন, ‘আর আপনি ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। সৎ কাজের নির্দেশ দিন। আর মূর্খ ও জাহেলদের থেকে দূরে থাকুন’ (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৯৯)।মহানবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন ক্ষমার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। যে মক্কাবাসী তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইল, সেই তিনিই যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন শত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়ে প্রতিশোধ নিলেন না, বরং ক্ষমা করে দিলেন। সেই ক্ষমা ও সহনশীলতার বাস্তব উদাহরণ দিতে গিয়ে রাসূলের বিখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস (রা.) বলেন, ‘আমি নবিজির সঙ্গে হাঁটছিলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল একটি ইয়েমেনি চাদর। যা মোটা কাপড় বিশিষ্ট। এক বেদুঈন তাঁর কাছে এলো। আর সেই চাদর ধরে জোরে টান মারল। আমি দেখলাম, সেই মোটা কাপড়ের ঘষায় নবিজির কাঁধে দাগ বসে গেল। আর লোকটি তাঁকে কর্কশ স্বরে বলল, আল্লাহর যে মাল তোমার কাছে আছে তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলো। নবিজি লোকটির দিকে ফিরে তাকালেন আর মুচকি হাসলেন। এরপর লোকটিকে কিছু দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন’ (বোখারি, হাদিস : ৩১৪৯)।

www.jonmobhumi.com

ঢাকা কন্ঠ

বয়ফ্রেন্ডের বাড়িতে দশম শ্রেণির ছাত্রীর মৃত্যু, ছেলের বাবা-মা আটক

ঢাকা,মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে দশম শ্রেণির ছাত্রী জেসিকা হত্যার অভিযোগ উঠেছে বয়ফ্রেন্ড বিজয় ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বয়ফ্রেন্ডকে না পেয়ে বাবা-মাকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ জানুয়ারি) দিনগত রাতে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন- মুন্সীগঞ্জ শহর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আরিফুর রহমান ও মা কানিজ ফাতেমা।

জানা যায়, ওই দিন রাত সাড়ে ৮টা'র দিকে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে জেসি মাহমুদকে (১৭) মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনরা। সে সৌদি আরব প্রবাসী সেলিম মাহমুদের মেয়ে এবং আলবার্ট ভিক্টোরিয়া যতীন্দ্র মোহন গভমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের (এভিজেএম) দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। জেসি মায়ের সাথে মুন্সীগঞ্জ শহরের কোর্টগাঁও এলাকার ভাড়া বাসায় থাকতো।

আরো জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় জেসিকাকে সদর হাসপাতালে এনে চিকিৎসকদের কাছে ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার কথা বলেন বিজয়। এরপর পালিয়ে যান তিনি। গুরুতর অবস্থায় মুন্সীগঞ্জ হাসপাতাল থেকে ঢাকায় নেয়ার পথে রাত ৮টার দিকে মৃত্যু হয় জেসিকার।

জেসিকার ভাই জিদান বলেন, 'মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ি থেকে ঘুরতে বের হয় জেসিকা। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে বাড়িতে ফেরেনি। ৬টার সময় হাসপাতাল থেকে বাড়ির পাশের প্রতিবেশী বিজয় নামের এক বন্ধু ফোন দিয়ে জানায় জেসিকার অবস্থা খারাপ, সে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে। আমরা হাসপাতালে যাওয়ার আগেই বিজয় চলে যায়। ঢাকায় নেয়ার পথে বোনের (জেসিকার) মৃত্যু হয়।'

জিদানের দাবি, 'এটা হত্যাকাণ্ড। ওরা আমাদের বলছে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে। আর হাসপাতালে জানিয়েছে পড়ে গেছে।' নিহতের মা বলেন, 'আমার মেয়েকে ডেকে নিয়ে অনেক নির্যাতনের পর মেরে ফেলছে বিজয়। আমি এর বিচার চাই।'

হাসপাতালে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শৈবাল বসাক বলেন, সন্ধ্যায় ওই কিশোরীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে একজন ২০-২১ বছরের ছেলে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছিল। রাত ৮টার দিকে আবার মৃত অবস্থায় লাশ হাসপাতালে আনা হয়। তার মুখ ও শরীরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

চিকিৎসক আরো বলেন, পাঁচ তলার ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের জানিয়েছে ছেলেটি। তবে এমন ঘটনা হলে মাথায় রক্তক্ষরণের চিহ্ন থাকতো, যা ওই মেয়েটির ছিল না।

মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারেকুজ্জামান বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালে আছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বন্ধুর বাবা-মাকে আনা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যেহেতু মেয়েটির শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে তাই অপমৃত্যু মামলা হয়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে বোঝা যাবে মৃত্যুর কারণ কী। সে অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পৌষের শেষার্ধে কাঁপছে দেশ, যে আভাস দিল আবহাওয়া অফিস

ঢাকা, পৌষের শেষার্ধে তাপমাত্রা নেমে কাঁপছে রাজধানীসহ দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল। কুয়াশার চাদর আজ (বুধবার) ঢেকে রেখেছে ঢাকাসহ অঞ্চলগুলো। আবহাওয়া অফিস বলছে, এমন কুয়াশা আরও ২-৩ দিন থাকবে। তবে টানা হয়ত থাকবে না। দুপুরের দিকে কিছু কিছু জায়গায় রোদের দেখা মিলতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- আজ সারা দেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা পার্থক্য কমে যাওয়ার কারণে দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাঝারি থেকে তীব্র শীতের অনুভূতি অব্যাহত থাকতে পারে।

এছাড়া পূর্বাভাসে বলা হয়, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং এটি দেশের কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে কোথাও কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি।

বুধবার মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বনিম্ন ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। রাজধানীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সারা দেশে সর্বত্র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে।

পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, উপমহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশে অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, যার বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, তাপমাত্রা সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

আজ ঢাকায় উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে বলেও আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

কেলেঙ্কারি কি বন্ধ হবে ব্যাংক খাতে

ঢাকা,দেশের ব্যাংক খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির আলোচনা নতুন নয়। ২০১১ সালে সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারি দিয়ে ব্যাংক খাত ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে। এরপর কেলেঙ্কারির নতুন নতুন ঘটনা ঘটেছে। সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণুকেলেঙ্কারির ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে বেসরকারি ব্যাংকেও।

তবে অনিয়ম-দুর্নীতির পাশাপাশি ২০২২ সালে ব্যাংক খাতের যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ডলারের দাম বেঁধে দেওয়া ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতের সুদহারও নির্ধারণ করে দেওয়া। এ বছর ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংকের বড় ধরনের ঋণুঅনিয়মের ঘটনা আমানতকারীদের আতঙ্কিত করেছে। এতে বছরের শেষভাগে এসে পুরো খাতে অস্থিরতা দেখা দেয়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১০টি দুর্বল ব্যাংক চিহ্নিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। আবার ব্যাংক থেকে গ্রাহকের বিপুল পরিমাণ আমানত তুলে নেওয়ার কথাও ছড়িয়ে পড়ে বছরের শেষভাগে। তবে বছর শেষ হলেও দুর্বল ১০ ব্যাংক চিহ্নিত করতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। আর বিপুল আমানত তুলে বিষয়টি নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল থেকে মন্তব্য করা হলেও সেটি ছিল ভুল। মূলত, কমেছে ব্যাংকের হাতে থাকা নগদ তারল্য।

নতুন গভর্নর হিসেবে আব্দুর রউফ তালুকদার যোগ দেন গত ১২ জুলাই। এর আগে থেকেই ডলার নিয়ে দেশে অস্থিরতা শুরু হয়। তাতে সংকটে পড়েন ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। আবার ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রভাব পড়ে পণ্যমূল্যেও, যার ভুক্তভোগী হন সাধারণ মানুষ। পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতিও ১০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

এমন এক পরিস্থিতিতে গত ৪ আগস্ট সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেখানে 'বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ' শীর্ষক উপস্থাপনা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ হাবিবুর রহমান।

ওই উপস্থাপনায় বলা হয়, চারটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে ১০টি দুর্বল ব্যাংক চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব ব্যাংকের সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা শুরু করে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে তিন বছর মেয়াদি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা জমা দিতে বলা হয়। ওই অনুষ্ঠানে গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, 'একশ্রেণির আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়েছে। সে জন্যই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।'বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই ঘোষণার পর ব্যাংক খাতে দুর্বল ব্যাংক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এ নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যেও একধরনের উদ্বেগ ভর করে। কারণ, অতীতে কিছু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা রেখে ফেরত না পাওয়ার ঘটনা গ্রাহকদের রয়েছে।

৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব (সাবেক) আহমদ কায়কাউস বলেন, ব্যাংকে টাকা নেই–এমন কথা ছড়ানো হয়েছে। তাই সাধারণ গ্রাহক আতঙ্কে ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক কাউকে বাধা দেয়নি। ব্যাংক সবাইকে টাকা দিতে পেরেছে।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে দেখা গেছে, গত এক বছরে ব্যাংক খাতে আমানত বেড়েছে প্রায় এক লাখ কোটি টাকা। গ্রাহকেরা এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে টাকা সরিয়ে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমানত কমেনি। এদিকে, বছরের শুরুতে ডলারের দাম নিজেরাই ঠিক করে আসছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। তাতে কাজ না হওয়ায় শেষের দিকে এসে ডলার দাম নির্ধারণের দায়িত্ব ব্যাংকগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপরও কাটেনি ডলারের সংকট। কারণ, এ ক্ষেত্রে শুরু থেকেই একের পর এক ভুল নীতি গ্রহণ করা হয়। ব্যাংকঋণের পর এ বছর নতুন করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদের হারও বেঁধে দেওয়া হয়। ফলে জুলাই মাস থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ৭ শতাংশের বেশি সুদে আমানত নিতে পারছে না। আর ঋণ বিতরণ করতে হচ্ছে সর্বোচ্চ ১১ শতাংশ সুদে।

ব্যাংক খাতের সংকট কাটাতে বছরজুড়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত বদল করে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি বলেই মনে করেন ব্যাংক খাতুসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা বলছেন, ব্যাংক খাতের যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার সম্ভাব্য সব ধরনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে অবশ্যই আগে থেকে ভাবতে হবে। কারণ, নীতিনির্ধারকদের ভুল সিদ্ধান্ত পুরো খাতে প্রভাব ফেলে। বছর শেষে ব্যাংক খাতের যে পরিস্থিতি, তাতে নতুন কোনো বার্তা দিয়ে শুরু হচ্ছে না নতুন বছর। তারপরও নতুন বছরে খারাপ কোনো খবর না আসুক এ খাতে–এটাই সবার প্রত্যাশা।

গাইবান্ধায় পুলিশ-প্রশাসন নিরপেক্ষ ছিল, নির্বাচন সফল: সিইসি

ঢাকা, গাইবান্ধা-৫ আসনের (সাঘাটা-ফুলছড়ি) উপনির্বাচনের পুনভোটে কোনো ধরনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা না থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। সেই সঙ্গে জেলা প্রশাসন, পুলিশ পেশাদারিত্বের সঙ্গে নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন বলে জানান তিনি। আজ বুধবার ভোট শেষে নির্বাচন ভবনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেন সিইসি।

বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত একটানা ভোট চলে। প্রায় তিন মাস আগে সিসি ক্যামেরায় ভোটের অনিয়ম দেখে মাঝপথে সব কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দেয় ইসি।

আজকের পুনভোটের কনকনে শীতের মধ্যে ভোটার উপস্থিতি তুলনামুলক কম হলেও প্রার্থী, ভোটার, নির্বাচন কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ও প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করেন সিইসি।

Standard Express
A Subsidiary of Standard Bank Limited, Bangladesh
Licensed as a Money Transmitter by the NYS DFS & CA DBO
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস থেকে দ্রুত ও নিরাপদে সরাসরি
ব্যাংকিং সিস্টেমে টাকা প্রেরন করুন।
- দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং সেবার উৎকর্ষতায় একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান
- গ্রাহকের সুবিধার্থে সর্বনিম্ন ফি/চার্জ
- প্রতিবছর লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত ১০০ জন গ্রাহক স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এর শুভেচ্ছা দূত হিসাবে বিনা ফিতে এক বছর টাকা পাঠাতে পারবেন।
- No Fee for Senior Citizens and New Customers
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এর সেবা গ্রহন করুন
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হোন।
Standard Express
Setting a new standard
Corporate Office
37-22 73rd Street # 2B, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 347-507-0242, Fax: 347-507-0343
www.standardmoneytransfer.com
Jackson Heights Branch: 37-22 73rd Street # A2, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 347-507-0242, Fax: 347-507-0343
Jamaica Branch: 167-15 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-526-2868, Fax: 718-526-2878
Ozone Park Branch: 74-19 101 Ave, Ozone Park, NY 11416, Tel: 917-300-6046, Fax: 917-300-6049
Bronx Branch: 2156 Starling Ave, Bronx, NY 10462, Tel: 718-684-3466, Fax: 718-684-3467
Brooklyn Branch: 498 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218, Tel: 347-627-9669, Fax: 347-627-9667
Los Angeles Branch: 4131 W 3rd Street, Unit #4, Los Angeles, CA 90020, Ph. 213.336.1810, Fax. 213.330.1811

এস,এন জুয়েলারী এন্ড রিপেয়ার
আপনার পছন্দের ২২, ১৮ এবং ১৪ গোল্ড জুয়েলারীর অর্ডার দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী, রিপেয়ার এবং পুরাতন সোনা দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী করে থাকি।
যোগাযোগ: স্বপন ধর
৩৪৭-৮৯১-৮৮৯১
৩৭-৪৯-৭৪ স্টিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
বর্তমানে সিটি ব্যাংকের পাশে,কম্বলের দোখান-এর বেইসমেন্ট

www.jonmobhumi.com

দিল্লির রাস্তায় তরুণীর লোমহর্ষক মৃত্যুতে স্তব্ধ গোটা ভারত

ঢাকা ডেস্ক,১ জানুয়ারি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ২০ বছর বয়সী এক তরুণীর লোমহর্ষক মৃত্যু পুরো দেশকে স্তব্ধ করেছে।

গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, ওই তরুণী পেশায় একজন ইভেন্ট ম্যানেজার ছিলেন। নববর্ষের দিন ভোরে কাজ থেকে ফেরার সময় তার স্কুটারের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। পুলিশ বলছে, গাড়িটিতে চালকসহ মোট পাঁচজন ছিলেন।

গাড়িটি তরুণীর দেহকে টেনে নিয়ে মাইলের পর মাইল চলেছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র অনুসারে, তরুণীর দেহটি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজেও গাড়ির নিচে লাশ দেখা গেছে।

ভারতে সড়ক দুর্ঘটনা খুবই সাধারণ ঘটনা। প্রতিবছর এতে কয়েক লাখ লোক মারা যায়। তবে এই বিশেষ লোমহর্ষক ঘটনাটি পুরো জাতির মনোযোগ কেড়েছে এবং গণমাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনা তৈরি করেছে। এই দুর্ঘটনাটি নববর্ষের দিন ঘটেছে। সে সময় দিল্লির রাস্তায় হাজার হাজার টহল পুলিশ মোতায়েন ছিল। তাই এ দুর্ঘটনাকে ঘিরে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

গাড়িতে থাকা পাঁচজনকেই ইতিমধ্যে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। তবে তারা এখনো কোনো বিবৃতি দেয়নি। পুলিশ তাদের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

নিহতের পুরো পরিবার আকস্মিক এ দুর্ঘটনায় হতবিহ্বল। তিনি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তার বাবা কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন। তার মাও অসুস্থতার কারণে কাজ করছেন না। তার মা বিবিসি হিন্দিকে বলেছেন, 'আমার মেয়ে খুব হাসিখুশি ছিল। সে ইনস্টাগ্রাম রিল বানাতে পছন্দ করত। মেয়ের শেষকৃত্য করার জন্য আমাদের কাছে টাকাও নেই।'

এদিকে নিহতের পরিবার অভিযোগ করেছে, তাকে যৌন নিপীড়ন করা হয়েছিল। কারণ তার দেহটি উদ্ধারের সময় নগ্ন ছিল। তবে পুলিশ বলেছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে এমন কিছু পাওয়া যায়নি।

দিল্লি পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সাগর প্রীত হুদার বিবৃতি অনুসারে, 'সব জখম ভোঁতা আঘাতের কারণে হয়েছে। সম্ভবত যানবাহন দুর্ঘটনা এবং টেনে নিয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে। এ ছাড়া ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে যৌন নিপীড়নের কোনো আঘাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।' মৃত্যুর অস্থায়ী কারণ 'মাথা, মেরুদণ্ড, ঊরুর হাড় এবং নিম্নাঙ্গে আঘাতের কারণে শক এবং রক্তক্ষরণ'।

এদিকে পুলিশ এ ঘটনায় অন্য একজন নারীকে খুঁজে পাওয়ার কথা জানিয়েছে। তিনি সংঘর্ষের সময় নিহতের স্কুটারের পেছনে ছিলেন। ঘটনার পর তিনি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এখন তিনি পুলিশকে তদন্তে সাহায্য করছেন।

পুলিশের তথ্য অনুসারে, রবিবার সকালে তারা দুটি ফোন পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে। প্রথম ফোনে মারুতি ব্যালেনো গাড়ি একজন নারীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জানানো হয়। দ্বিতীয় ফোনে উত্তর দিল্লির একটি রাস্তায় একজন নারীর দেহ পড়ে থাকার বিষয়ে জানানো হয়। খোঁজাখুঁজির পর তারা গাড়িটি খুঁজে পায় এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। গাড়িতে থাকা পাঁচজনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক হত্যাকাণ্ড এবং অবহেলার কারণে মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার হুদা।

পুলিশ জানায়, ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাতের বেলা চালানোর জন্য ওই গাড়িটি এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্তরা বলেছে, তারা স্কুটারটিকে আঘাত করার পর আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত চলে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে ওই তরুণীর দেহটি টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের দাবি, তারা গাড়িতে উচ্চৈঃস্বরে গান বাজানোর কারণে তরুণীর চিৎকার শুনতে পায়নি।

পুলিশের অভিযোগে অভিযুক্তদের মাতাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গাড়িটি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল পরীক্ষা করবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ছাড়া অভিযুক্তদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুরো ঘটনা যাচাই করবে পুলিশ এবং যা ঘটেছে তা পুনরায় সাজানো হবে।

রাজনৈতিক দোষারোপ

এই দুর্ঘটনার মামলাটি ভারতে রাজনৈতিক বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। দিল্লি শাসনের দায়িত্বে থাকা আম আদমি পার্টি (এএপি) শহরে দুর্বল নিরাপত্তার কথা তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তাদের দাবি, শহরের পুলিশ বাহিনীর ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বাহিনীটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে জবাবদিহি করে।

সোমবার দলটির সদস্যরা লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনার কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ করেছেন। তারা এই ঘটনার জন্য তার পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ করে।

এএপির মুখপাত্র সৌরভ ভরদ্বাজ অভিযোগ করেছেন, পাঁচজন অভিযুক্তের একজন ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সদস্য। সাক্সেনা এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে 'ইচ্ছাকৃতভাবে এই তথ্য গোপন করার' অভিযোগ করেছেন তিনি।

আগের দিন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক টুইটে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 'দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা' নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। তাদের 'রাজনীতির ওপর মহলে সংযোগ' থাকলেও কোনো নমনীয়তা দেখানো উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সরাসরি এএপির সমালোচনার জবাব দেননি। তবে তিনি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ঘটনার দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে সাক্সেনা বলেছেন, তিনি তদন্তের তত্ত্বাবধান করছেন। এর আগে তিনি বলেছিলেন, 'অপরাধীদের ভয়ঙ্কর সংবেদনশীলতা' দেখে তিনি হতবাক হয়েছেন এবং 'অমানবিক অপরাধের জন্য লজ্জায় তার মাথা নিচু হয়ে গেছে।'

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪
jonmabhumi@gmail.com

নাসিরুদ্দিনকে কথাই বলতে দেন না স্ত্রী রত্না

ঢাকা ডেস্ক, চাঁছাছোলা কথা বলেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা জুটি নাসিরুদ্দিন শাহ এবং রত্না পাঠক।

তাই বলে প্রসঙ্গ যখন 'পাঠান', নাসিরুদ্দিনকে মুখ না খোলার পরামর্শই দিতে চান স্ত্রী রত্না।

দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে লোকজন বাড়ি এসে ইট-পাটকেল ছুড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা 'লিপস্টিক আন্ডার মাই বোরখা' অভিনেত্রীর।খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

বর্তমানে 'কচ্ছ এক্সপ্রেস' ছবির প্রচারে ব্যস্ত রত্না। এক অনুষ্ঠানে গিয়ে 'পাঠান' নিয়েও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল তাকে। সেখানেই জানালেন, নাসিরুদ্দিনকে কোনও রকম মন্তব্য করা থেকে বিরত রাখেন তিনি। যাতে বিপদ কম আসে। অশান্তি ভাল লাগে না রত্নার।

তার দাবি, বলা যায় না, বিদ্বেষের যে পরিমণ্ডল দেখতে পাচ্ছেন, কেউ বাড়িতে এসে পাথর ছুড়ে মারতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়।

রত্না আরও বলেন, এখনকার সময়ে এমনিতেই কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে। কারণ একাধিক। তবু সতর্ক থাকতে হবে। তাই বলে ভয় পেলেও চলবে না। আমার স্বামীকে সাবধানে থাকতে বলি। 'পাঠান'কে উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় বলেই মনে করছেন রত্না। কেউ তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করলে তার পরিণাম কী হতে পারে তা দেখে চলেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।

জানালেন, ভয় করে ইদানীং। কেউ তো ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেই না, উল্টে প্রশ্রয় দেওয়ার দল ভারি হচ্ছে।

আসমান ভরদ্বাজের থ্রিলার 'কুট্টি'তে শীঘ্রই দেখা যাবে নাসিরুদ্দিনকে। অন্য দিকে রত্না প্রথমবার গুজরাতি ছবি করছেন। মূল চরিত্রেই দেখা যাবে তাকে।

ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালাল ভারত

ঢাকা ডেস্ক, যুদ্ধবিমান সুখোই এসইউ-৩০ এমকেআই থেকে সফল ক্ষেপনাস্ত্র চালিয়েছে ভারত। ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রটি সরাসরি জাহাজে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভারতীয় বিমান বাহিনী এই সফল পরীক্ষা চালায়।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের বর্ধিত আওতা যুদ্ধবিমান থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সুপারসনিক ক্রুজ এই ক্ষেপণাস্ত্র বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জন করেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর দূরপাল্লার স্থল অথবা সমুদ্রের লক্ষ্যবস্তুতে এসইউ-৩০ যুদ্ধবিমান থেকে নিখুঁত নিশানায় হামলা চালানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এই পরীক্ষা। এক বিবৃতিতে জানায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, এসইউ-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানের উচ্চ-সক্ষমতা ক্ষেপণাস্ত্রের বর্ধিত পরিসরের শক্তি হিসেবে ভারতীয় বিমান বাহিনীকে একটি কৌশলগত নাগালে পৌঁছে দিয়েছে,যা ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হবে। বৃহস্পতিবারের এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ভারতের বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও, স্থানীয় যুদ্ধবিমান প্রস্তুতকারক সংস্থা হ্যাল এবং বিএপিএল।

ব্রাহ্মসকে মনে করা হয় বিশ্বের অন্যতম একটি সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র। এর নামকরণ করা হয়েছে ভারতের ব্রহ্মপুত্র এবং রাশিয়ার মস্কোভা নদীর নামে। শব্দের তুলনায় প্রায় তিন গুণ দ্রুতগতিতে ছুটে যায় এই ক্ষেপণাস্ত্র। এতোটাই উচ্চগতির যে রাডারও শনাক্ত করতে পারে না। ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র এ ব্রাহ্মস। ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে প্রথমবার ২০০৫ সালে তৈরি হয় ব্রহ্মাস ক্ষেপণাস্ত্র। রাশিয়ার কাছ থেকেই কেনা যুদ্ধবিমান সুখোই এসইউ-৩০ থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা করা হয়।

জাতিসংঘের সেবা কর্মসূচি থেকে বাদ আফগানিস্তান

ঢাকা ডেস্ক, জাতিসংঘের সেবামূলক সংস্থাগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি থেকে সাময়িকভাবে বাদ পড়েছে আফগানিস্তান। বেশ কিছু সেবামূলক কর্মকাণ্ড স্থগিত করার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। তালেবান সরকারের এনজিওতে নারী কর্মীদের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জেরে বিশ্বসংস্থাটি বুধবার এই পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করে।জাতিসংঘের সেবা সংস্থাগুলোর প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের প্রশ্নে কোনো ছাড় নয় এবং তা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিবৃতিতে তালেবান কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত বদলের আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিতে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক বেশ কিছু কর্মসূচি থেকে আফগানিস্তানকে বাদ দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, মানবিক সহায়তার কাজে নারীদের নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত সব আফগানের জন্য উপস্থিত হুমকি। নারী কর্মীর অভাবে এরই মধ্যে বেশ কিছু জরুরি কর্মসূচি সাময়িকভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'আমরা জীবন রক্ষার কাজের পাশাপাশি জরুরি সময়ের সেবাগুলো চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা দেখছি, অনেক কাজ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। কারণ মানবিক সেবার মৌলিক কিছু কাজ নারী সহায়তা কর্মী ছাড়া করা যাচ্ছে না।'

তালেবান প্রশাসন অতি সম্প্রতি নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। এর পরপরই এনজিওতে নারী কর্মীদের কাজ নিষিদ্ধ করা হয়। এসব পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। জাতিসংঘও এ পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury,MD
Board certified internai medicine
Attending physician (Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center,Queens

Treatment Services
complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373
167-02 Highland ave, 1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002 ,Fax 917-503-5004

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিতে বাংলাদেশ

১ পৃষ্ঠার পর

ঘাটতি ১৭৩ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল ১৩৬ কোটি ডলার।

ব্যাংকারদের মতে, চলতি হিসাব বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে উদ্বৃত্ত থাকা ভালো। অর্থাৎ নিয়মিত লেনদেনে দেশকে কোনো ঋণ করতে হচ্ছে না। আর ঘাটতি থাকলে সরকারকে ঋণ নিয়ে তা পূরণ করতে হয়। সেই হিসাবে উন্নয়নশীল দেশের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এখন ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে নভেম্বর শেষে এ ঘাটতির অঙ্ক ৫৬৭ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরে একই সময়ে এ ঘাটতি ছিল ৬২২ কোটি ডলার। সামগ্রিক লেনদেনেও (ওভার অল ব্যালেন্স) বড় ঘাটতিতে পড়েছে বাংলাদেশ। নভেম্বর শেষে সামগ্রিক লেনদেনের (ঋণাত্মক) অঙ্ক ৬৩৮ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ২০২ কোটি ডলার ঘাটতি ছিল।

দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বেড়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জুলাই-নভেম্বর ১৮৫ কোটি ডলারের এফডিআই পেয়েছিল বাংলাদেশ। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে তা বেড়ে ১৯৭ কোটি ডলারে উঠেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে সরাসরি মোট যে বিদেশি বিনিয়োগ আসে, তা থেকে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মুনাফার অর্থ নিয়ে যাওয়ার পর যেটা অবশিষ্ট থাকে, সেটিকে নিট এফডিআই বলা হয়। আলোচিত সময়ে নিট বিদেশি বিনিয়োগও বেড়ে ৯০ কোটি ৫০ লাখ ডলারে দাঁড়িয়েছে। গত অর্থবছর একই সময়ে নিট বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৮৭ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত বছরের আগস্ট থেকে আমদানি ব্যয় বাড়তে শুরু করে। অর্থবছরজুড়ে সেই উল্লম্ফন দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ৩৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে অর্থবছর শেষ হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয়েও উল্লম্ফন হয়েছিল। প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। কিন্তু রেমিট্যান্স কমেছিল ১৫ দশমিক ১২ শতাংশ। সে কারণেই ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ঘাটতি চূড়ায় উঠেছিল।

এবার আমদানি ব্যয়ে ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) আমদানির চেয়ে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। তবে সেই প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের চেয়ে অনেক কম, ১১ দশমিক ৭৫ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৩৫ শতাংশ।গত অর্থবছরে এই পাঁচ মাসে রেমিট্যান্স ২১ শতাংশ নেগেটিভ (ঋণাত্মক) প্রবৃদ্ধি হলেও এবার ২ দশমিক ১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সব মিলিয়ে লেনদেন ভারসাম্যে ৫ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারের বড় ঘাটতির মুখে পড়েছে বাংলাদেশ।

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান মনসুর বলেন, 'আমদানিতে এখনো যে গতি রয়েছে, সেটা যদি অব্যাহত থাকে; রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সে যদি ভালো প্রবৃদ্ধি না হয়, তাহলে এবারও ব্যালেন্স অব পেমেন্টে বড় ঘাটতি নিয়ে অর্থবছর শেষ হবে।'

২০২০-২১ অর্থবছরে লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতিতে পড়ে বাংলাদেশ। প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি নিয়ে শেষ হয়েছিল ওই বছর। তার আগে ৯ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলারের বড় উদ্বৃত্ত নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষ হয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত ছিল ৩ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার।

ভারত থেকে আরও বিদ্যুৎ আসছে মার্চে: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানিয়েছেন, ভারতের ঝাডখণ্ডে নির্মাণাধীন আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আগামী মার্চ নাগাদ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ পাবে।

মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডে আদানি পাওয়ার লিমিটেডের নির্মাণাধীন ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি একথা জানান বলে মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

একদল সংবাদকর্মী ও বিদ্যুৎ বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্মাণাধীন ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান প্রতিমন্ত্রী।

নসরুল বলেন, ভারত থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালানের জন্য একটি বিশেষ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বহুমুখী জোগান নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালেই ভারত থেকে আমদানি শুরু করে সরকার।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা হয়ে দৈনিক ১০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সূর্যমনি থেকে কুমিল্লা হয়ে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসছে।

ভারতের বাংলাদেশ লাগোয়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পাশেই ঝাড়খণ্ড রাজ্য। সেখান থেকে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বগুড়ার সঞ্চালন লাইন হয়ে আসবে আদানির বিদ্যুৎ।

দুর্ভিক্ষের বীজ ২০২২-এ আর

গ্রহের ৩৪৫ মিলিয়ন মানুষ। না খেয়েই ঘুমাতে হয়েছে বিশ্বের ৮২.৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে।

খাবারের পরিমাণ কমিয়েছে ২.৩৮ বিলিয়ন। অথচ ঠিক সাত বছর আগে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিশ্ব নেতারা। যেখানে ২০২৩-এ এসে এই প্রতিশ্রুতি কেবলই অপূরণীয় আশার বাণীর মতো।

বেশি হতাশার সম্মুখীন হচ্ছে আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র এবং সংঘাত-পীড়িত দেশগুলো। যাদের মধ্যে আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া, ইয়েমেন উল্লেখযোগ্য।

অঞ্চলগুলোর অর্ধেক মানুষই চরম ক্ষুধার্ত। খাদ্য ঘাটতির উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে কঙ্গো, হাইতি, কেনিয়ার মতো দেশগুলো। বিশ্বব্যাপী এই সংকট শুধু খাদ্য অপ্রতুলতার নয়। ক্রয়ক্ষমতার সংকটও বটে। বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিও এই নাভিশ্বাসের কারণ। যা বিগত বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি ছিল। অন্যদিকে খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাতকেও খানিকটা দায় দেওয়া যায়। এই ক্ষুধা-দারিদ্র্যতা-দুর্ভিক্ষ একটি 'সংকট ত্রিভূজের' কারণে হচ্ছে। যার একপ্রান্তে রয়েছে জলবায়ু আর অপর দুপ্রান্তে দ্বন্দ্ব ও করোনা মহামারি।

জলবায়ু পরিবর্তন : বিশ্বে টেকসই উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাধা জলবায়ু পরিবর্তন। এর কারণে খাদ্য উৎপাদন কিংবা বণ্টনও ব্যাহত হচ্ছে। ২০২২- বছরজুড়েই লেগে ছিল বন্যা, খরা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় কিংবা সুনামি। ক্রমবর্ধমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বিপর্যয় সৃষ্টি করে কৃষিতে। উদাহরণ টানা যায় পাকিস্তানের। দেশটিতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ। বন্যার মুখে পড়ে দরিদ্র দেশ দক্ষিণ সুদানও। দেশটিতে বছরে টানা চারবার বন্যার কবলে পড়ে।

সিরিয়া মুখোমুখি হয়েছে অতিবৃষ্টির। এছাড়া, লা-নিনার ক্ষতিকর প্রভাব টানা তৃতীয় বছরের জন্য অব্যাহত আছে। বিপর্যয়ের প্রধান গ্রিনহাউজ গ্যাসের ব্যাপক নির্গমন। এর জন্য মানুষই দায়ী। বর্ধিত নগরায়ণ এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের নিকৃষ্ট উপহার এই গ্যাস। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটাতে এর ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়।

করোনা মহামারি: তিন বছর বিশ্ব জর্জরিত ছিল করোনা মহামারিতে। যার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি হয়ে যায় বিপন্ন। খাদ্য উৎপাদন ও সরবারহকেও দারুণভাবে আঘাত করে করোনা। বেড়ে যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম। বিশ্বব্যাপী ৭৬৮ মিলিয়ন মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখেছে প্রাণঘাতি এই ভাইরাস। বিশ্বের ৩৬টি দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৫ শতাংশ বেড়ে যায়। যার রোশানলের শিকার হয় দরিদ্র আর নি মধ্যবিত্ত পরিবার। অনেকে তাদের আয়ের ৫০ শতাংশই ব্যয় করে দিচ্ছেন খাদ্য চাহিদা পূরণে।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত-যুদ্ধ : বিশ্বের অনেক দেশে খাদ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ ছিল দ্বন্দ্ব কিংবা নাগরিক ও জাতিগত সংঘাত। এই প্রতিযোগিতায় ব্যাপকভাবে করছে আফ্রিকার দেশগুলো। অবজারভার রিজার্ভ ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষদের ৬০ শতাংশই সহিংস, সংঘাত প্রবণ ও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চলের বাসিন্দা। পরিস্থিতি নতুন করে আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। যার পেছনের কলকাঠি ভূ-রাজনীতির মেরুকরণ।

যেমন বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিতে উগ্র ডানপন্থি এবং রক্ষণশীলদের উত্থান, চীন-মার্কিন বাণিজ্য বিরোধ-শীতল যুদ্ধ কিংবা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। বছরজুড়েই আলোচনার শীর্ষে ছিল ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ।

ইউক্রেনকে বলা হয় রুটির ঝুড়ি। এই ঝুড়িই যেন আঘাতে ছিন্ন-বিছিন্ন। ইউক্রেন-রাশিয়ার শস্যের ওপর নির্ভর করে থাকে ৫০টির মতো দেশ। তারা তাদের খাদ্য চাহিদার ৩০ শতাংশই পূরণ করে রাশিয়া-ইউক্রেন থেকে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য দিয়েই। ৩৬টি সংকটপ্রবণ এবং দরিদ্র দেশ তাদের গমের চাহিদা রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে পূরণ করে। যুদ্ধপূর্ব রাশিয়া-ইউক্রেন একাই বিশ্বের মোট গম এবং বার্লি চাহিদার প্রায় ৩০ শতাংশ সরবরাহ করেছিল। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের ফলে প্রধান খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় বিশ্বব্যাপী।

২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী ছিল বিশ্বের ৮টি দেশ। ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি)'র দেওয়া তথ্য অনুসারে, আফগানিস্তান, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো, হাইতি, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান এবং ইয়েমেনের মানুষ ক্ষুধার্ত ছিল। সেভ দ্য চিলড্রেনের তথ্য অনুযায়ী দেশগুলোতে ২০১৯

সালে ১৬.১ মিলিয়ন ক্ষুর্ধার্ত হলেও গত বছর তার সংখ্যা ৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দাঁড়ায় ২৫.৩-এ।

আফগানিস্তান : তালিকার প্রথমেই আছে আফগানিস্তান। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষ বাস করে আফগানিস্তানে। ২০১৯ সালে ২.৫ মিলিয়ন থেকে ২০২২ সালে ৬.৬ মিলিয়নে এসে দাঁড়ায়। আফগানিস্তানের শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে। সংঘাতপূর্ণ দেশটির অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী দরিদ্র। ক্ষুধার তাড়নায় কেউ কেউ নিজ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করে দেয়, আবার কেউ কেউ নিজের সন্তানকে।

আফগানিস্তানে সেভ দ্য চিলড্রেনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নোরা হাসানিয়ান জানান, 'আফগানিস্তানের শিশুদের ক্ষুধা এত বেশি যে তারা স্কুলে যা শিখছে পরক্ষণেই আবার ভুলে যাচ্ছে। অনেক শিশু প্রাণঘাতী কলেরায় আক্রান্ত হচ্ছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বাল্যবিয়ে ও শিশুশ্রমের মতো মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিও।' দেশটি ২০২১ সাল থেকে তালেবানদের অধীনে।

ইয়েমেন : ক্ষুধার্ত লোকের দেশ হিসাবে দ্বিতীয় হয়েছে ইয়েমেন। দেশটির অনাহারিদের সংখ্যা বিগত দুই বছর হতে ৬৬ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ছয় মিলিয়নে। খাবারের অভাবে ইয়েমেনের শিশুরা অপুষ্টিসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ভুগছে। বুদ্ধিগত কিংবা শারীরিক কোনো বিকাশই হচ্ছে না এই শিশুদের। ইয়েমেনের সেভ দ্য চিলড্রেনের মুখপাত্র শ্যানন অরকাট বলেন, 'ইয়েমেনে প্রায় আট বছরের চলমান সংঘাত ও অর্থনৈতিক পতনই ক্ষুধার্ত মানুষ বৃদ্ধির কারণ। এখানের শিশুরা অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে।'

কঙ্গো : ইয়েমেনের পর তৃতীয় স্থানে আছে কঙ্গো। যেখানে ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ৪.২ মিলিয়ন।

সুদান ও দক্ষিণ সুদান : সুদান এবং দক্ষিণ সুদান দেশগুলোর প্রত্যেকটিতেই ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২.৩ মিলিয়ন। মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে যার সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ ৫২ হাজার। বিধ্বংসী খরা আর তিন দশক ধরে চলমান সংঘাত বিপর্যয়কর খাদ্য সংকট তৈরি করেছে সোমালিয়ায়। ১৬.৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ সোমালিয়ায় প্রায় ১.৩ মিলিয়ন মানুষ অভুক্ত। যার মধ্যে প্রায় ২ লাখ ১৪ হাজার জন দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থার মুখোমুখি রয়েছেন। ৭.৮ মিলিয়ন মানুষের মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। দেশটিতে প্রতিদিনই মানুষ অনাহারে মরছে। দিন দিন মানুষ আরও বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে ডায়রিয়া, হাম বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় দ্বিগুণ হারে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। ৮টি দেশ ছাড়াও খাদ্য সংকটের মুখে আছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ।

SUNMAN
Global Express Corp.
(a/k/a: রূপালী এক্সচেঞ্জ ইন্‌ক)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER by NYSDFS
সর্বনিম্ন ফি, সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠান
এবং দেশমাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
প্রথম রেমিটেন্স ফী ছাড়া পাঠানোর সুবিধা
সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ফী ছাড়া টাকা পাঠানোর সুবিধা।
আমরা এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছি
অভিজ্ঞ, প্রফেশনাল ব্যাংকারের মাধ্যমে পরিচালিত।
সপ্তাহের সাতদিনই খোলা (সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত)
বাংলাদেশের যেকোন ব্যাংক একাউন্টে এবং নিম্ন লিখিত ব্যাংকের যেকোন শাখায় তাৎক্ষণিক নগদ (Instant Cash Pickup) টাকা পাঠান
DHAKA BANK LIMITED | Uttara Bank Limited | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali Bank Limited | Southeast Bank Limited a bank with vision
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন ঃ
ASTORIA BRANCH
29-16 36 Ave, L.I.C. NY 11106
Phone: 718-729-0600
JAMAICA BRANCH
167-05 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Phone : 718-297-3443
Head Office : 37-17 74th Street (1st Floor) Jackson Heights, NY 11372
Customer Service : 718-565-5052, Fax: 718-565-2652 | Email: rupaliex@gmail.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

অভিবাদন-'সুস্বাগতম ২০২৩

১ পৃষ্ঠার পর

বাস্তবায়নের আশায় বুক বেঁধে বিশ্ববাসী জানিয়েছে অভিবাদন-'সুস্বাগতম ২০২৩।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সময়কালে এক নববর্ষে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, 'মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়; সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়; পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে; আবরণের আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।'

রোববার সকালে খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের সূর্যোদয় হলেও শনিবার রাত ১২টায় ঘড়ির কাঁটা শূন্যের ঘর অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই গণনা শুরু হয়েছে নতুন বছরের। নতুন বছর মানেই নতুন প্রত্যাশা। পেছনে ফেলে আসা ২০২২ সালের না পাওয়া, ভুল, হতাশা, দুঃখ, গ্লানিকে দূরে ঠেলে দিয়ে নতুন উদ্যমে সাহস নিয়ে পথচলা।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার যে ধারাবাহিকতা সূচিত হয়েছে ২০২৩ সালে তাতে যুক্ত হবে নতুন মাত্রা। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে দেশ আরও এগিয়ে যাবে-এমন প্রত্যাশা সবার। গত বছর যে আশা নিয়ে পথচলা শুরু হয়েছিল তার অনেকখানি হয়তো পূরণ হয়নি। কিন্তু তাতে কি, নতুন উদ্যম নিয়ে এগিয়ে গেলে সাফল্য আসবেই। আজকের দিনে দেশবাসীর এ প্রত্যয়।

'খ্রিস্টীয় নববর্ষ-২০২৩' উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা বাণীতে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'নববর্ষ সবার মধ্যে জাগায় প্রাণের নতুন স্পন্দন, নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। সময়ের চিরায়ত আবর্তনে খ্রিস্টীয় নববর্ষ আমাদের মধ্যে সমাগত। নতুনকে বরণ করা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি।' রাষ্ট্রপতি বিরাজমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুস্থ, অসহায় মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসতে সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিবছর নববর্ষ বরণ করতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বর্ণাঢ্য নানা আয়োজন করা হলেও করোনা মহামারির কারণে বিগত দুই বছর উৎসবের আমেজ ছিল অনেকটাই ম্লান। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট।

খ্রিস্টীয় নতুন বছর উপলক্ষে দেশবাসী, প্রবাসী বাঙালিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, '২০২২ সাল বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের এক স্বর্ণযুগ। আমরা গত বছর জুনে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু চালু করেছি। ২৮ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার মেট্রো রেল যোগাযোগ চালু করেছি। ২১ ডিসেম্বর দেশের ৫০টি জেলায় উন্নয়নকৃত ১০০টি মহাসড়ক উদ্বোধন করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "২৬ নভেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের' দক্ষিণ টিউবের পূর্তকাজ সম্পন্ন করেছি। ৭ নভেম্বর দেশের ২৫টি জেলায় ১০০টি সেতু নির্মাণ করে উদ্বোধন করেছি।" তিনি বলেন, 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-২-এর রি-অ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল স্থাপন করেছি। পায়রা এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রথম পর্যায়) উদ্বোধন করেছি। অন্যান্য মেগা, মাঝারিসহ সব অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২৩ বাংলাদেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বাংলাদেশের রাজনীতি সবসময় নির্বাচনমুখী। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ সালের শুরুতেই। তার ২০২৩ সাল পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ সালে নির্বাচনকেন্দ্রিক মাঠ দখলে রাখতে আওয়ামী লীগ যেমন তৎপর ছিল ঠিক একইভাবে বিএনপিও মাঠে তাদের সরব উপস্থিতি জানান দিয়েছে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। এ বছরে সেদিক থেকে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে আরও ব্যস্ত থাকবে। সাধারণ মানুষ এ বছরেও প্রত্যাশা করবে, নির্বাচনমুখী নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যেও দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকবে।

Wanted

Priest and Chaaplain,

Ratan K Chakrobarty

durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan, marriage, register, annaprsashan, srdaah et. NYScertified priest and Chaplin License no-4677.

শরীফুল রাজ-পরীমণি নাটক! বেডরুমে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিলেন অজ্ঞাত গডফাদারদের প্রতি। হঠাৎ কেন দাম্পত্য ইস্যুতে রাজ কথা বলা শুরু করেছেন- শুক্রবার রাতে তা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বাসায় গিয়ে জানা যায়, রাজ নেই।

নিরপত্তা প্রহরীরা যেন মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কড়াকড়ির মধ্যেও মধ্যবয়সী একজন অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন বলতে চাইলেন। কাছে আসতেই তিনি জানান, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই যেমন ঝগড়া হয়, এটি তেমনই। অনেক মিলতালও দেখি তাঁদের মধ্যে। হঠাৎ করে কী যে হলো, বুঝতে পারলাম না! তিনি জানান, এই বাসায় মিডিয়াকর্মী প্রবেশে বেশ কড়াকড়ি। এ কারণে বাসায় মিডিয়ার মানুষ আসছেন না।

জানতে চাওয়া হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া পরীর বেডরুমে রক্তমাখা বালিশের ব্যাপারে। এর উত্তরে প্রথমে নিশ্চুপ ছিলেন বাড়ির মধ্যবয়সী ম্যানেজার। কিছুক্ষণ পর রেগেই বললেন, এত কিছু বলতে পারব না। এটা বলা কি আমার দায়িত্ব? একটু শান্ত হয়ে আবার তিনি বলেন, ফ্ল্যাটগুলো দেখভাল করছি অনেক দিন। প্রতিদিনই তাঁদের [রাজ-পরী] সঙ্গে দেখা হয়।

তিনি আরও বলেন, 'অনেকে ভেবেছেন, পরীমণি রাজকে মেরে রক্তাক্ত করেছেন; বিষয়টি তা নয়। অ্যাকুয়ারিয়াম রাখতে গিয়ে রক্তারক্তি হয়েছে। রাজ নিজেই অ্যাকুয়ারিয়াম সরাচ্ছিলেন। সেটি পড়ে ভেঙে রাজের হাত কেটে গেছে। ওই সময় রাজ্যও তো পাশে ছিল। এর বাইরে আমি কিছু বলতে পারব না।'

এদিকে রাজ নিজের ফেসবুকে লিখেছেন, 'হ্যালো গডফাদারস অ্যান্ড গং, আমি তোমাদের দেখতে চাই। আমি ঢাকায় থাকি। আমি চিয়ার্স করতে চাই।' কী কারণে রাজ এমন পোস্ট দিয়েছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি। তবে এটুকু স্পষ্ট, পর্দার আড়াল থেকে কেউ তাঁকে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। তা হয়তো পরীমণির হয়ে। সে কারণেই সম্ভবত রাজের এই পাল্টা চ্যালেঞ্জ।

সাংসারিক বিষয় নিয়ে খুব একটা বাক্য খরচ করেননি রাজ। স্ত্রী পরীমণি যখন তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে তুলকালাম শুরু করেন, তখন তিনি শুধু বলেছিলেন, 'মাই বেডরুম ইজ প্রাইভেট, ভেরি প্রাইভেট।'

জানা গেল পরীমণির বিছানায় রক্তের কারণ

ঢাকাই সিনেমার নায়িকা পরীমনির সঙ্গে নায়ক শরীফুল রাজের সম্পর্ক তলানিতে পৌছেছে। দুজন এখন কারো ছায়া মাড়াতে চাচ্ছেন না।

সংসার করবেন না-এমন সিদ্ধান্ত নিয়েই রাজের বাসা থেকে রাতের আঁধারে বেরিয়ে গেছেন পরীমনি। দুজনের পথ এখন ভিন্ন।

রাজও জানিয়ে দিয়েছেন পরীর সঙ্গে তার আর বনিবনা হবে না। তাদের সংসার আর জোড়া লাগবে না।

১ জানুয়ারি বছরের প্রথম দিনই ফেসবুকে রক্তাক্ত দাগের বিছানার ছবি পোস্ট করেন, যা নিয়ে হইচই পড়ে যায় দেশের বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে। সংসার ভাঙার গুঞ্জন আরও জোরালো হয়। একই দিন অন্য স্ট্যাটাসে পরী তার ওপর গায়ে হাত তোলার মতো অভিযোগও করেন স্বামী রাজের বিরুদ্ধে।

ঘটনার বিস্তারিত না জানিয়ে পরীমণি ছবি দুটির ক্যাপশনে লেখেন, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার। প্রেস কনফারেন্স টুমরোলোডিং'। যদিও পরী এখনও সেই প্রেস কনফারেন্স করেননি।

এ থেকে ধারণা করা হয়, রাজের সঙ্গে তার হাতাহাতি থেকেই ঘটনাটি ঘটেছে। তবে শেষ পর্যন্ত জানা গেলো সেই রক্ত ঝরার কারণ।

রাজ-পরীর বসুন্ধরার বাসার কেয়ারটেকার জানিয়েছেন নতুন তথ্য। সংবাদকর্মীদের তিনি বলছেন, 'পরীমণি যে রক্তের কথা বলছেন, সেটা আদতে অ্যাকুরিয়াম ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া পরীর বেডরুমে রক্তমাখা বালিশের ব্যাপারে জানতে

চাওয়া হলে তিনি জানান, 'অনেকে ভেবেছেন, রাজ পরীমণিকে মেরে রক্তাক্ত করেছেন; বিষয়টি তা নয়। অ্যাকুয়ারিয়াম রাখতে গিয়ে রক্তারক্তি হয়েছে। রাজ নিজেই অ্যাকুয়ারিয়াম সরাচ্ছিলেন। সেটি পড়ে ভেঙে রাজের হাত কেটে গেছে। ওই সময় রাজ্যও তো পাশে ছিল'।

পরী-রাজের সংসারের বিষয়ে তিনি বলেন. 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই যেমন ঝগড়া হয়, এটি তেমনই। অনেক মিলতালও দেখি তাদের মধ্যে। হঠাৎ করে কী যে হলো, বুঝতে পারলাম না! এই বাসায় মিডিয়াকর্মী প্রবেশে বেশ কড়াকড়ি। এ কারণে বাসায় মিডিয়ার মানুষ আসছেন না'।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে নির্মাতা গিয়াসউদ্দিন সেলিমের 'গুণিন' সিনেমায় কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হয় পরীমনি ও শরিফুল রাজের। প্রথম দেখামাত্র সাতদিনের মাথায় বিয়ে করেন তারা। বিষয়টি অবশ্য গোপন রাখেন। এরপর পরী সন্তানসম্ভবা হলে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তারা পারিবারিকভাবে আবারও বিয়ে করেন। একই বছরের ১০ আগস্ট পুত্রসন্তানের মা হন পরী। যার নাম রেখেছেন শাহীম মুহাম্মদ রাজ। রাজের এটা প্রথম বিয়ে হলেও পরীমনির ছিল তৃতীয় বিয়ে।

বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানালেন মিয়ানমারের সেনাপ্রধান

জানিয়েছেন দেশটির সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ইতিবাচক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ায় তিনি এসব দেশকে ধন্যবাদ জানান। খবর আল-জাজিরার

আজ বুধবার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদ্?যাপন করছে মিয়ানমার। ১৯৪৮ সালের এদিনে দেশটি ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলে সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের ভাষণ প্রচার করা হয়।

ভাষণে মিন অং হ্লাইং তাঁর দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য কিছু দেশের সমালোচনা করেন। বিপরীতে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ায় ধন্যবাদ দেন চীন, ভারত, থাইল্যান্ড, লাওস ও বাংলাদেশকে। জান্তাপ্রধান বলেন, 'আমি কিছু দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। নানা সমালোচনা, চাপ, হামলার মধ্যেও এসব দেশ ও সংগঠন আমাদের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্ক এগিয়ে নিচ্ছে।'

বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানালেও রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কিছু বলেননি মিয়ানমারের সেনাপ্রধান। ২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নের মুখে ঘরবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয় সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত এসব রোহিঙ্গাকে স্বভূমিতে ফেরাতে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল বাংলাদেশ। পরে চীনের মধ্যস্থতায় মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় একটি চুক্তি হয়েছিল। তবে এই সংকটের চার বছরেও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু হয়নি। উল্টো রাখাইনে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর দমন-পীড়ন এখনো অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে রাজধানী নেপিদোয় স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে ভাষণ দিতে গিয়ে আজ বুধবার জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং মিয়ানমারে বহু দলের অংশগ্রহণে 'অবাধ ও সুষ্ঠু' নির্বাচন আয়োজনের কথা বলেছেন। তবে কবে নির্বাচন হবে, সে বিষয়ে কিছু বলেননি তিনি। জান্তাপ্রধান বলেন, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে মিয়ানমারের নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছে।

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

jonmabhumi@gmail.com

বাকি অংশ <মভণ> পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে

১ পৃষ্ঠার পর

এক বছরের বেশি সময় ধরে কোলন ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলেন তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাতার বিশ্বকাপে উপস্থিতও হতে পারেননি পেলে। বড়দিনেও হাসপাতালের বেডে শুয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সময় কাটিয়েছেন।

গত ২৯ নভেম্বর ক্যানসার আক্রান্ত পেলেকে ব্রাজিলের সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের বরাতে বিবিসি জানায়, দীর্ঘ অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পেলে। ব্রাজিলের সাও পাওলোর একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

পেলে সর্বকালের সেরা

সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবল তারকা পেলের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান গোটা ফুটবল বিশ্ব। এক হাজার ২৮১ গোলের বিশ্বরেকর্ড গড়েন পেলে।একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে তিনবার বিশ্বকাপ জেতা সাবেক ফরোয়ার্ড পেলে ২০০০ সালে ফিফার শতাব্দীসেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিলেন।

অনেকের চোখেই তিনি সর্বকালের সেরা ফুটবলার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'মেইল অনলাইন' এক প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে, পেলেকে কেন সর্বকালের সেরা বলা হয়। তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

সাও পাওলোর দারিদ্রপীড়িত বস্তিতে তার জন্ম। সেখানকার রাস্তায় মোজা মুড়িয়ে বল বানিয়ে কিংবা জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলতেন। ঠিক খেলতেন নয়, খেলার পাশাপাশি জাদুকরি সব মুহূর্তের জন্ম দিতেন ওই অল্প বয়সেই। পরিবারের একটা ফুটবল কিনে দেওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে সেই ছেলেটিই সান্তোসের মূল দলে গোলের পর ১৬ বছর বয়সে খেলেছেন ব্রাজিল জাতীয় দলে। আর ১৭ বছর বয়সে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ৪ ম্যাচে ৬ গোল করে ব্রাজিলকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। হয়ে গেলেন সর্বকণিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপজয়ী!

১৯৫৮ বিশ্বকাপের আগে পেলে চোট পেয়েছিলেন। তার সতীর্থরাই চাপাচাপি করে পেলেকে সুইডেন বিশ্বকাপে নিয়ে যান। সেই বিশ্বকাপে পেলে ৬টি গোল করেন। ফাইনালে জোড়া গোল করেছিলেন। ম্যাচ শেষে আনন্দের আতিশায্যে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন ১৭ বছর বয়সী পেলে। জ্ঞান ফেরার পর প্রতিপক্ষ (সুইডেন) দলের খেলোয়াড় সিগভার্দ পার্লিং পেলেকে বলেছিলেন, 'তোমার দ্বিতীয় গোল দেখে করতালি দিতে ইচ্ছে করছিল।'

১৯৬২ বিশ্বকাপে পেলে চোটের কারণে দুই ম্যাচের বেশি খেলতে পারেননি। সেবার ব্রাজিলকে জেতালেন গারিঞ্চা। পরের বিশ্বকাপেও কড়া ট্যাকলের শিকার হয়ে পেলে বিদায় নিলেন প্রথম রাউন্ড থেকে। ব্রাজিলও বিদায় নেয় তার সঙ্গে।

এই চোটের কারণেই ১৯৭০ বিশ্বকাপে পেলের খেলার কথাই ছিল না। কিন্তু এই বিশ্বকাপেই 'গোল অব দ্য সেঞ্চুরি'র পাসটি ছিল তাঁর পা থেকে। 'শতাব্দীর সেরা ফুটবলার'-এর সিগনেচার পাস ছিল সেটি। ইতালির বিপক্ষে সেই ফাইনাল ৪-১ গোলে জিতেছিল ব্রাজিল।

এই ম্যাচে পেলেকে মার্ক করার দায়িত্ব ছিল ইতালির ডিফেন্ডার তারচিসিও বারজিনিচের ওপর। তিনি বলেছিলেন, 'ফাইনালের আগে আমি নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, সে (পেলে) আমাদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ। আমি ভুল ভেবেছিলাম।

১৯৭০ বিশ্বকাপের আগে রাজনৈতিক কারণে ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হওয়া হোয়াও সালদানাকে ব্রাজিলের এক ক্রীড়ালেখক জিজ্ঞেস করেছিলেন, ব্রাজিলের সেরা গোলকিপার কে? সালাদানা বলেছিলেন, পেলে।

সেই ক্রীড়ালেখক পাল্টা জানতে চান, বেশ, তাহলে সেরা রাইটব্যাক? এবারও উত্তর এলো, পেলে।

মোটামুটি দলের অর্ধেক পজিশনে পেলের নাম বলার পর সালাদানা খানিক হেসে বলে ফেলেন, পেলে যেকোনো পজিশনেই বিশ্বের সেরা ফুটবলার।

সান্তোস, ব্রাজিল ও নিউইয়র্ক কসমসের হয়ে মোট ৪০ ট্রফি জিতেছেন পেলে। তিনি ও ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার মিলে ফুটবলের ভিত গড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে।

উয়েফার সভাপতি থাকতে মিশেল প্লাতিনি একটা মন্তব্য করেছিলেন, ফুটবলার পেলে ও মানুষ পেলে। কিন্তু পেলে যখন ফুটবল খেলেছেন তখন তিনি ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন।

ইতিহাসই সে কথা বলে। সেটা শুধু ১৩৬৬ ম্যাচে ১২৮২ গোলের জন্য নয়, প্রতিভার দ্যুতিতে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যও নয়। বরং খেলাটির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সেটা পৃথিবীর মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও পেলের কোনো তুলনা নেই। একটা খেলায় একজন অমর কিংবদন্তির কাছ থেকে লোকে আর কি আশা করতে পারে?

গত নভেম্বর থেকে সাওপাওলোর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে ছিলেন ব্রাজিলের 'কালো মানিক'। জীবনের আঙিনায় আর ফেরা হলো না তার।

পেলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তারকারা যা বললেন

ফুটবলের আরও এক কিংবদন্তির মৃত্যু। দিয়েগো ম্যারাডোনার পর না ফেরার দেশে চলে গেলেন পেলে। এই দুই মহাতারকাকে হারিয়ে ফুটবল যেন অভিভাবকহীন হয়ে গেলো। দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যুর কাছে হার মানলেন পেলে।

ব্রাজিলকে তিনবার বিশ্বকাপ ট্রফি উপহার দিতে অগ্রণীভূমিকা পালন করা পেলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের তারকারা। সর্বকালের সেরার স্বীকৃতি পাওয়া লিওনেল মেসি-ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমার-কিলিয়ান এমবাপ্পেরাও এসেছেন সেই পথ ধরে। পেলের মৃত্যু কাঁদিয়েছে তাঁদেরও। পেলের মহাপ্রয়াণে বার্তা দিয়েছেন তারাও।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেসি লিখেছেন, 'শান্তিতে ঘুমান পেলে।'

নেইমার লিখেছেন, 'পেলের আগে ১০ নম্বর ছিল শুধুই একটি সংখ্যা। আমি কোনো এক সময় কোথায় জানি এটা পড়েছিলাম। সুন্দর হলেও সেটা ছিল অসম্পূর্ণ। আমি বলতে চাই, পেলের আগে ফুটবল ছিল শুধুই একটা খেলা। পেলে সব কিছু বদলে দিয়েছে। তিনি ফুটবলকে শিল্পে বদলে দিয়েছেন, আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন। তিনি দরিদ্রদের, কালোদের কণ্ঠস্বর দিয়েছেন। বিশেষ করে ব্রাজিলিয়ানদের দৃশ্যমান করেছেন। ফুটবল এবং ব্রাজিলের মানকে ওপরে তোলার জন্য রাজাকে ধন্যবাদ। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর জাদু থেকে গেল। পেলে চিরন্তন।'

পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো লিখেছেন, পেলের পরিবার ও ব্রাজিলের জন্য আমার গভীর সমবেদনা। ফুটবলের চিরন্তন রাজার বিদায় ফুটবল-দুনিয়া যে ব্যথা অনুভব করছে তা প্রকাশ অযোগ্য। তিনি লাখো মানুষের অনুপ্রেরণা। সারাজীবনের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। আমাদের মতো ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে তিনি থেকে যাবেন সব সময়। শান্তিতে ঘুমান রাজা পেলে।'

ব্রাজিলিয়ান কাসেমিরো বলেছেন, 'শান্তিতে ঘুমান পেলে। ফুটবল এবং ব্রাজিলকে আপনি যে গৌরব এনে দিয়েছেন সে জন্য ধন্যবাদ। আপনার উত্তরাধিকার চিরন্তন।'

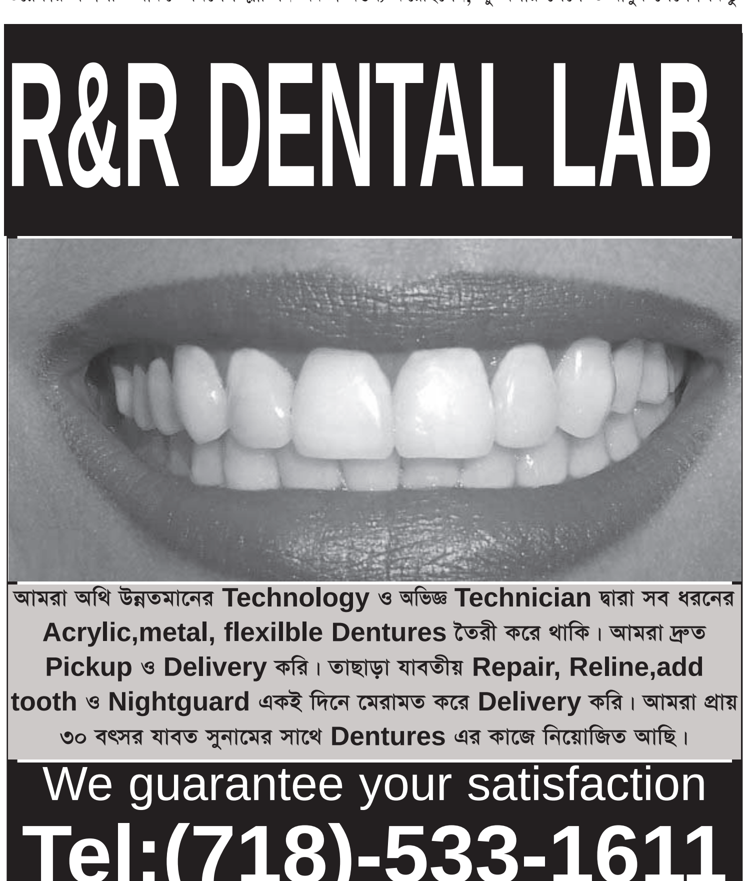

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক এলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই: প্রধানমন্ত্রী

১ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন পর্যবেক্ষক এলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই।

ব্রিটিশ অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের চারজন সংসদ সদস্য বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন।

বৈঠকশেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের নির্বাচন কমিশন অনেকটাই স্বাধীন। নির্বাচন কমিশনের অধীনেই নির্বাচন হবে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক দল হিসেবে অতীতে সামরিক শাসকদের কাছ থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে আওয়ামী লীগের।

তিনি বলেন, সামরিক শাসকরা বন্দুক ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করত এবং রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করত।

প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের উদ্যোক্তাদের সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা সেখানে যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগকে স্বাগত জানাব।

ব্রিটিশ এমপিরা বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অবকাঠামোগত উন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা এ উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন।

অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ এম জিয়াউদ্দিন, মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংগীতশিল্পী সুমিত্রা সেন আর নেই

নানা রোগে ভুগছিলেন গায়িকা। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর হিন্দুস্তান টাইমনের ।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বরে ভীষণ ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলেন সুমিত্রা সেন। এর ফলে জ্বরের সঙ্গে বুকে সর্দি বসে অবস্থার অবনতি হয়।

এর পর তাকে ২১ ডিসেম্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া ধরা পড়ে। সোমবার তাকে ছুটি করিয়ে বাড়ি আনা হয়।

মঙ্গলবার সকালে গায়িকা শ্রাবণী সেন তার মায়ের প্রয়াণের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান। তিনি লেখেন- আজ মা ভোরে চলে গেল।

আগামী মার্চ মাসেই তিনি ৯০ বছর পূর্ণ করতেন। তার আগেই চলে গেলেন গায়িকা। সোমবার শ্রাবণী সেন সংবাদমাধ্যমকে তার মায়ের স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলেন, 'বয়সটা তো একটা কারণ। ভালো নেই মা। মোটামুটি আছেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেই তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে।'

সুমিত্রা কন্‌য়া ইন্দ্রাণীও একই কথা জানিয়ে ছিলেন সংবাদমাধ্যমকে। পরিবারের সঙ্গে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে বাড়ি আনা হয় সোমবার। এদিকে রাত কাটতে না কাটতেই চলে গেলেন গায়িকা।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের দুনিয়ার অতি পরিচিত নাম সুমিত্রা সেন। তার দুই মেয়ে- ইন্দ্রাণী সেন ও শ্রাবণী সেনও বাংলার সঙ্গীত জগতে ছাপ ফেলেছেন। মায়ের পথে হেঁটে রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চাই করে গিয়েছেন ছোট মেয়ে শ্রাবণী সেন, ইন্দ্রাণী সেন অবশ্য সব ধরনের গানেই নিয়েই ছাপ রেখেছেন।

সাগর-রুনি হত্যা তদন্ত প্রতিবেদন পেছাল ৯৫ বার

দেওয়ার তারিখ ?আবারও পি?ছিয়েছে। এ? নিয়ে প্রতিবেদন দাখিলের তা?রিখ ৯৫ বার পেছাল।

বুধবার এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে নির্ধা?রিত দিনে প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি মামলার তদন্ত সংস্থা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)। তাই ঢাকার মেট্রোপ?লিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রশিদুল আলম আগামী ৫ মার্চ প্রতিবেদন দাখিলের নতুন দিন ধার্য করেন।

মামলায় রুনির বন্ধু তানভীর রহমানসহ মোট আসামি আটজন। অপর আসামিরা হলেন বাড়ির নিরাপত্তাকর্মী এনাম আহমেদ ওরফে হুমায়ুন কবির, রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মিন্টু ওরফে বারগিরা মিন্টু ওরফে মাসুম মিন্টু, কামরুল হাসান অরুন, পলাশ রুদ্র পাল, তানভীর ও আবু সাঈদ।

সিএমএম আদালতে শেরে বাংলা নগর থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক জালাল উদ্দীন এ তথ্য জানান।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারে সাংবাদিক দম্পতি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার এবং এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনি তাদের ভাড়া বাসায় নির্মমভাবে খুন হন। পরদিন ভোরে তাদের ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ওই বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি রুনির ভাই নওশের আলী রোমান বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। প্রথমে মামলাটির তদন্ত করেন

শেরেবাংলা নগর থানার একজন কর্মকর্তা। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্ত ভার পড়ে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) উত্তরের পুলিশ পরিদর্শক মো. রবিউল আলমের ওপর।

দুই মাস পর হাইকোর্টের আদেশে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র‍্যাব)। সেই থেকে ১১ বছর সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি সংস্থাটি।

Karnafully Travel Inc

37-16 73rd Street, Jackson Heights, NY-11372 Suite # 201FR

tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এসোসিয়েসনের নতুন কমিটির অভিষেক

৪০ পৃষ্ঠার পর

ইতিহাসে বাংলাদেশী পোস্টাল ইম্পলয়ীদের প্রথম সংগঠন যা সকলের উপস্থিতিতে এক মিলন মেলায় পরিনিত হয় সকলের মধ্যে ঐক্য সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ছিল চোখে পরার মতো। অনুষ্ঠানে সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুঃ এন আলম মিনা।

সভার সভাপতির আসন গ্রহন করেন মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার ও আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আসন গ্রহণ করেন নিউইয়র্ক অতি জনপ্রিয় ব্যাক্তিত্ব এ্যাটনী মইন চৌধুরী বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান পোস্ট অফিসের কর্মকর্তা পোস্ট মাষ্টার মোঃ হুমায়ুন কবির ও পোস্ট মাষ্টার মোঃ আহমেদ এর পর আসন গ্রহন করেন উপদেষ্টা পরিষদ এর সদস্য বৃন্দ বিপ্লব ভৌমিক, মিজানুর রহমান ও অসীম সাহা। শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত ও গীতা পাঠ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। কোরআন তেলোয়াত করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মুঃ এন আলম মিনা এর ছেলে সামান আলম মোয়াজ।

গীতা পাঠ করেন সংগঠনের নির্বাহী পরিষদ এর সদস্য দিপঙ্কর দেবনাথ। এর পরে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। নব নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির পরিচয় ও শপথ গ্রহন জন্য মঞ্চে আহবান করা হয় তাদেরকে গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এই পর্বটি পরিচালনা করেন সদস্য আমিনুল ইসলাম চৌধুরী নির্বাচিত কমিটির সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান পোস্ট মাষ্টার মোঃ হুমায়ুন কবির। সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তব্য পর্ব শুরু হয় সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্য পর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুঃ এন আলম মিনা। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতেই উপস্থিত সকল কে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এর পর সংগঠনের নানান দিক নির্দেশনা সকলের মধ্যে তুলে ধরেন। তিনি উপস্থিত সকলের কাছে সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং কেন এই সংগঠন তিনি তার বক্তিতায় তুলে ধরেন।পরিশেষে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। আমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে প্রধান অথিতি জনাব মইন চৌধুরী তার বক্তিতায় সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও আইন বিষয়ক নানান দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন। সংগঠনের মঙ্গল কামনা ও আইনগত সকল প্রকার সাহায্যের কথা ব্যাক্ত করেন।

এর পরে বক্তব্য রাখেন আমন্ত্রিত অথিতি বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, পোষ্ট মাষ্টার মোঃ হুমায়ুন কবির জনাব হুমায়ুন কবির পোস্ট অফিসে কর্মরত সকল কর্মীদের একটা দিক নির্দেশনা পূর্বক বক্তব্য দেন তিনি যে কোন প্রয়োজন তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহবান করেন তিনি বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল ইম্পলয়িস ইউ এস এ ইনক সাফল্য ও সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রধান করেন।

আমন্তিত অথিতির মধ্যে বক্তব্য রাখেন পোস্ট মাষ্টার এম আহমেদ। সংগঠনের উপদেষ্টা মন্ডলীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিপ্লব ভৌমিক, অসীম সাহা ও মিজানুর রহমান। কার্যকরি কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি সানি গোপ ও সহ সভাপতি মতি লাল দাস। এর পরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কার্যকরি কমিটির সম্পাদক মন্ডলী সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন সানি, অর্থ সম্পাদক আমানুল ইসলাম,সাংগঠনিক সম্পাদক লুকমান রহমান, দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান বিপু প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ মোজাম্মেল হক সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, সমাজকল্যান সম্পাদক সাউদ এ আকাশ। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিউদ্দিন রাজু । নির্বাহী সদস্য দিপঙ্কর দেবনাথ, আবু বকর সিদ্দিক, এম কামাল ,পাবেল মাহমুদ, প্রশান্ত সাহা, সাধারণ সদস্য হারি গোপাল সেন।

সংগঠনের সভাপতি মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার তার সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও সকলের সহযোগিতা চেয়ে সংগঠনের উত্তরোত্তর মাঙ্গল কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সব শেষে দুপুরের সুস্বাদু খাবারের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান এর সমাপ্তি হয়।

আটকে গেল প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার নির্বাচন

৪০ পৃষ্ঠার পর

পরও যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার নির্বাচনে কোনো ফলাফল আসেনি। ফলে স্থানীয় সময় বুধবার পর্যন্ত নির্বাচন মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে রিপাবলিকান দলে সমর্থনের দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা প্রার্থী কেভিন ম্যাকার্থি শেষ পর্যন্ত স্পিকার হচ্ছেন কি না তা জানতে অপেক্ষার পালা বাড়ল। এখবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস।

প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। যুক্তরাষ্ট্রে গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় রিপাবলিকান দল। সে হিসেবে দলটির প্রার্থী ম্যাকার্থিই স্পিকার হবেন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছিল। তবে বাধ সাধে পরিষদে রিপাবলিকান সদস্যদের মধ্যে বিভক্তি।

স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার জন্য ম্যাকার্থির কমপক্ষে ২১৮ ভোটের দরকার ছিল। মঙ্গলবার তৃতীয় দফা ভোটে তিনি পেয়েছেন ২০২ ভোট। রিপাবলিকান দলের অপর সদস্য জিম জর্ডান পেয়েছেন ২০ ভোট। ম্যাকার্থিকে ভোট না দিতেই জর্ডানকে স্পিকার প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন তাঁকে ভোট দেওয়া ২০ রিপাবলিকান সদস্য।

২১৮ ভোটের লক্ষ্য অবশ্য পূরণ করতে পারেননি প্রতিনিধি পরিষদের অন্য কেউও। পরিষদে ডেমোক্র্যাট দলের সব সদস্যই তাঁদের প্রার্থী হাকিম জেফরিসকে ভোট দিয়েছেন। ফলে সর্বোচ্চ ২১২ ভোট নিয়ে তিনি এগিয়ে রয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি স্পিকার নির্বাচিত হতে পারবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

এদিকে নির্বাচনের বিষয়ে জিম জর্ডান বলেছেন, তাঁর স্পিকার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বুধবার চতুর্থ দফা নির্বাচনে কেভিন ম্যাকার্থিকে সমর্থন দেওয়ার জন্য দলের সদস্যদের বলবেন তিনি। এমনকি দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগেও তিনি বলেছিলেন, স্পিকার পদের জন্য ম্যাকার্থিই যোগ্য ব্যক্তি।

তবে কেভিন ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া রিপাবলিকান সদস্যরা জর্ডানের কথা মানতে নারাজ। তাঁদের ভাষ্যমতে, মঙ্গলবার নেওয়া সিদ্ধান্ত থেকে পেছনে ফিরছেন না তাঁরা। এমনকি ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে বুধবার আরও অনেকে দাঁড়াবেন বলে ধারণা করছেন। এমনই একজন রিপাবলিকান সদস্য বব গুড। তিনি বলেছেন, ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে তাঁরা শেষ সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছেন।

গত নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর নতুন স্পিকার নির্বাচনের পথ তৈরি হয়। সে হিসেবেই মঙ্গলবার নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে এভাবে নির্বাচন মুলতবি ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে খুবই বিরল। সবশেষ প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার নির্বাচন মুলতবির ঘটনা ঘটেছিল প্রায় ১০০ বছর আগে, ১৯২৩ সালে।

এনআরবি অ্যাওয়ার্ড পেলেন সার্টিফাইড শেফ খলিলুর রহমান

'এনআরবি প্রফেশনালস সামিট-২০২২'-এর। প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা 'এনআরবি এলিন্স অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কর্তৃক লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সার্টিফাইড শেফ খলিলুর রহমান। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ উত্তরীয় এবং সম্মাননা ক্রেস্ট তার হাতে তুলে দেন।

অ্যাওয়ার্ড পেয়ে শেফ খলিলুর রহমান বলেন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এই সামিটে যোগদান করেছেন তারা কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশকে সম্মানিত করছে। তাদের জন্য এই সম্মাননা অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এতে করে আমার কাজের গতি এবং দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল এজন্য মহান স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করি এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করি সকল মানুষের প্রতি। আমি সবসময় আমার দেশকে বুকে লালন করি। আমি সবসময় দেশকে মিস করি। আমাদের দেশে যারা বেকার আছে তার বেকার বসে না থেকে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, শেষ হিসেবে কোর্স করে নিজেদের পরিবর্তন করতে পারবে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারবে। এসময় তিনি আরও বলেন, তরুনরা তাদের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি আমার কাছে আসে, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো তার পাশে দাড়াতে। আমি বিশ্বাস করি তরুনরাই আগামীর ভবিষ্যত। তাই দেশ গঠন করতে হলে তরুনদের হাত সবার আগে শক্তিশালী করতে হবে।

অনুষ্ঠানে এনআরবি ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সাখাওয়াত জন চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষসহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বর্তমান সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের প্রশংসা করে সালমান এফ রহমান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে ১৪ বছরের মধ্যে মানুষের মধ্যে সেই বিশ্বাসটুকু হয়েছে যে বাংলাদেশে উন্নয়ন সম্ভব। এর আগে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কেউ সেটা পারেননি। কারণ তারা মনে করতো, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে দুর্ঘটনাক্রমে; এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রমাণ করেছে বাংলাদেশও বিশ্বে রোল মডেল হতে পারে।' বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই দুই খাতে অনাবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এনআরবি ওয়ার্ল্ড এ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার সাখাওয়াত জন চৌধুরী বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন এখন বাস্তব। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পার করে বাংলদেশ এখন টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের দিকে ধাবমান। এমতাবস্থায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সময়ের দাবি।' তিনি আরও বলেন, 'প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। একইসঙ্গে তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষির উন্নয়নেও এগিয়ে আসেন। স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট গ্রিডের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি।'

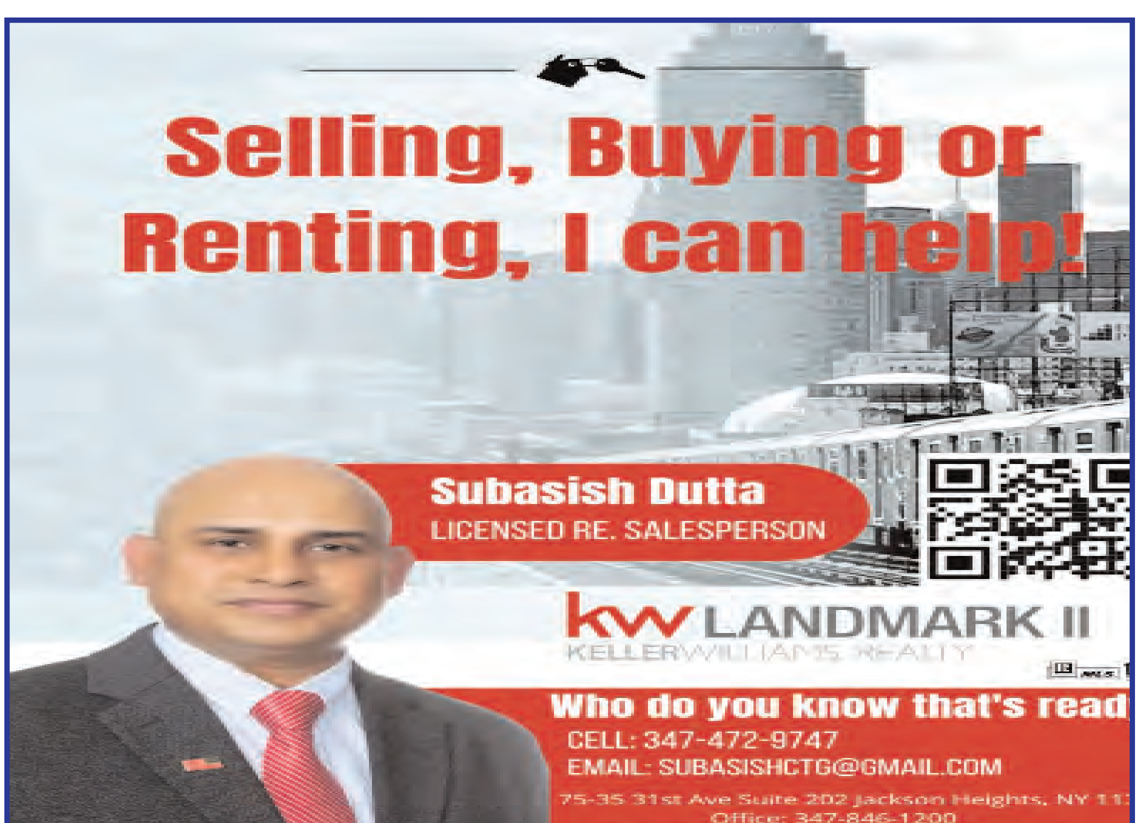

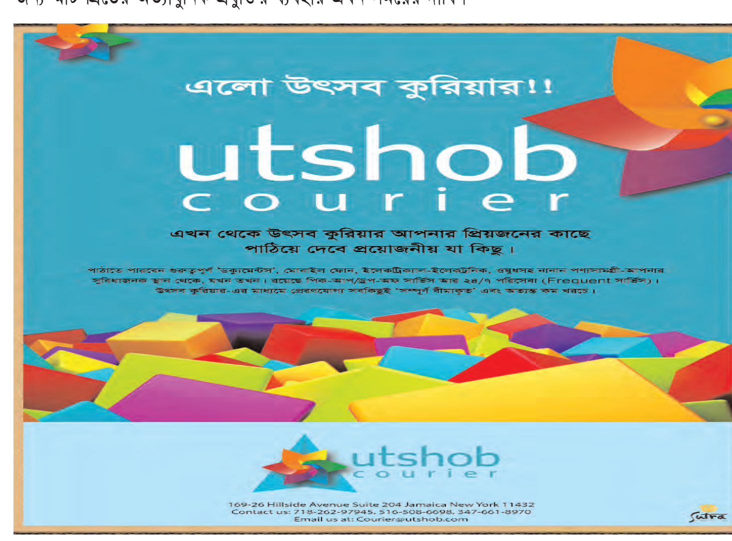

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

মানুষের জন্য দরদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার

শুভ নববর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে
আপনাদের আপন প্রতিষ্ঠান

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার এখন ওজোন পার্কে

আরো কাছাকাছি হোম কেয়ার সেবা
পৌঁছে দিতেই আপনাদের মাঝে আমাদের নতুন শাখা—
এটি আপনাদের **'কাচারি ঘর'**।

আপনজনদের উত্তম সন্তুষ্টির জন্যে তারিখ পরিবর্তন

শুভ উদ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার। সন্ধ্যা ৫:০০টা।

১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলিন (ওজোন পার্ক), নিউইয়র্ক-১১২০৮।

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

BANGLA CDPAP SERVICES
বাঙালীর জন্য বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

www.jonmobhumi.com

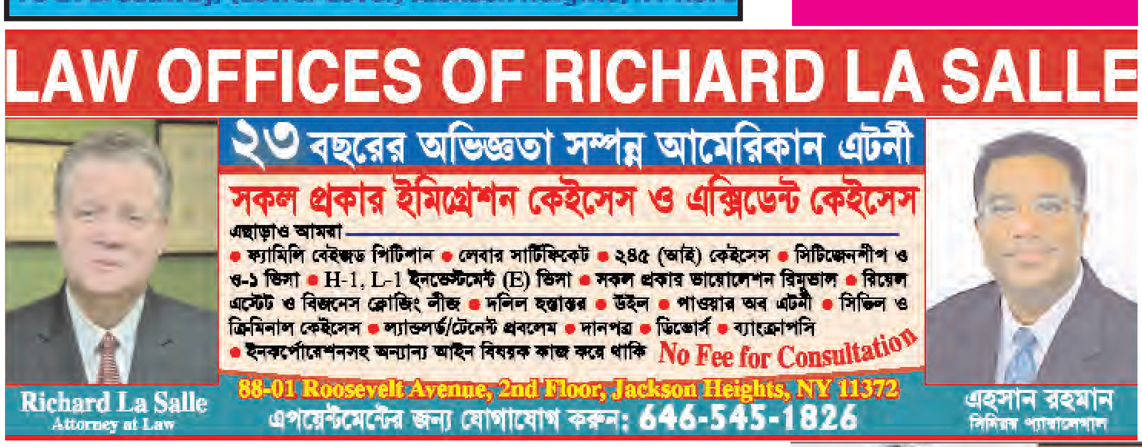

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.janmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

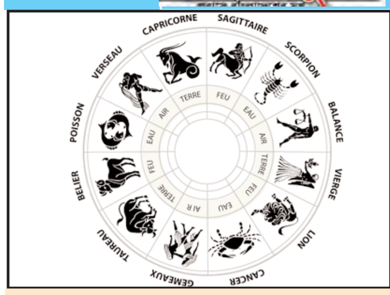

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ : বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। ভালো লাগার মানুষটি আজ ভালোবাসার মানুষে পরিণত হতে পারে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

বৃষ : ব্যবসায়িক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। পেশাজীবীদের কারও কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন।

মিথুন : শিক্ষা কিংবা গবেষণার জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। আজ কারও কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। ব্যবসায়ে শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। প্রেমে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। দূরের যাত্রা শুভ।

কর্কট : দিনটি শুরু হতে পারে প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া সুখবর দিয়ে। পাওনা আদায়ে প্রভাবশালী কারও সহযোগিতা পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য দিনটি বিশেষ শুভ। রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন।

সিংহ : ব্যবসায়ে শুভ যোগাযোগ ঘটতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

কন্যা : ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। আজ কারও প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে হতে পারে। পেশাজীবীদের কারও কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন।
জমে থাকা কালো মেঘ আজ দূর হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

বৃশ্চিক : ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য দিনটি বিশেষ শুভ। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে। আজ আপনার অর্থভাগ্য বিশেষ শুভ।

ধনু : বেকারদের কারও কারও জন্য দিনটি সাফল্যের বার্তা বয়ে আনতে পারে। ভালো লাগার মানুষটি আজ ভালোবাসার মানুষে পরিণত হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকুন।

মকর : কর্মস্থলে আপনার ওপর বসের সুনজর পড়তে পারে। রাজনীতিতে দলের নেতা-কর্মীর কাছে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। পাওনা আদায়ে অন্যের সহযোগিতা পেতে পারেন। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

কুম্ভ : ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দূরের যাত্রা শুভ।

মীন : চাকরিতে কারও কারও আটকে থাকা পদোন্নতির বিষয়ে নিষ্পত্তি হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

জ্যোতিষের চোখে ২০২৩

ঢাকা, বাংলাদেশের জন্য ২০২৩ সাল তেমন ভালো নয়। কারণ মঙ্গলের অশুভ প্রভাব রক্তপাত ও নানারকম উত্তেজনা বিরাজ করতে পারে। তার জন্য বর্তমান সরকারকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেয়া উচিত হবে। নতুন বছর নিয়ে প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিজ্ঞানী ড. মাধব আচার্য্যরে করা ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এমন ধারণাই মিলছে। ড. আচার্য্য দীর্ঘ চার যুগেরও অধিক কাল ধরে দেশ-বিদেশের রাজকীয় ও বরণীয় ব্যক্তির নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। তিনি ২০২৩ সালের গ্রহ সন্নিবেশ নিয়ে তার গবেষণামূলক মত প্রকাশ করেন। ড. মাধব আচার্য্যরে মতে, ২০২৩ সালের প্রথম সূর্যোদয় ধনু রাশিতে। গ্রহরাজ রবি ও জ্ঞানী গ্রহ বুধ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অবস্থান করায় অশুভ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি খুব শুভ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অশুভ রাহু এবং চন্দ্র।

বৈদেশিক মন্ত্রণালয় অশুভ মঙ্গল। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অশুভ কেতু অবস্থান করছে।
রোববার দশমী অশ্বিনী নক্ষত্রে একাদশী তিথি নিয়ে ২০২৩ সাল শুরু হচ্ছে। গবেষণা মতে, বিশ্ব হরোস্কোপে জোরালো বৃহস্পতি অবস্থান করায় যুদ্ধের ভয়াবহতা তেমন বৃদ্ধি পাবে না। রাজন্য ব্যক্তিরা তাদের নিজের ভুল বোঝাবুঝি উপলব্ধি করতে পারবে। সবাই পৃথিবীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করবেন। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অশুভ গ্রহের জোর বেশি থাকায় মহিলা নেতৃত্বের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে। বিদেশ মন্ত্রণালয়ে অশুভ মঙ্গলের কারণে বারবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা থাকবে তবে বড় ধরনের নয়। গবেষণা মতে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অশুভ কেতু ও রাহুর জোরালো দৃষ্টি থাকায় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে বারবার ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার জন্য দেশে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা সমস্যার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। গবেষণায় দেখা যায়, কোনো প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান ব্যক্তির জীবনাবসানের সম্ভাবনা দেখা যায়।
বাংলাদেশের জন্য ২০২৩ সাল তেমন ভালো নয়। কারণ মঙ্গলের অশুভ প্রভাব রক্তপাত ও নানারকম উত্তেজনা বিরাজ করতে পারে। তার জন্য বর্তমান সরকারকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেয়া উচিত হবে। গবেষণা মতে দেখা যায় বর্তমান সরকার একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আরও শক্তিশালী হবে। বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনের একটি সুন্দর রূপরেখা আসতে পারে। বিরোধী দলের উচিত ঠা-া মেজাজে অগ্রসর হয়ে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিও উঠতে পারে। গবেষণা মতে ২০২৩ সাল বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জের বছর হিসেবে বিবেচিত হবে।
২০২৩ সাল ভারতের জন্য তেমন ভালো নয়। গবেষণা মতে শনির জোরালো অশুভ প্রভাব বিদ্যমান। প্রযুক্তিগত দিক থেকে ভারত এগিয়ে আসতে পারে। তবে প্রাকৃতিক অবস্থা ভালো নয়। ভারতের বর্তমান সরকারের নানান কল্যাণমুখী পদক্ষেপ দেশটির অনেক সমস্যার সমাধান করবে। চীনের সঙ্গে গত বছরের মতো সমস্যা লেগে থাকবে।

মেক্সিকোর কারাগারে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত ১৪

মেক্সিকো; মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলের সিউদাদ জুয়ারেজ শহরে একটি কারাগারে বন্দুকধারীদের হামলায় ১৪ জন নিহত হয়েছেন।
এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৩ জন। নিহতদের মধ্যে চারজন বন্দি এবং ১০ জন কারারক্ষী রয়েছেন। এ সময় কারাগার থেকে পালিয়েছেন ২৪ বন্দি। স্থানীয় সময় রোববার সকাল ৭টার দিকে কারাগারটিতে হামলার ঘটনা ঘটে।
কারাগারে হামলার খবর নিশ্চিত করেছে মেক্সিকোর চিহুয়াহুয়া রাজ্যের প্রসিকিউটরের কার্যালয়। তাদের এক বিবৃতিতে বলা হয়, কয়েকটি গাড়িতে করে বেশ কয়েকজন বন্দুকধারী হামলায় অংশ নেন।
হামলার একপর্যায়ে বন্দিরাও নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ওই কারাগারে বিভিন্ন অপরাধী দল ও মাদক চক্রের সদস্যরা রয়েছেন।
কী কারণে এ হামলা চালানো হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
কারাগারে হামলার আগে কয়েকজন বন্দুকধারীর কাছেই সিউদাদ জুয়ারেজ শহরের পুলিশের ওপর হামলা চালায়। পরে ওই বন্দুকধারীদের গাড়িগুলোকে ধাওয়া করে পুলিশ।
হামলাকারীদের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। আটক করা হয় তাদের একটি গাড়ি। পরে বন্দুকধারীদের অপর একটি দল কারাগারের বাইরে নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর হামলা চালান।
সিউদাদ জুয়ারেজ শহরে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে সিনালোয়া ও জুয়ারেজ মাদকচক্রের সংঘাত চলে আসছে। বিগত এক দশকে এই সংঘাতে নিহত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

দ্বিতীয় শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করলেন কিম

সিউলঃ উত্তর কোরিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সেনা কর্মকর্তা পাক জং চোনকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির শীর্ষ নেতা কিম জং উন।
দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ পাক জং চোনকে বরখাস্ত করার খবর জানিয়েছে। খবর রয়টার্সের।
পাক জং চোন উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন দল ওয়ার্কার্স পার্টির সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন লুলা

ব্রাজিলিয়াঃ : ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবারও শপথ নিয়েছেন লুইজ ইনাসিও লুলা ডি সিলভা। তৃতীয়বারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট হলেন এই বামপন্থী নেতা। এর আগেই দুই বার ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন লুলা। ২০২২ সালের অক্টোবর মাসের নির্বাচনে জেইর বলসোনারোকে হারিয়ে ফের প্রেসিডেন্ট হন লুলা।লুলার শপথকে কেন্দ্র করে ব্রাজিলের রাজধানী শহরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
লুলার শপথ গ্রহণ কেন্দ্র করে স্থানীয় সময় রোববার সকালেই স্থানীয় রাজপথগুলোতে নেমে আসে তার সমর্থকরা। সাম্বা নৃত্যে লুলাকে বরণ করে নেওয়া হয়।

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

বেসিক ইসলামিক সেন্টারের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ বেসিক ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)'র সাধারণ সভা গত ২৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় উডসাইড মাদানী মসজিদে। সভায়সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো: খালেক খালেক। অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাকিম মিয়া। অডিট রিপোর্ট পেশ করেন জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদকের রির্পোট পেশ করেন মো: হামিদুল হক।

সাধারণ সম্পাদক তার প্রতিবেদনে বাফেলো বেসিকের মসজিদ ক্রয়সহ, ৯জন নতুন সদস্য বৃদ্ধি, বিপদগ্রস্থ ভাইদের সহযোগিতা, মৃত্যু ব্যক্তিদের জানাজা ও দোয়া, কুরআন ক্লাশসহ নিয়মিত বৈঠনের বিবরণদিয়ে বলেন, প্রবাসে তথা নিউইয়র্কে ব্যস্ততম সময় পার করে স্ত্রী- সন্তানদের সময় দেওয়ার পর যতটুকু সময় একজন সাধারণ সম্পাদকের দেওয়া দরকার তা আমি দিতে পারিনা।

আমার সকল ব্যর্থতা ও ভূলের জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করেন এবং সংগঠনকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। সাধারণ সম্পাদক, অডিট ও অর্থ প্রতিবেদনের উপর প্রশ্ন ও পরামর্শ দিয়ে বক্তব্য রাখেন, মুরাদ হোসেন, মাওলানা জুনাইদ, ফখরুল ইসলাম মাছুম. হাজী মনির হোসেন, নাসির হোসেন, কামাল, টিপু সুলতান, ফয়জুল্লাহ বাবুল।

সভায় আজীবন সদস্যদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে
২৪-৩৪ বাটলার স্ট্রীট, ইস্ট এলমার্স্ট, নিউইয়ার্ক ১১৩৬৯
০২ বেড রুম (১ম তলা)
০১ বেড রুম (২য় তলা)
০৩ বেড রুম (বেইসমেন্ট)
০৪ টি গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে
ফোন নাম্বার: ৯২৯-৩২৮-৯১৯২

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনটি পদ বাকি রেখে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

শীর্ষ নেতারা কোনো মন্তব্য করছেন না। ওই দুই নেতাও বন্ধ রেখেছেন মুখ।

আওয়ামী লীগের আগের কমিটিতে যুগ্মসাধারণ সম্পাদকের নামের তালিকায় প্রথমেই ছিলেন মাহবুবউল আলম হানিফ। এরপর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, তারপর তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এবং সব শেষে আ ফ ম বাহাউদ্দিনের নাম ছিল। কিন্তু এবার ড. হাছান মাহমুদের নাম তিন থেকে উঠে এসেছে এক নম্বরে। ২৪ ডিসেম্বর কাউন্সিল অধিবেশন শেষে দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুগ্মসাধারণ সম্পাদক হিসাবে প্রথমে ড. হাছান মাহমুদের নাম ঘোষণা করেন। এরপর বলেন মাহবুবউল আলম হানিফের নাম। রোববার আওয়ামী লীগ কার্যালয় থেকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যে তালিকা গণমাধ্যমে পাঠানো হয়, সেখানে যুগ্মসাধারণ সম্পাদক হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির নাম লেখা হয়েছে শেষে অর্থাৎ চার নম্বরে। আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক হিসাবে ড. হাছান মাহমুদ, মাহবুবউল আলম হানিফ ও ডা. দীপু মনির এই জ্যেষ্ঠতা পরিবর্তনের ঘটনা গত বছর ২৪ ডিসেম্বর কাউন্সিল অধিবেশন থেকেই আলোচনায় আসে। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ যুগ্মসাধারণ সম্পাদক হিসাবে তালিকায় এক নম্বরে চলে আসায় ভবিষ্যতে তাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ভাবনায় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী। সে আলোচনায় যোগ হয় মো. আবদুল হামিদের পর কে হতে পারেন রাষ্ট্রপতি? হাছান মাহমুদের জ্যেষ্ঠতা পরিবর্তনের যুক্তি হিসাবে দাঁড় করাতে গিয়ে দলটির নেতাকর্মীরা বলছেন, মো. আবদুল হামিদের মেয়াদ শেষে ওবায়দুল কাদেরই হবেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি। যুগ্মসাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদকে দেওয়া হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের (ভারপ্রাপ্ত) দায়িত্ব। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে এখনো চলছে এই আলোচনা।

একই সঙ্গে কী কারণে যুগ্মসাধারণ সম্পাদক হিসাবে প্রভাবশালী নেতা মাহবুবউল আলম হানিফ ও শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির জ্যেষ্ঠতা পরিবর্তন (স্থানচ্যুতি) হলো, তা নিয়েও তুমুল আলোচনা চলছে। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা একেকজন একেক ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। এই ঘটনার পর মাহবুবউল আলম হানিফ ও ডা. দীপু মনি কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। তবে এ নিয়ে তারা বিব্রত বলে জানিয়েছেন দুই নেতার ঘনিষ্ঠরা। তারা কিছুটা অসন্তুষ্ট বলেও জানা গেছে।

কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের ৮১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের যে ৪৮ জনের নাম ঘোষণা করা হয়, সেখানে বাদ পড়েন সভাপতিমণ্ডলীর তিন সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ, আবদুল মান্নান খান এবং রমেশ চন্দ্র সেন। এছাড়া বাদ পড়েন সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শফিক ও শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ। নাম ছিল না যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশীদেরও। পরে মাশরাফি মুর্তজাকে যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক করা হয়। রোববার সভাপতিমণ্ডলীর এক সদস্য, শ্রম ও জনশক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের একটি সদস্যপদ খালি রেখে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করেছে আওয়ামী লীগ। সেখানে দেখা যায়, সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ হারালেও সদস্য হিসাবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়ে গেছেন সাখাওয়াত হোসেন শফিক। কয়েকজন নতুন মুখ যুক্ত করে ২৮টি সদস্যপদের মধ্যে ২৭টির নাম প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে নতুন মুখ হিসাবে আছেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, সুচিন্তা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী আরাফাত, বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জি ও কবি তারিক সুজাত। এছাড়া আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক হয়েছেন গত কমিটির সদস্য সৈয়দ আবদুল আওয়াল শামীম। আর বাদ পড়েছেন আগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এবিএম রিয়াজুল কবির কাওছার।

এবার পদোন্নতি পেয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকার সাবেক এমপি এবং আগের কমিটির সদস্য ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন আগের কমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী এবং এই পদে অর্থাৎ ত্রাণ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন বিদায়ি কমিটির উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন। এছাড়া সভাপতিমণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছে সিলেটের জেবুন্নেছা হকের নাম।

জনশক্তি রপ্তানি বাড়লেও রেমিট্যান্স কমছে

চ্যানেলের মাধ্যমে সব মিলিয়ে ২ হাজার ১২৮ কোটি ৫৪ লাখ (২১.২৮ বিলিয়ন) ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা আগের বছরের চেয়ে ৩.৫৬ শতাংশ কম। ২০২১ সালে ২ হাজার ২০৭ কোটি ২৫ লাখ (২২.০৭ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এদিকে ২০২২ সালে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে সাড়ে ১১ লাখ জনশক্তি কাজের জন্য বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। যা আগের বছরের চেয়ে ৮৬.৩২ শতাংশ বেশি। ২০২১ সালে জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন। অর্থাৎ আগের বছরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ মানুষ বিদেশ গেলেও টাকা আসলো কম।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ব্যাংকের চেয়ে খোলাবাজার বা কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম বেশি হওয়ায় একটু বেশি টাকা পাওয়ার আশায় প্রবাসীরা অবৈধ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠানোয় রেমিট্যান্স কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেমিট্যান্স প্রবাহের হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় বেড়েছে। এই মাসে ১৭০ কোটি (১.৭০ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গত বছরের ডিসেম্বরের চেয়ে বেশি ৪.২৩ শতাংশ।

আগের তিন মাস নভেম্বর, অক্টোবর ও সেপ্টেম্বরে এসেছিল যথাক্রমে ১৫৯ কোটি ৫২ লাখ, ১৫২ কোটি ৫৫ লাখ এবং ১৫৩ কোটি ৯৬ লাখ ডলার। এর আগের দুই মাসেই ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। জুলাই মাসে এসেছিল ২০৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার; আগস্টে আসে ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ডলার। সব মিলিয়ে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ১ হাজার ৪৯ কোটি ৩২ লাখ (১০.৪৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২.৪১ শতাংশ বেশি। গত ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১০.২৪ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে।

এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ অর্থনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেও জনশক্তি রপ্তানিতে রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জনশক্তি রপ্তানি তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, বছরের ১ মাস বাকি থাকতেই অর্থাৎ ১১ মাসে (জানুয়ারি-নভেম্বর) ১০ লাখ ২৯ হাজার ৫৪ জন লোককে কাজের জন্য বিভিন্ন দেশে গেছেন। এর আগে কোনো বছরে এত লোক কাজের জন্য বিদেশে যাননি। ডিসেম্বর মাসের তথ্য যোগ হলে ২০২২ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ সাড়ে ১১ লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করেন জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সভাপতি আবুল বাশার। তার মতে, জনশক্তি রপ্তানি বাড়লেও রেমিট্যান্স বাড়ছে না। এটা দুঃখজনক। এর প্রধান কারণ হচ্ছে হুন্ডি। ডলারের বাজারের অস্থিরতার কারণে সামপ্রতিক সময়ে তা আরও বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, ২০২২ সালে যারা বিভিন্ন দেশে গেছেন, তারা কাজ করছেন। বেতন পাচ্ছেন। দেশে পরিবারের কাছে টাকা পাঠাচ্ছেন। এতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেটি হচ্ছে না। উল্টো কমছে। এই রেমিট্যান্স কমার কারণেই কিন্তু আমাদের রিজার্ভ কমে আসছে।

বিদেশিরা আগামী ২ বছর কানাডায় বাড়ি কিনতে

মুখোমুখি স্থানীয়দের জন্য আরও বাড়ি উপলব্ধ করা। তবে আইনে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন উদ্বাস্তু এবং স্থায়ী বাসিন্দা যারা নাগরিক নয় তাদের বাড়ি কেনার অনুমতি মিলবে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে, আরও স্পষ্ট করে বলা হয় যে, এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র শহরের বাসস্থানগুলোতে প্রযোজ্য হবে এবং গ্রীষ্মকালীন কটেজগুলোর মতো বিনোদনমূলক সম্পত্তিগুলোতে নয়। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ২০২১ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রস্তাব করেছিলেন যখন বাড়ির ক্রমবর্ধমান দাম অনেক কানাডিয়ানদের নাগালের বাইরে ছিল। ট্রুডোর লিবারেল পার্টি সেই সময়ে তার নির্বাচনী প্রচারে বলেছিল-'কানাডিয়ান বাড়ির আকাঙ্ক্ষা মুনাফাভোগী, ধনী করপোরেশন এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে। এটি অব্যবহৃত থাকলে খালি আবাসন এবং আকাশচুম্বী দামের একটি বাস্তব সমস্যা তৈরি হবে। বাড়িগুলো মানুষের জন্য, বিনিয়োগকারীদের জন্য নয়। '২০২১ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর, উদারপন্থিরা নন-কানাডিয়ান আইন দ্বারা আবাসিক সম্পত্তি ক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করে। ভ্যাঙ্কুভার এবং টরন্টোর মতো প্রধান বাজারগুলোও অনাবাসী এবং খালি বাড়ির উপর কর চালু করেছে। সামপ্রতিক উত্তেজনা সত্ত্বেও, দেশের রিয়েল এস্টেট বাজার বিক্রেতাদের জন্য শীতল হয়েছে। কারণ মুদ্রাস্ফীতির লাগাম টেনে ধরার জন্য ব্যাংক অফ কানাডার আগ্রাসী মুদ্রানীতি বন্ধকের হার অনুসরণ করে। কানাডিয়ান রিয়েল এস্টেট এসোসিয়েশনের মতে, গড় বাড়ির দাম ২০২২ সালের শুরুতে ৫ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার থেকে ৪ লাখ ৬৫ হাজার মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ আরও বলেছেন যে, বিদেশি ক্রেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা- যাদের কানাডায় বাড়ির মালিকানা পাঁচ শতাংশেরও কম, বাড়িগুলোকে আরও সাশ্রয়ী করতে পছন্দসই প্রভাব ফেলবে না। বরং তারা চাহিদা মেটাতে আরও আবাসন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২ ÷ ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

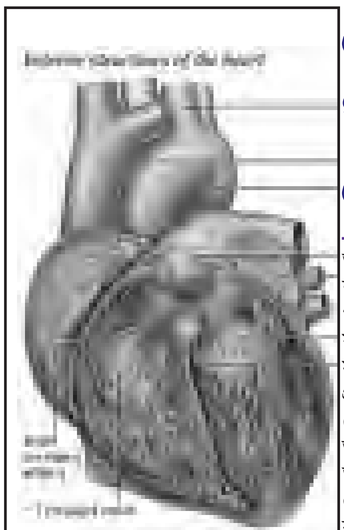

স্বাস্থ্য

প্রসবের পর থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ কেন হয়?

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা ও সন্তান জন্ম দেওয়ার পর নারীদের শরীরে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। শরীরবৃত্তীয় এসব পরিবর্তনের মধ্যে সন্তান প্রসবের পর থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যাওয়াও একটি। এটি একটি জটিল সমস্যা। তবে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিলে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া যায়।

প্রসূতির থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহের জন্য মায়েদের আগে থেকে থাইরয়েড হিস্ট্রি থাকতে হবে এমন নয়। গর্ভকালের আগে বা গর্ভকালীন যাদের থাইরয়েড ফাংশন ভালো ছিল, তারাও এতে আক্রান্ত হতে পারেন।

এ সমস্যায় আক্রান্ত অধিকাংশ নারীর থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে; তবে কারও কারও এ সমস্যা আজীবন থেকে যায়।

প্রসবপরবর্তী সময়ে মায়ের থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহের কারণ, লক্ষণ ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং হরমোন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডা. শাহজাদা সেলিম।

লক্ষণ

লক্ষণগুলো দুই পর্যায়ের হতে পারে; প্রথম পর্যায়ে থাইরয়েড হরমোন অতিরিক্ত হলে যে লক্ষণগুলো দেখা যায়, অনেকটা সে রকম লক্ষণই দেখা দেয়। যেমন– বুক ধড়ফড় করা, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, হার্ট ফেইলিউর, এনজাইনা বা বুকব্যথা, ঘন ঘন পায়খানা হওয়া, খাওয়ার অরুচি, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, অবসন্নতা বা নার্ভাসনেস, উত্তেজনা, আবেগপ্রবণতা, সাইকোসিস বা মানসিক বিষাদগ্রস্ততা; হাত-পা কাঁপা, নিদ্রাহীনতা, ঘাম বেড়ে যাওয়া, চুলকানি, হাতের তালু লাল হওয়া, গরম সহ্য করতে না পারা।

এ লক্ষণগুলো প্রসবের পরের এক থেকে চার মাসের মধ্যেই সাধারণত দেখা দেয়। পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষণগুলো হলো– শারীরিক দুর্বলতা, শীত সহ্য করতে না পারা, ত্বক শুকনো লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অবসন্নতা ও ওজন বৃদ্ধি পাওয়া। এ লক্ষণগুলো পরবর্তী চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে ১২ মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

কারণ

প্রসবপরবর্তী থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহের সঠিক কারণটি এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। তবে এদের প্রায় সবারই রক্তে এন্টিথাইরয়েড এন্টিবডি থাকে, যা এ ঘটনাটি ঘটাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কারা বেশি ঝুঁকিতে থাকেন

যাদের অন্য কোনো অটোইমিউন রোগ আছে, তাদের প্রসবপরবর্তী থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এ তালিকায় টাইপ১ ডায়াবেটিস, প্রসবপরবর্তী থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহের আগের ইতিহাস পরিবারের আর কারও থাইরয়েড গ্রন্থির রোগের ইতিহাস ইত্যাদি। প্রসবপরবর্তী বিষণ্ণতার সঙ্গে এর একটি সংযোগ থাকতে পারে বলেও ধারণা করা হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অনেক সময় রোগ শনাক্ত করতে সময় লেগে যায়। কেননা এ লক্ষণ নিয়ে রোগী হয়তো হরমোন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে দেরি করে ফেলেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে থাইরয়েড ও হরমোনের পরীক্ষা (এঝঐ, ঋএ৪) গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে এন্টিথাইরয়েড এন্টিবডি, থাইরয়েড গ্রন্থির আল্ট্রাসনোগ্রাম দরকার হতে পারে। খুব কমক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থির রেডিও আয়োডিন আপটেক টেস্ট দরকার হতে পারে।

প্রতিরোধ

প্রসবপরবর্তী থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ সবসময় প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে তা নয়। তবে যাদের ঝুঁকি বেশি তাদের সতর্ক হয়ে যেতে হবে। ওপরে উল্লিখিত লক্ষণগুলো দেখা দিলেই দ্রুত হরমোন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে।

শিশু রক্তশূন্যতায় ভোগে কেন, প্রতিকার

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা। শিশুর শরীরে আরবিসি বা লোহিতকণিকার সংখ্যা কমে যায়। এই লোহিতকণিকা ব্রেনে এবং শিশুর সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ করে। অস্থিমজ্জায় নতুন নতুন লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয় এবং তা রক্তপ্রবাহ স্রোতে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে তাদের আয়ুষ্কাল হবে ১২০ দিনের।

শিশুর রক্তশূন্যতায় ভোগার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী।

শিশু রক্তাল্পতায় ভোগে প্রধানত তিন কারণে-

প্রয়োজনমাফিক আরবিসি উৎপন্ন না হয়ে থাকলে

নবজাতক শিশু উচ্চমাত্রার হিমোগ্লোবিন ও লোহিতকণিকা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। তবে দুই মাস বয়সে এসে তা নিচু মাত্রায় চলে আসে। এরপর সিগন্যাল পেয়ে বেশি আরবিসি উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলে। এই সময়ের নির্দোষ অ্যানিমিয়া ক্ষতিকর নয়। কোনো ওষুধের চিকিৎসা লাগে না, শুধু মায়ের দুধপানই যথেষ্ট।

দেহে যখন সুস্থ আরবিসি তৈরি হয় না, তখনও এ সংকট সৃষ্টি হয়; যেমন- আয়রন বা অন্যান্য উপাদানের ঘাটতিজনিত কারণে। দুই বছরের কম বয়সী শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালে শিশু অ্যানিমিয়ার প্রধানত আয়রন ঘাটতিজনিত কারণে হয়ে থাকে। বিশেষ করে কন্যাশিশুর যখন মাসিক শুরু হয়।

ফলিক এসিড ও বি-১২ ভিটামিনের অভাবে অ্যানিমিয়া হয়। শিশু বয়সের আন্ত্রিক অসুখ সিলিয়াক ডিজিজে ভোগা রোগী এ অবস্থায় পতিত হয়।

অস্থিমজ্জা যখন রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না, রক্তাল্পতার লক্ষণ নিয়ে সূচিত হয়। এ এক ভয়াবহ অসুখ। এর নাম অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া। ক্রাইসিস নিয়েও প্রকাশ পেতে পারে। ফ্যানকোনি ও টিইসি- এগুলোও এর অন্য রূপ।

দীর্ঘমেয়াদি অসুখে ভোগা শিশু রক্তস্বল্পতায় পড়ে। ক্রোনিক কিডনি, হাইপোথাইরয়ডিজম, এডিসনস ডিজিজ, পিটুইটারি গ্রন্থির সমস্যা, যেখানে আরবিসি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন মেলে না, এই অসুবিধা নিয়ে আসে। সিসা পয়জনিংয়ের শিকার হলে শিশু রক্তশূন্যতায় ভোগে। হিমোগ্লোবিনের আয়রন অংশজাত হিম তৈরিতে বিষাক্ত সিসা বাধা দেয়।

লোহিতকণিকা যদি ভেঙ্গে যায়

অন্য নাম হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। নানাবিধ কারণে উৎপন্ন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে লোহিতকণিকা নষ্ট হয়ে যায়।

ইনফেকশন, ড্রাগস, সর্প দংশন, বার্ন।

ক্রোনিক লিভার ডিজিজ। মা বা বাচ্চার ব্লাড গ্রুপে গরমিল আর এইচ রক্ত গ্রুপের প্রতিক্রিয়াজনিত।

সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, জি সিক্স পিডির অভাব।

উচ্চ রক্তচাপ, প্লীহা স্ফীতি।

রক্তপাতজনিত কারণে

ইনজুরি, বেশি রক্তস্রাব, পাকস্থলী-আন্ত্রিক রক্তপাত।

কৃমির সংক্রমণ, বিশেষ করে বক্র কৃমি।

রক্তপাতজনিত অসুখ-হিমোফাইলিয়া।

রোগচিহ্ন

ফ্যাকাশে ভাব ত্বকে, ঠোঁটে, হাতে-পায়ের তালুতে।

খিটখিটে মেজাজ, অতিশয় ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা।

কারণ অনুযায়ী অন্যান্য লক্ষণ

আয়রন ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়ায় শিশুর অমনোযোগিতা ও দৈহিক বাড়ন ঠিকমতো না হওয়া লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে।

জন্ডিস কালো চা রঙের মূত্র, একটুতেই রক্তপাত সমস্যা প্রভৃতি।

জ্যামাইকায় আফতাব সুপারমার্কেটের গ্র্যান্ড ওপেনিং

কেটে এবং বিশেষ মুনাজাতের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করা হয়। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ১৪৪-০১ হিলসাইড এভিনিউ জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত স্টোরটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুপার মার্কেটটির কর্ণধার বাংলাদেশী ব্যবসায়ী জুয়েল আহমেদ। এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সুপার মার্কেটটির ম্যানেজার ফরহাদ হাসান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রুহেল আহমেদ, সাইকুল ইসলাম প্রমুখ।এরপর অতিথিদের নিয়ে ফিতা কাটেন জুয়েল আহমেদ-এর মা রোকেয়া আহমেদ। পরবর্তীতে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন রোকেয়া আহমেদ-এর নাতি হাফেজ রাইয়ান খলিল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে ইউএসএনিউজঅনলাইন ডটকম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান ও নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ'র সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবসায়ী জুয়েল আহমেদ জানান, কুইন্স ছাড়াও লং আইল্যান্ডের গ্রাহকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে প্রাথমিকভাবে সুপার মার্কেটটি চালু হয়। নতুন বছরের শুরুতে ১ জানুয়ারী এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যে তিনি কমিউনিটির সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

জাতীয় পার্টির(রহমান-চান্দু) ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

পার্টির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উপদেষ্টা আহমেদ শরীফ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী।আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাপার সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওসমান চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, জাপার যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, জাপার কোষাধ্যক্ষ জিএম ইলিয়াস, আওয়ামীলীগের সদস্য নাজিম উদ্দিন আহমেদ, সদস্য রফিকুল ইসলাম, সদস্য মনির আহমেদ ও এস্টোরিয়া সোসাইটির সভাপতি আবুল বশর মিলন, বলাকা সোসাইটির সভাপতি আজহারুল হক খোকা, সদস্য আবদুল মোতালেব। আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশের শিল্পী মেরুল আহমেদ দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন এবং ১ মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়। বক্তারা বলেন, আজ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা চেয়ারম্যান নাই কিন্তু নেতার আদর্শ নিয়ে আমরা আগামী বৎসর পার্টির কাজ করে যাব। তিনি গ্রাম বাংলার গরীব শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে এই দিনে জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় পার্টির সৎ চরিত্রবান মানুষের হাতে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা কমিটি দিতে হবে।

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

NYS Tax & Multi- Services, Inc

INCOME TAX
» Individual
» Corporation
» Self-employed (UBER/LYFT/VIA/YELLOW CAB)
» Small Business
» Sales Tax
» Not for Profit Tax

ACCOUNTING
» Financial Statement
» Payroll
» Book-Keeping
» Accounting
» Auditing
» Consulting

AUTHORIZED e-file PROVIDER

BUSINESS FORMATION
» Partnership
» LLC/LLP
» C-Corporation
» S-Corporation

IMMIGRATION & FORMS
(Non-attorney)
» Green Card Renewal
» Applying for Citizenship
» Employment Authorization

MOHD. SURUZZAMAN, CA
President
Cell: 516-884-1090

72-28 Broadway, 4th Floor, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 929-418-5228, Fax : 929-208-1115
Email: nystaxmulti@gmail.com

www.jonmobhumi.com

নারী

নারী নেতৃত্বে বিশ্বে আস্থা কমছে

ঢাকা ডেস্ক, সারা বিশ্বে বড় বড় কোম্পানির নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীদের সংখ্যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এ সংখ্যা বাড়লেও গবেষণায় যে চিত্র উঠে এসেছে, তা মোটেই সুখকর নয়। গবেষণা বলছে, কর্মক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে।

গত নভেম্বরে প্রকাশিত 'দ্য রিকজাভিক ইনডেস্ক ফর লিডারশিপ' শীর্ষক গবেষণা জরিপে নারী-পুরুষ নেতৃত্বকে কীভাবে দেখা হয়, তার তুলনামূলক একটি চিত্র পাওয়া গেছে। জরিপে বলা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পাবলিক পলিসি বিজনেস-বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কান্টার পাবলিক ২০১৮ সাল থেকে এ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। তখন থেকেই দেখা যায়, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমতে শুরু করছে।

জি-৭-ভুক্ত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অর্ধেকেরও কম (৪৭ শতাংশ) উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদের দেশে বড় কোম্পানির প্রধান নির্বাহী (সিইও) হিসেবে নারী থাকায় তাঁরা বেশ আরামে কাজ করতে পেরেছেন। এর এক বছর আগেও এ হার ছিল ৫৪ শতাংশ। এখন এ দিক থেকে পুরুষেরা এগিয়ে আছেন। প্রতি ১০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন বলেছেন, কোম্পানির নারী সিইও থাকলে তাঁরা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন না।

নারী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। সারা বিশ্বে নারী রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে জনগণ। ২০২১ সালে জি-৭-ভুক্ত দেশের ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদের দেশে সরকারপ্রধান নারী থাকায় তাঁরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। কিন্তু এর আগের বছর এ হার ছিল ৫২ শতাংশ।

নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় অনেকে হতাশ হয়েছেন। আবার গবেষণার এমন ফল নিয়ে শিক্ষাবিদ ও নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা নানা তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁরা প্রায় সবাই সতর্ক করে বলেছেন, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে আস্থার ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে।

প্রথাগত স্থিতাবস্থা

সিইও হিসেবে নারীদের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশ্লেষকেরা। কিছু বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন, বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করোনা মহামারির কারণে প্রতিষ্ঠানের আচরণে পরিবর্তন এসেছে। আর এ পরিবর্তন লিঙ্গবৈষম্যের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেটসের ব্যবসন কলেজের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়র বিষয়ের অধ্যাপক ডানা গ্রিনবার্গ বলেন, করোনা মহামারির কারণে অনেক নারী কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সন্তান লালন-পালন ও ঘরের কাজে ফিরে গেছেন। এতে পুরোনো প্রথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যা নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারানোয় প্রভাব ফেলছে। এতে নারীদের প্রতি পক্ষপাত সামাজিকভাবে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

আমরা হয়তো একটি অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা খুব ভয়ের একটি সময়। ভয় আমাদের সেই নিরাপদের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে, যা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে শেখানো হয়েছে। আর এমন সময় যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের প্রসঙ্গ আসে।

ডানা গ্রিনবার্গ, ম্যাসাচুসেটসের ব্যবসন কলেজের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়র বিষয়ের অধ্যাপক

ডানা গ্রিনবার্গ বলেন, 'আমরা হয়তো একটি অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা খুব ভয়ের একটি সময়। ভয় আমাদের সেই নিরাপদের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে, যা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে শেখানো হয়েছে। আর এমন সময় যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের প্রসঙ্গ আসে।'

১৪ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে কান্টার পাবলিক সমীক্ষার বৈশ্বিক তথ্য, রিকজাভিক গ্লোবাল ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ও উইমেন পলিটিক্যাল লিডারস নেটওয়ার্কের যৌথ এক জরিপেও দেখা গেছে, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

কিছু দেশের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণও থাকতে পারে। কান্টার পাবলিকের গ্লোবাল সিইও মিশেল হ্যারিসন বলেন, 'যদি আপনি একটি জাতীয় সংলাপে নারীদের নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আলোচনা করতে যান, তাহলে এর থেকে আর আপনি কী আশা করতে পারেন?'

দ্য রিকজাভিক ইনডেস্ক ফর লিডারশিপের তথ্য বলছে, জাপান, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশে বয়স্কদের তুলনায় তরুণেরা কম প্রগতিশীল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অর্থ–এই তরুণদের নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার সম্ভাবনা অনেক কম।

গত জুনে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে গর্ভপাতের অধিকার দেওয়া প্রায় পাঁচ দশকের পুরোনো একটি আইন বাতিল করে রায় দেওয়ার বিষয়ের উল্লেখ করে মিশেল বলেন, নারীদের প্রজনন অধিকারের মতো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে যখন জনসমক্ষে প্রশ্ন করা হয়, তখন এটাই প্রমাণ হয়, তাঁর নিজের জীবনে যেকোনো কিছু করার অধিকার নেই। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নারীদের আচরণ নিয়ে নানা মন্তব্য করে বিতর্কিত হয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নারীদের নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করার প্রবণতা বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, অনলাইনে নারীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের হার গত পাঁচ বছরে বেড়েছে।

ব্রিটিশ লেখক ও গবেষক লরা বেটস তাঁর ২০২০ সালে প্রকাশিত 'মেন হু হেইট উইমেন' বইয়ে লিখেছেন, অনলাইনে বিষয়বস্তুর এমন প্রাধান্য নারীর প্রতি সহিংসতামূলক বা নারীর প্রতি সহিংসতাকে উৎসাহিত করে। এসব বিষয় দৈনন্দিন জীবনে যৌন সংস্কৃতির দিকে সরাসরি ইঙ্গিত করে।

২০২১ সালে মার্কিন সেনাদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় শিক্ষাবিদ কাইলিন হান্টার ও এমা জুয়েন দেখেছেন, যুদ্ধের জন্য দৈহিক সামর্থ্য ও নারীদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দায়ী।

যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা হোপ নট হেইটের ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স্কদের তুলনায় তরুণ প্রজন্মের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বেশি। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া তরুণদের অর্ধেক বলেছেন, নারীবাদ বিষয়টি এখন 'অনেক দূরে' চলে গেছে বলে তাঁরা অনুভব করেন। তবে দ্য রিকজাভিক ইনডেস্ক ফর লিডারশিপের তথ্য বলছে, জাপান, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশে বয়স্কদের তুলনায় তরুণেরা কম প্রগতিশীল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অর্থ–এই তরুণদের নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার সম্ভাবনা অনেক কম।

সংস্কৃতির অংশ

নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার আরেকটি তত্ত্ব হলো ক্ষমতার কেন্দ্রে অনেক বেশি নারী থাকায় নারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব আগের চেয়ে বেড়েছে।

বিশ্বের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সিইও ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ক্যাটালিস্টের ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার নির্বাহী পরিচালক অ্যালিসন জিমারম্যান বলেন, ঐতিহাসিকভাবে কর্মক্ষেত্র ও সরকার মূলত পুরুষের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর এ সংস্কৃতিও পুরুষেরা তৈরি করেছে। সংস্কৃতি বা আদর্শের ব্যতিক্রম যেকোনো কিছুতে মানুষের আস্থা কম।

২০২০ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকার প্রতি তিন পুরুষের একজন বিশ্বাস করেন, সমাজে লিঙ্গসমতার কারণে নারীদের যে লাভ হয়েছে, তা মূলত পুরুষের কারণেই হয়েছে।

২০২০ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকার প্রতি তিন পুরুষের একজন বিশ্বাস করেন, সমাজে লিঙ্গসমতার কারণে নারীদের যে লাভ হয়েছে, তা মূলত পুরুষের কারণেই হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক সেসিলিয়া হিউনজাং মো পৃথক এক গবেষণায় এমন তথ্য পেয়েছেন।

তুষারঝড়ে অতিষ্ট প্রবাসীরা এবার ভাবছে বাফেলো

বাংলদেশি সেখানে বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে থাকার বনোবস্ত করেন। গত এক সপ্তাহ ধরে ধ্বংসাত্মক তুষারঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বাফেলো শহর। ফলে নতুন করে বাফেলো ছাড়ার কথা ভাবছেন প্রবাসীরা। এ খবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস।

জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে গিয়ে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠেছিলো নিউ ইয়র্ক শহরে। প্রাত্যহিক জীবনেও ঘটছে নানান ছন্দপতন। এ কারণে সুন্দর এক জীবনের আশায় অনেকেই ছেড়ে গেছেন বিশ্বের রাজধানী খ্যাত এই নিউইয়র্ক সিটি। যারা নিউইয়র্ক ছেড়ে গেছেন, তাদের কেউ গেছেন ভিন্ন রাজ্যে, কেউ নিউইয়র্ক রাজ্যের বাফেলোতে। কিন্তু দুর্ভোগ যেন পিছু ছাড়ছে না তাদের। সেখানে গিয়ে মিলছে না ভালো কর্মসংস্থান। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব কারণে অনেকেই এখন বাফেলো ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন।

সর্বশেষ চলতি সপ্তাহে ধ্বংসাত্মক তুষারঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বাফেলো। এ পর্যন্ত ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। বাফেলোকে যুদ্ধবিদ্ধস্ত অঞ্চলের মতো দেখাচ্ছে বলে রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুল মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এবারের ঝড় বাফেলোর ইতিহাসে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হিসেবে লেখা থাকবে। প্রকৃতি তার সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত হেনেছে। তিনি আরো বলেন, বাসিন্দারা 'জীবন হুমকির' মতো পরিস্থিতিতে পড়েছেন। জরুরি যানবাহন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছুতে পারেনি, তুষারে আটকে গিয়েছিল।

এর আগে মাত্র এক মাস আগে, অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বাফেলোর জনজীবন। বরফের নিচে চাপা পড়ে পুরো শহর। প্রায় দুই সপ্তাহ অচল ছিল সেখানকার জনজীবন। ফলে যারা রোজ আয় করেন সেসব পরিবার অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েন। সেই ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই আবারো বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হলো সেখানকার বাসিন্দাদের।

RAINBOW DENTAL .PC
NABILA MANNAN .DDS
we accept all insurances,except Metroplus.

আমরা বাংলায় কথা বলি
Manager: Thomas Dulu Roy
2509. 36th Avenue
Astoria, Ny-11106
ph.718-433-0515

বাংলাদেশী ডাক্তার

SUBHASH C. SIKDER MD.DO
সুভাষ চন্দ্র শিকদার
Family Medicine Specialist
HIV Specialist
• MEDICINE • PEDIATRICS • VACCINATION • CORTISONE SHOT • SUBOXONE •
NEW OFFICE HOURS
BROOKLYN OFFICE
27 Church Avenue
Brooklyn, NY 11218
MON : 5 PM - 9 PM
TUE : 10 AM - 4 PM
WED : 5 PM - 9 PM
THU : 5 PM - 9 PM
FRI : 5 PM - 9 PM
SAT : 5 PM - 9 PM
JAMAICA OFFICE
159-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
MON : 10 AM - 4 PM
TUE : 5 PM - 9 PM
WED : 10 AM - 4 PM
THU : 10 AM - 4 PM
FRI : 10 AM - 4 PM
SAT : 10 AM - 4 PM
FOR ALL YOUR PRIMARY CARE NEED
TEL: 718-581-6454, FAX: 866-575-0181

www.jonmobhumi.com

Meghna Travel
মেঘনা : স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭ সাল থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
মেঘনা ট্রাভেলস্
বিশেষ সেল চলছে
বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশ ভ্রমণে আমরা সুলভে ১০০% কনফার্ম করে টিকেট বিক্রয় করি। ওমরাহঃ ভিসা ও হোটেল সহ
ওমরাহ

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ নিন

Tel:718-478-1920, 718-930-1494, 718-478-1830
37-66, 74 Street Suite # 2nd fl Jackson Height NY-11372

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

মোনায়েম সরকার

৬ পৃষ্ঠার পর

কাউন্সিল সম্পন্ন করা এরই অংশ। এতে পুরোনো নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেছেন সভানেত্রী শেখ হাসিনা। এ নেতৃত্বকেই আগামী নির্বাচনি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। গেল বছরের মধ্যভাগ থেকে বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো আবার রাজনীতির মাঠ গরম করতেও তৎপর হয়ে উঠেছে। বিএনপির সঙ্গে তার সবসময়ের মিত্র জামায়াতে ইসলামীসহ মৌলবাদী দলগুলো রয়েছে-প্রকাশ্যে ততটা না হলেও কৌশলে। দলটির সঙ্গে নতুন করে যোগ দিয়েছে সাবেক বাম, মধ্যবাম কিছু গ্রুপ। অনলাইনে দেশে-বিদেশে সক্রিয় একটি গোষ্ঠীও সরকারের সমালোচনা অব্যাহত রেখেছে। সমালোচনায় কারও আপত্তি হওয়ার কথা নয়, তবে অপপ্রচারে আপত্তি রয়েছে। গেল বছর আমরা লক্ষ করেছি, জনজীবনে সৃষ্টি হওয়া কিছু সমস্যা নিয়ে দেশে যেমন বিরোধী দলগুলো সক্রিয় হয়ে উঠতে চেয়েছে, তেমনি অনলাইনে সক্রিয় একটি গোষ্ঠী মেতে উঠেছে অপপ্রচারে। রিজার্ভ পরিস্থিতি ও ব্যাংক খাতের কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিয়ে তারা এত অপপ্রচার চালায়, যা মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

দেশ অচিরেই শ্রীলংকা হয়ে যাবে বলে প্রচারণা চালিয়ে অবশ্য কোনো সুফল তারা পায়নি। দেশ শ্রীলংকা হয়নি, বরং এরই মধ্যে আইএমএফের একটি মিশন এসে সরকারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হয়ে বড় অঙ্কের ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে। এটি বিদ্যমান সংকটে যত না, তার চেয়ে বেশি সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় আমাদের সহায়তা করবে। তবে একথা ঠিক, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কোনো কোনো ব্যাংককে সংকট তৈরি করছে এবং তারা দেশ থেকে অর্থ পাচারেও জড়িত। এদের দমনে প্রধানমন্ত্রীকেই উদ্যোগী হতে হবে। নতুন বছরে যত দ্রুত এ পদক্ষেপ নেওয়া হবে, ততই আস্থা ফিরে আসবে মানুষের মনে। এর প্রভাব বিরোধী দলের আন্দোলন রচনার মধ্যেও গিয়ে পড়বে। তাদের আন্দোলনের সুযোগ আসে প্রধানত সরকারের কিছু সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা থেকে এবং বাংলাদেশ ঘিরে তৎপর প্রভাবশালী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রশ্নবিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে। গেল বছর শেষে আমরা একটি প্রভাবশালী দেশের রাষ্ট্রদূতের অতি তৎপরতা দেখে চিন্তিত হয়েছি। এর প্রতিক্রিয়ায় আবার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের তৎপরতাও দেখতে পেয়েছি। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, গণতন্ত্র, নির্বাচন ও মানবাধিকারের মতো বিষয়ে বাইরের কোনো দেশের রীতিবিরুদ্ধ কথাবার্তা ও কার্যকলাপ বাংলাদেশ পছন্দ করে না। তাদের কূটনৈতিক রীতিনীতি মান্য করে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরকে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও সতর্ক থাকতে হবে। অনেকে মনে করেন, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলো পরস্পরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একটি ক্ষেত্র করে তুলতে চায় বাংলাদেশকে। বলাই বাহুল্য, দীর্ঘদিন ধরে সচেষ্ট থেকেও কার্যকর আন্দোলন রচনায় ব্যর্থ বিরোধী দল এর সুযোগ নিতে চাইবে। নতুন বছরে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে সরকারকে। এটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের জন্যও একটি পরীক্ষা। সামনে তাদের কেবল নির্বাচন নয়, সম্ভাব্য আন্দোলনও মোকাবিলা করতে হবে। বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর কোনো জনসমর্থন নেই, তা নয়। আওয়ামী লীগ নজিরবিহীনভাবে টানা তিন মেয়াদ ক্ষমতায় থাকায় তার জন্য কিছু জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা স্বাভাবিকও বৈকি। সম্প্রতি রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ভরাডুবি হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা; কিন্তু সতর্ক সংকেতও। ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে আবার পাঁচটির মধ্যে চারটিতে জিতেছে আওয়ামী লীগ।

প্রধানমন্ত্রীসহ দলের প্রথম সারির নেতারা প্রকাশ্যে একাধিকবার বলেছেন, আগামী নির্বাচন আগেকার মতো সহজ হবে না। বিরোধী দলগুলো নির্বাচনকালে যে ধরনের সরকারের দাবি জানিয়ে যাচ্ছে, তেমন ব্যবস্থা না হলেও আগামীতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন আয়োজনের দাবি আন্তর্জাতিকভাবেও জোরালো হয়ে উঠছে। সরকারও চায় সবার অংশগ্রহণে একটি অর্থবহ নির্বাচন। সে নির্বাচনে জয়ী হয়ে উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে হবে ক্ষমতাসীন দলকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ করার উচ্চাভিলাষের কথা সামনে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেটি অর্জনের জন্য স্মার্ট সরকার ও প্রশাসন প্রয়োজন হবে এবং দলকেও সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে। শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিয়োজিত থাকলে চলবে না; জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে হবে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলকে।

সংগঠনকে সচল করাসহ রাজনৈতিক কর্মসূচিভিত্তিক কাজ বাড়াতে হবে তৃণমূল পর্যন্ত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে জনগণ কেন ভোট দিয়ে আরেক দফায় ক্ষমতায় আনবে, তা স্পষ্ট করতে হবে শুধু কথায় নয়-কাজে। বিরোধী দল তাদের মনমতো নির্বাচনের দাবিতে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইলে সেটা যেমন হতে দেওয়া যাবে না, তেমনি তাদের সমালোচনা ও অপপ্রচারের যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে হবে। পাশাপাশি দুর্নীতি দমন ও সুশাসন নিশ্চিত করে জনগণকে আশ্বস্ত করতে হবে জনকল্যাণের বিষয়ে। অর্থনীতিতে যেসব সংকট রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলার পদক্ষেপও আরও জোরালো করা চাই। বেকারত্ব হ্রাস ও আয়-বৈষম্য কমিয়ে আনা গেলে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসতে সময় লাগবে না। তাতে সরকারের ওপর আস্থাও বাড়বে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত আরও শক্তিশালী হবে এতে।

মোনায়েম সরকার : রাজনীতিক ও লেখক; মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ

আফরোজা সোমা

চ্যালেঞ্জে পড়েছে। বাঁচার তাগিদে নিজেদের কনটেন্ট উপস্থাপনে প্ল্যাটফর্মে বদল আনছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ইউটিউবে, ফেসবুকে নিজেদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে। এমনকি টিভি চ্যানেলগুলোও নিজেদের নামে অনলাইনে নিউজ ওয়েবসাইট চালু করতে বাধ্য হয়েছে। পত্রিকার বাস্তবতাও তা-ই।

বলা ভালো, পত্রিকার ওপর চাপ আরও প্রবল। পত্রিকাগুলো বাঁচার তাগিদে অনলাইনে অধিক মনোযোগ দিয়েছে। অনলাইনের জন্য আলাদা টিম করেছে। ফেসবুকে নিজেদের লাইভ অনুষ্ঠান করছে। ফলে নিউ মিডিয়ার এই নয়া জামানায়, রেডিও-টিভি-অনলাইন সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

বাঁচতে হলে জানতে হবে... পরিবর্তিত বাস্তবতায় গণমাধ্যমগুলোকে টিকতে হলে জানতে হবে বাঁচার তরিকা। সেই তরিকাই বেছে নিয়েছে বিবিসি বাংলা সার্ভিস। তারা রেডিও থেকে সরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মনোযোগ দিয়েছে। এ লেখার আগেই জেনেছি, ২০০৭ সালে বাংলাদেশে সপ্তাহে প্রায় দুই কোটি শ্রোতা ছিল বিবিসির। তখন শ্রোতাসংখ্যা কেন এত বেড়ে গেল? পরে কেনই-বা কমতির দিকে গেল?

এরও স্পষ্ট কারণ আছে। ২০০৬-০৭ সালে ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকাল। রাজনৈতিক সংকট গণমাধ্যমকেও ছুঁয়েছিল। স্বাধীনভাবে সাংবাদিকদের বলার সুযোগ সংকুচিত হয়েছিল। সংকটে আবারও জনগণের তথ্য পাওয়ার নির্ভরযোগ্য উৎস হয়ে ওঠে বিবিসি বাংলা রেডিও। এর আগে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে, '৯০-এর গণ-আন্দোলনেও বিবিসি ছিল আস্থার প্রতীক।

২০০৭-এর সংকটময় সময়েও বিবিসি বাংলা সার্ভিসের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এটি কোনো বিজ্ঞাপন নেয় না। এর অর্থায়ন হয় ব্রিটেন থেকে। ফলে লাইসেন্স বাতিল করা, বিজ্ঞাপন বন্ধ করা বা জেল-জুলুমের ভয় দেখিয়ে বিবিসিকে কুপোকাতের সুযোগ ছিল না। এ সময় বিবিসি এমন সব বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করেছে, যা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পারেনি। সে জন্যই ২০০৭ সালের জরিপে বিবিসির এত শ্রোতা ছিল বলে ধারণা করা যায়।

এরপর ২০০৮ সালে নির্বাচন হলো। দেশে এল নতুন সরকার। এল আরও অনেক নতুন গণমাধ্যম। এল ২৪ ঘণ্টার সংবাদ পরিবেশনকারী চ্যানেলও। এর পাশাপাশি দাবানলের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন। ফলে সংবাদ পাওয়ার জন্য মানুষের আর সেই সকাল-সন্ধ্যার অপেক্ষা রইল না। যখন প্রয়োজন তখনই হাতের মুঠোয়, স্মার্টফোনে, সংবাদ হাজির। এই প্রতিযোগিতায় বিবিসি রেডিওর পিছিয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ২০০৭-এর পর ২০১৮ সালে বিবিসি আরেকটি শ্রোতা জরিপ করে। এই জরিপে রেডিওর শ্রোতা কমে সাপ্তাহিক ২৬ লাখে নেমে যায়। ২০১৮ এর আগেও আরও দুটি জরিপ হয়। সেগুলোতেও শ্রোতাসংখ্যা বাড়ার কোনো ইঙ্গিত ছিল না। ২০১৮ সালেই বিবিসি বাংলার টেলিভিশন অনুষ্ঠান নিয়ে একটা জরিপ করা হয়। সেই জরিপের তথ্য ছিল আশা-জাগানিয়া। জানা যায়, সে সময় বিবিসি বাংলার টেলিভিশন দর্শক ছিল ৮৫ লাখ। আরও জানা যায়, ২০২১ সালে বিবিসি বাংলার ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারকারী ছিল ৩৫ লাখের মতো। আর ২০২২ সালে বাংলাদেশে রেডিও, টিভি ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে তাদের দর্শক-শ্রোতা-পাঠকসংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ। এই বিরাট সংখ্যার মধ্যে রেডিওর শ্রোতা যে সবচেয়ে কম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।বিবিসি বাংলা রেডিওতে আমি দুই পর্বে মোট ৯ বছর কাজ করেছি। কাজ করেছি জার্মান রেডিও ডয়চে ভেলেতেও। দুটি রেডিওই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কোনো সার্ভিসই সংবাদ প্রকাশে পিছিয়ে যায়নি। মোড়ক পাল্টে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তারা বরং আরও আটঘাট বেঁধে নেমেছে।

গণমাধ্যম পণ্ডিত মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছিলেন, মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ। মানে মাধ্যমই বার্তা। প্রযুক্তির চাবুক খেয়ে সাবেকি মাধ্যমের প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রযুক্তির আশীর্বাদে অডিয়েন্স এখন আগের চেয়ে অনেক স্বাধীন। মাধ্যমও এখন একরৈখিকতা থেকে মুক্ত হতে বাধ্য। নইলে ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল শ্রোতা-দর্শককে পাওয়া যাবে না। গণমাধ্যমের দুনিয়ায় অডিয়েন্সই ঈশ্বর। ঈশ্বরের দেখা পেতে বিবিসি বাংলা রেডিও ছেড়ে পুরোপুরি ডিজিটাল হয়েছে। এতে আর ব্যথিত বা আশ্চর্য হওয়ার কী আছে!

তোফায়েল আহমেদ

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' নামে নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য অর্জন করে এবং মুসলিম লীগ সমর্থিত নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ছাত্রলীগের প্রস্তাবে ও নেতৃত্বে গঠিত 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের' চেতনাই পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে ১৯৫৪ সালের 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের ভিত্তি তৈরি করে এবং হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে মুসলিম লীগকে বিদায় দেন। নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২২টি আসনেই যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী বিজয়ী হন। যুক্তফ্রন্ট গঠনে এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরপর ১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগ গঠনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত কালে সাত বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত চেতনাবলে ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অগ্রগামী বাহিনী ছাত্রলীগের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটান। যে আদর্শ-উদ্দেশ্য ধারণ করে ছাত্রলীগের শুভ সূচনা হয়েছিল, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার মধ্য দিয়েই ছাত্রলীগের মতাদর্শিক চেতনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১৯৫৮ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে বিভিন্ন ফরমান-আদেশবলে রাজনীতি করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্তদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত, অর্থ জরিমানাসহ বিভিন্ন ধরনের দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ফলে সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় ছাত্রলীগ 'শিল্প-সাহিত্য সংঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠন করে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। ১৯৬০ সালের শুরুতে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে, বিশেষ করে শরীফ কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশনের শিক্ষানীতি, রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখতে ছাত্রলীগ সমমনা সংগঠনগুলোকে নিয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করে। পঞ্চাশের দশক থেকে বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্যে গড়ে তোলা সব আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্রলীগ। প্রতিষ্ঠাকালীন ছাত্রলীগের আদর্শ-উদ্দেশ্যতে ছিল বাংলার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার 'প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার'-এর দাবি। ১৯৬৯ সালের মহান গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা তা অর্জন করি। আমাদের অর্জিত সাফল্যের পথ ধরেই ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মহত্তর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফা এবং ছাত্রসমাজের ১১ দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ গ্রহণ করান স্বয়ং বঙ্গবন্ধু।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগের যে জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল, ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং একাত্তরের মহত্তর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ পালন করে অগ্রগামী ভূমিকা। এসব মহিমান্বিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ অর্জন করে গণতান্ত্রিক তথা নিয়মতান্ত্রিক আচরণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জয় করে নেয় বাংলার মানুষের হৃদয় আর সৃষ্টি করে ইতিহাস। সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি, নিয়মানুবর্তিতা, সংগঠনের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ সৃষ্টি করে অসংখ্য বিপ্লবী ও সংস্কৃতিবান নেতাকর্মী। ছাত্রলীগের সম্মেলন গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রতিবছর ২১ মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা ছিল। তা না হলে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির কাছে নেতৃত্ব তুলে দিতে হতো। এটাই ছিল বিধান এবং গঠনতান্ত্রিক বিধি-বিধানের অন্যথা হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকজুড়ে ছাত্রলীগ জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে শামিল হয়ে যে রাজনৈতিক আদর্শ ও চেতনা অর্জন করেছিল তা সংরক্ষণ, লালন ও অব্যাহত চর্চা সময়ের দাবি।

আজ অতীতের সেই সোনালি দিনগুলোর দিকে যখন ফিরে তাকাই, স্মৃতির পাতায় দেখি সেদিনের ছাত্রলীগ ছিল বাংলার গণমানুষের অধিকার আদায়ের মুজিব আদর্শ প্রতিষ্ঠার ভ্যানগার্ড। আমি ছাত্রলীগের একজন কর্মী ছিলাম বলে গর্ববোধ করি। সংগঠনের কর্মী হিসেবে ছাত্রলীগ আমাকে মুজিব আদর্শ ধারণ করে রাজনীতি করার পথই শুধু উন্মুক্ত করে দেয়নি, সেই সঙ্গে দেশসেবার ও দেশ গঠনের মহতী কর্মে আজীবন প্রয়াসী থাকার সুযোগ অবারিত করে দিয়েছে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের আজ একটি কথাই বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, এই সংগঠনের অতীত গৌরবময়, এর বর্তমানকে করে তুলতে হবে আরো তাৎপর্যপূর্ণ, আর ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের গড়ে তুলতে হবে প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে। ছাত্রসমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নির্লোভ ত্যাগী শক্তি বলে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রী মহল তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার নানা ষড়যন্ত্র করেছে। দুইবারের সামরিক শাসন মাদক, অস্ত্র আর অর্থ ঢেলে ছাত্রসমাজের চরিত্র হননের চেষ্টা করেছে। আমি বিশ্বাস করি, ছাত্রলীগসহ অপরাপর সমমনা প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলো এই কুৎসিত ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদের রক্ষা করে ছাত্র আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

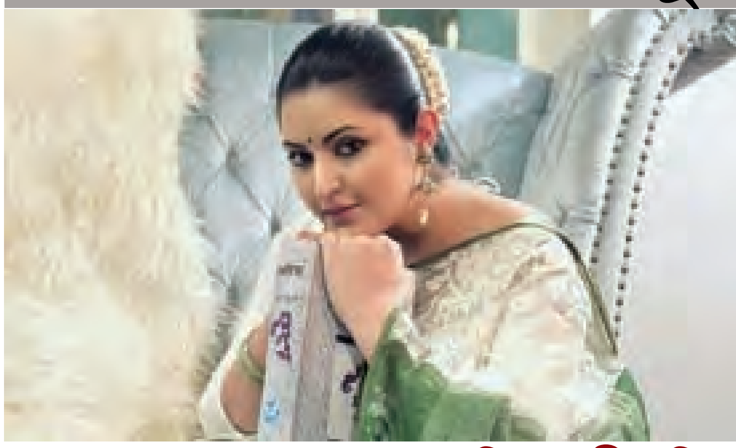

দেখা হবে ২০ জানুয়ারি: পরীমনি

ঢাকা, ঢাকাই সিনেমার আলোচিত নায়িকা পরীমনি। সংসার ভাঙার খবর দিয়ে বছরের শেষ দিন আলোচনায় ছিলেন তিনি।

ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইলে এক স্ট্যাটাসে পরীমনি বলেন, 'হ্যাপি থার্টিফার্স্ট এভরিওয়ান। আমি আজ রাজকে আমার জীবন থেকে ছুটি দিয়ে দিলাম এবং নিজেকেও মুক্ত করলাম একটা অসুস্থ সম্পর্ক থেকে। জীবনে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার থেকে জরুরি আর কিছুই নেই।'

এদিকে সংসার ভাঙার জোরালো ইঙ্গিতের মধ্যেই শুভাকাঙ্ক্ষীদের সুখবর দিলেন পরীমনি। সিয়াম-পরী অভিনীত 'অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন' সিনেমার খবর দিলেন তিনি।

বুধবার এক স্ট্যাটাসে পরীমনি লিখেন, শুভ সকাল!

আমাদের #অ্যাডভেঞ্চারঅবসুন্দরবনের প্রধান দর্শকরা অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য। দেখা হবে সিনেমা হলে আসছে ২০ জানুয়ারি।

শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন'। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা 'রাতুলের দিন, রাতুলের রাত' উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি বানিয়েছেন আবু রায়হান জুয়েল।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সিয়াম-পরী অভিনীত 'অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন' সিনেমার 'সারেং ছাড়া জাহাজ চলে' গানটি বঙ্গবিডির ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়।

গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বাউল শফি মণ্ডল। কথা লিখেছেনচ্চ গত বছর প্রয়াত পুলিশ সুপার ও গীতিকার দেওয়ান লালন আহমেদ এবং সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন ইমন চৌধুরী।

আমি তোমাকে অসংখ্যভাবে অসংখ্যবার ভালোবেসেছি: মিম

ঢাকা, ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। ২০২২ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি বিয়ে করেছেন ব্যাংক কর্মকর্তা সনি পোদ্দারকে। আজ তার প্রথম বিবাহবার্ষিকী। তাই বিশেষ দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন তারা।

প্রথম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাত আড়াইটার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন মিম।

সেখানে তিনি লিখেছেনচ্চ চোখের পলকেই কেটে গেল বিয়ের এক বছর। যদিও আট বছরের ভালোবাসা, কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিন মাত্র দেখা হলো।

তিনি লিখেনচ্চ আমি তোমাকে অসংখ্যভাবে অসংখ্যবার ভালোবেসেছি। তাও তোমার সঙ্গে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত আমার কাছে প্রথমের মতোই নতুন লাগে। এমনি সুন্দর, স্নিগ্ধ আর নতুন থাকুক আমাদের জীবন।

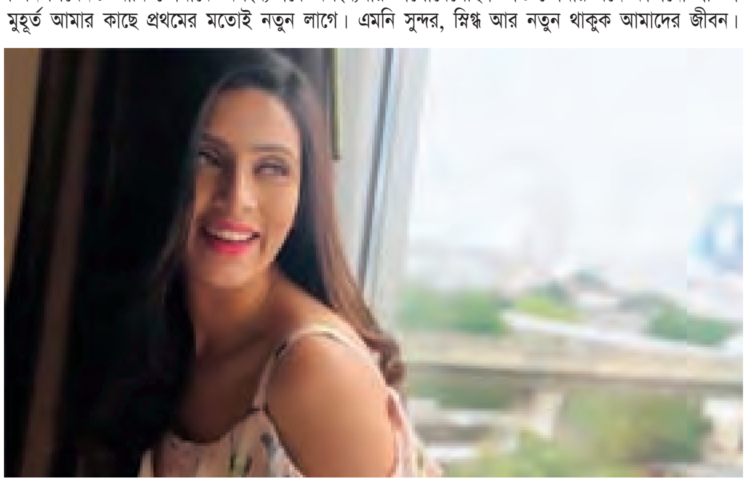

আমাকে এভাবেই আগলে রেখো সবসময়।

হ্যাপি ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি, লাভ!

এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে দুবাই যান তারা। সনি ও মিমের সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন। সেখানেই তারা থার্টিফার্স্ট নাইট ও নববর্ষ উদযাপন করেছেন।

তুনিশার মৃত্যু রহস্যে বেরিয়ে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য!

ঢাকা ডেস্ক, অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার আত্মহত্যার তদন্তে নতুন তথ্য সামনে এসেছে। তুনিশার মৃত্যুর ঘটনায় তার সাবেক প্রেমিক সেজান খান এখন রয়েছেন জেলে।

সেজানের আইনজীবীর দাবি– তুনিশার সঙ্গে তার পরিবারের সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না। এতদিন যে ব্যক্তি নিজেকে তুনিশার মামা বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন, তিনি তার আসল মামা নন।

সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে ওই আইনজীবী বলেন, সঞ্জীব কৌশল নামে যে ব্যক্তি নিজেকে তুনিশার মামা

বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন, তিনি অভিনেত্রীর আত্মীয় নন।

এই সঞ্জীব কৌশলের সঙ্গে তুনিশার মা বনিতা মিশ্রের 'সম্পর্ক' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী। সেজানের আইনজীবীর প্রশ্ন– সঞ্জীব কৌশল তুনিশার আত্মীয় নন। তা হলে তিনি কেন নিজেকে তার মামা বলে দাবি করে আসছেন? বনিতা ও কৌশলের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক কী?

তিনি আরও বলেন, বনিতা একবার মেয়েকে চড় মেরেছিলেন। মেয়েকে শ্বাসরোধ করারও চেষ্টা করেছিলেন।

শৈলেন্দ্র বনিতা শর্মার করা 'লাভ জিহাদের' অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, তদন্তকারী দল সেজান ও তুনিশার মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথন পরীক্ষা করেছে। তাতে তারা সন্দেহজনক কিছু পাননি। সেজানের বোন তথা অভিনেতা ফলক নাজও তুনিশার মায়ের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন তার ভাই বা তার পরিবারের কেউ তুনিশাকে ধর্ম পরিবর্তন করতে জোর করেননি। এমনকি বোরকা পরতেও বাধ্য করেননি। তার দাবি, তুনিশা একটি শুটিংয়ে বোরকা পরেছিলেন। সেটি দিয়েই কেউ কেউ এমন ভুয়া দাবি করেছেন। এখন কে এই সঞ্জীব কৌশল, তার সঙ্গে মৃত অভিনেত্রীর মায়ের সম্পর্ক ঠিক কী, এ নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

প্রেমিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের ১৫ দিন পর, গত ২৪ ডিসেম্বর সিরিয়ালের সেটে আত্মহত্যা করেন তুনিশা। যদিও একে 'আত্মহত্যা' বলে মানতে নারাজ তুনিশার মা। তার দাবি, প্রেমিক তথা সহঅভিনেতা সেজানই তুনিশার মৃত্যুর জন্য দায়ী। তার দাবি, মাদক সেবন করতেন অভিনেতা। একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে থেকে তুনিশাকে ঠকিয়েছেন তিনি।

'অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি করে ক্লান্তিতে ভুগেছি কাউকে বলিনি'

ঢাকা ডেস্ক, ক্যারিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীনই মা হওয়ার সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আলিয়া ভাট। এজন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই রণবীরের স্ত্রীর।

তিনি জানিয়েছেন, সন্তান জন্মের জন্য যদি কাজ কমে আসে তাহলে কিচ্ছু যায় আসে না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটি বলেন তিনি।

গত বছরের এপ্রিলে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন রণবীর-আলিয়া। জুন মাসের শেষে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা প্রকাশ্যে আনেন এই অভিনেত্রী।

রাহাকে গর্ভে নিয়েই দিনরাত শুটিং করেছেন আলিয়া। সেই স্মৃতিচারণ করে বম্বে টাইমসকে আলিয়া বলেন, আমি নিজেকে কখনো আটকে রাখি না, যদি না আমার পক্ষে শারীরিকভাবে সেটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমি অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম, তাই নিঃসন্দেহে কিছু সীমাবদ্ধতা তো ছিলই।

তিনি আরও বলেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রতিটা দিন আমার কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল, নিজের শরীরের কথা আমি শুনতাম খুব ভালোভাবে। কাজটা আমার কাছে খুব জারুরি, কিন্তু সেই সময় নিজের শরীর এবং আমার হবু সন্তানই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাটা আমার কাছে কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু শুরুর কয়েকটা সপ্তাহ খুব সমস্যায় পড়েছিলাম।

গত নভেম্বরে কন্যাসন্তান রাহার জন্ম দেওয়া আলিয়া আরও বলেন, তখন ঘনঘন বমি বমি ভাব আর মারাত্মক ক্লান্তি ঘিরে ধরেছিল; কিন্তু শুরুর ১২ সপ্তাহ অন্তঃসত্ত্বা নিয়ে কাউকে কিছু বলতে নেই, তাই তো? সেজন্যই এই সুখবরটা আমাকে নিজের মধ্যেই চেপে রাখতে হয়েছিল, আর আমি নিজের শরীরের কথা শুনছিলাম।

অঙ্কুশকে ভুলে নতুন কার প্রেমে মজেছেন ঐন্দ্রিলা?

ঢাকা, ৪ জানুয়ারি : টালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হলেন অঙ্কুশ হাজরা ও ঐন্দ্রিলা সেন। গত ১০ বছর ধরে চুটিয়ে প্রেম করছেন এ জুটি। একসঙ্গে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন তারা। দেখেছেন একে অপরের বাস্তবতা। কাটিয়েছেন অনেক ভালো সময়। কিন্তু এরই মধ্যে কি হলো। অভিনেত্রীর ফোনের মেসেজ দেখে রীতিমতো ক্ষেপে গিয়েছিলেন অঙ্কুশ।

তবে শুধু ফোনের মেসেজ নয়, অন্য একজনকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন অভিনেত্রী এ সম্পর্কে থাকাকালীন। ভাবছেন এত ভালো সম্পর্ক এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় নানান সুন্দর পোস্টের মাঝে এসব আবার কী?

গত বছর তারা মালদ্বীপ গিয়েছিলেন। তখন ছিল করোনার সময়। যাওয়ার সময় তারা কোভিড টেস্ট করিয়েছিলেন, ফেরার সময়ও। তবে ফেরার পথে টেস্ট করাতে গিয়ে অভিনেত্রীর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তখন তাদের বাধ্য হয়ে ২৩ দিন ওখানে থাকতে হয়। আর সেই সময়ই তিনি অন্য একজনের প্রেমে পড়েছিলেন অঙ্কুশকে ভুলে।

নিশ্চয়ই ভাবছেন কে যার প্রেমে ঐন্দ্রিলা পড়েছিলেন? তা হলে তিনি কোনো মানুষ নন। বরং একটি বিড়ালের প্রেমে পড়েছিলেন। হ্যাঁ, অভিনেত্রী সেখানে একটি বিড়াল পুষেছিলেন। আর তাকেই তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন ভীষণ রকম। এই কথা অভিনেত্রী স্বয়ং জানিয়েছিলেন। এ কথা অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা দুজনের ভক্তরাই জানেন যে তারা পশুপ্রেমী। আর মালদ্বীপ গিয়েও তারা একটি বিড়ালকে পেয়ে যান। তাকেই তারা পোষ মানান।

আগামীতে অঙ্কুশের নতুন ওয়েব সিরিজ শিকারপুর মুক্তি পেতে চলেছে। এটাই অভিনেতার প্রথম ওয়েব সিরিজ। অন্যদিকে ঐন্দ্রিলাকে দেখা যাবে সাজঘরে। এ ছাড়া শ্বেতকালী ওয়েব সিরিজেও তাকে দেখা যেতে পারে। সেখানে তার সঙ্গে দেখা যাবে সৌরভ চক্রবর্তী এবং সাহেব ভট্টাচার্যকে। জি ফাইভে মুক্তি পেতে চলেছে এই ওয়েব সিরিজ। ফলে তারা যে বর্তমানে তাদের দুজনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সেটি বলাই বাহুল্য।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant
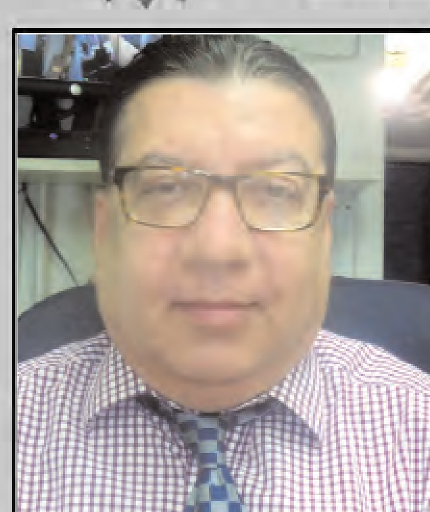
We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.
IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC
150-28 Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

আল নাসরে যোগ দিয়ে যা বললেন রোনাল্ডো

ঢাকা ডেস্ক, আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে বরণ করে নেওয়ার দিন রোনাল্ডোর বয়স যে ৩৭ সেটি বোঝাই যাচ্ছিল না।

মঙ্গলবার রাতে রোনাল্ডোকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসর। এর পরই সংবাদ সম্মেলনে রোনাল্ডো ঘোষণা করেন, 'ইউরোপে আমার অভিযান শেষ। সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব ক্লাবেই খেলেছি। এখানে ভালো লাগছে। সৌদি আরবের মানুষ চমৎকার।'

ক্লাবটির মাঠ মরসুল পার্কে এদিন ২৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে ভক্তরা তাল মিলিয়ে 'রোনাল্ডো, রোনাল্ডো' ধ্বনি তুলে তাকে বরণ করে নিয়েছে।

এর পর একজন এক নারী সঞ্চালক আনুষ্ঠানিক এ সংবাদ সম্মেলন শুরু করেন। সৌদির এ ক্লাবে যোগ দেওয়া নিয়ে রোনাল্ডো বলেন, 'ইউরোপে অনেক সুযোগ পেয়েছি। ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও পর্তুগাল থেকেও ডাক পেয়েছি। তবে আমার জন্য এটি এক বড় সুযোগ। নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাবকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছি। এ সিদ্ধান্তটি নিতে পেরে আমি খুব গর্বিত। পরিবার সবসময় আমার পাশে ছিল। আর লোকে কে কি বলল তা নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি।'

রোনাল্ডো আরও বলেন, 'আমি অনন্য খেলোয়াড়। আমি ওখানে (ইউরোপ) সব রেকর্ড ভেঙেছি। এখানেও কিছু রেকর্ড ভাঙতে চাই। কোচ চাইলে (ক্লাবের) আমি পরের ম্যাচেই মাঠে নামতে প্রস্তুত।'

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচ জয়ে বছর শুরু ভারতের

ঢাকা ডেস্ক, শ্রীলংকার বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে জয় পেল ভারত। বছরের শুরুতে পাওয়া এই জয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০তে এগিয়ে গেল স্বাগতিকরা।

মঙ্গলবার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড় স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৬২ রান করে স্বাগতিক ভারত।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৬৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় শ্রীলংকা। দলের কঠিন পরিস্থিতিতে হাল ধরেন অধিনায়ক দাসুন শানাকা। ষষ্ঠ উইকেটে হাসারাঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে ২৩ বলে ৪০ রানের জুটি গড়েন তিনি। ১০ বলে ২১ রানে ফেরেন হাসারাঙ্গা।

এরপর শানাকার ব্যাটে জয় দেখছিল শ্রীলংকা। জয়ের জন্য শেষ দিকে ২১ বলে শ্রীলংকার প্রয়োজন ছিল ৩৪ রান। সেই অবস্থায় বাউন্ডারি হাঁকাতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন শানাকা। তার আগে ২৭ বলে তিন চার ও তিন ছক্কায় ৪৫ রান করেন শ্রীলংকান এই অধিনায়ক।

শানাকা আউট হওয়ার পর মহিশ থাকছেনা, কাসুন রাজিথারা যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেননি চামিকা করুনারত্নেকে। যে কারণে তীরে গিয়ে তরী ডুবে শ্রীলংকার। ২০ ওভারে ১৬০ রানে অলআউট হয় তারা। ১৬ বলে ২৩ রানে

অপরাজিত থেকেও দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন চামিকা করুনারত্নে। ২ রানের জয়ে বছর শুরু করে ভারত।

এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে সময়ের ব্যবধানে উইকেট হারায় ভারত। ৯৪ রানে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন অধিনায়ক পান্ডিয়া। তার বিদায়ে মনে হয়েছিল বেশিদূর যেতে পারবে না ভারত।

কিন্তু ষষ্ঠ উইকেটে দিপক হুডার সঙ্গে রীতিমতো ব্যাটিং তাণ্ডব চালান বাঁ-হাতি স্পিনার আকসার প্যাটেল। তারা ৩৫ বলে ৬৮ রানের জুটি গড়েন। ম্যাচে এটাই সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ।

দিপক হুডা ২৩ বলে এক চার আর ৪টি ছক্কার সাহায্যে দলীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন। ২০ বলে তিন চার আর এক ছক্কায় ৩১ রান করেন আকসার প্যাটেল। তাদের কল্যাণেই ১৬২/৫ রানের রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে ভারত।

মেসিকে না পেয়ে রোনালদোকে নিল সৌদির ক্লাব

ঢাকা ডেস্ক, লিওনেল মেসির অধিনায়কত্বে ৩৬ বছরের শিরোপার খরা কাটায় আর্জেন্টিনা। দেশকে বিশ্বকাপ উপহার দিয়ে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মেসি।

আর্জেন্টাইন এই সুপারস্টারকে নিতে চেয়েছিল সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসের; কিন্তু বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের সঙ্গে চুক্তি করতে না পেরে পর্তুগালের তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে নেয় আল নাসের।

ক্লাবটির কোচ রুডি গার্সিয়া বলেন, প্?থমে আমরা মেসিকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। মেসিকে না পাওয়ায় রোনালদোকে নেওয়া হয়।

একাধিক মিডিয়া রিপোর্টে বলা হচ্ছে- পর্তুগালের অধিনায়ক রোনালদো সৌদি আরবের ক্লাব থেকে বছরে ২০০ মিলিয়ন ডলার পাবেন।

সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তিসই করার পর রোনালদো বলেছেন, অন্য এক দেশে নতুন এক ফুটবল অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকতে চেয়েছিলাম। আমি ভাগ্যবান যে ইউরোপিয়ান ফুটবলে সমস্ত কিছুই আমার জেতা হয়ে গিয়েছে। এখনই এশিয়ান ফুটবলে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সেরা সময়।

বিপিএলে খেলতে আসছেন না আফ্রিদি

ঢাকা ডেস্ক পাকিস্তানি পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকে দলে ভিড়িয়েছিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। তবে বিপিএল শুরুর আগেই দুঃসংবাদ কুমিল্লার জন্য। সেই আফ্রিদিকে পাচ্ছে না দলটি। কারণ হাঁটুর ইনজুরি থেকে এখনো সেরে উঠতে পারেননি তিনি।

গত বছরের জুলাইয়ে শ্রীলংকার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলার মাঝে হাঁটুতে চোট পান আফ্রিদি। এর পর প্রায় সাড়ে তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল তাকে। সবশেষ নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচে আবারও সেই হাঁটুতে চোট পান তিনি। এর পর থেকেই এখনো মাঠের বাইরে আছেন তিনি।

সবশেষ আফ্রিদির ইনজুরি আপডেট নিয়ে সোমবার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেখানে জানিয়েছে সোমবার থেকেই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন সময়ের অন্যতম সেরা এই পেস বোলার।

পাকিস্তান বোর্ডের সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'করাচিতে জাতীয় দলের মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে সোমবার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করবে শাহিন আফ্রিদি। এর মধ্য দিয়ে যেমন শাহিনের সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়া যাবে, তেমনি মেডিকেল স্টাফরা তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং তার ফেরার প্রক্রিয়া মসৃণ করে তোলায় সহায়তা করতে পারবেন।'

সৌদি পৌঁছেছেন রোনাল্ডো

ঢাকা ডেস্ক,সৌদি আরবে এসে পৌঁছেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একটি বিশেষ বিমানে করে সোমবার মধ্যরাতে রিয়াদে এসে পৌঁছান আল নাসরে যোগ দেওয়া এ পর্তুগিজ তারকা।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন বান্ধবী ও সন্তানরা। ২২১৩ কোটি টাকার চুক্তিতে ৯ বারের সৌদি লিগ চ্যাম্পিয়ন আল নাসরে যোগ দিয়েছেন রোনাল্ডো। তাকে মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবে সৌদি ক্লাবটি। খবর

আলজাজিরার।

সৌদিতে পৌঁছে রোনাল্ডো উঠেছেন একটি বিলাসবহুল হোটেলে। রোনাল্ডোর সঙ্গে আছে তার সহকারীদের বিশাল বহর, সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ফার্মও। তাদেরও ঠিকানা হয়েছে সেই হোটেলেই।

কাতার বিশ্বকাপের ঠিক আগে এক সাক্ষাৎকারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ ও কর্তাব্যক্তিদের ধুয়ে দিয়েছিলেন তিনি।ইউনাইটেড অধ্যায়টা কার্যত সেখানেই শেষ হয়ে যায় তার। এর পর 'দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে' রোনাল্ডোর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে ইউনাইটেড।

রোনাল্ডো বিশ্বকাপ শেষ হতেই পাড়ি জমালেন সৌদি ক্লাব আল নাসরে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় ক্লাবটির ঘরের মাঠ মরসুল পার্কে প্রায় ২৫ হাজার দর্শকের সামনে রোনাল্ডোকে হাজির করা হবে।

ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে ইউরোপীয় ফুটবল তারকাদের মধ্যপ্রাচ্যে আসাটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। জাভি হার্নান্দেজ, পেপ গার্দিওলা, জর্জ উইয়াহর মতো তারকারাও ক্যারিয়ার-সায়াহ্নে এসেছেন মধ্যপ্রাচ্যে। তবে এ তালিকায় রোনাল্ডো যে সবচেয়ে বড় নাম।

বান্ধবীর কাছ থেকে গাড়ি উপহার নিয়ে বিতর্কে রোনালদো

ঢাকা ডেস্ক, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ক্রিসমাসে বান্ধবীর কাছ থেকে উপহার হিসেবে রোলস রয়েস গাড়ি পেয়েছেন। সেই গাড়ির দাম ২ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড, বাংলাদেশি মুদ্রায় তিন কোটি ১৯ লাখ টাকা।

বান্ধবীর কাছ থেকে পাওয়া সেই উপহার নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। স্পেনের রাজনীতিবিদ মিগুয়েল আঞ্জেল

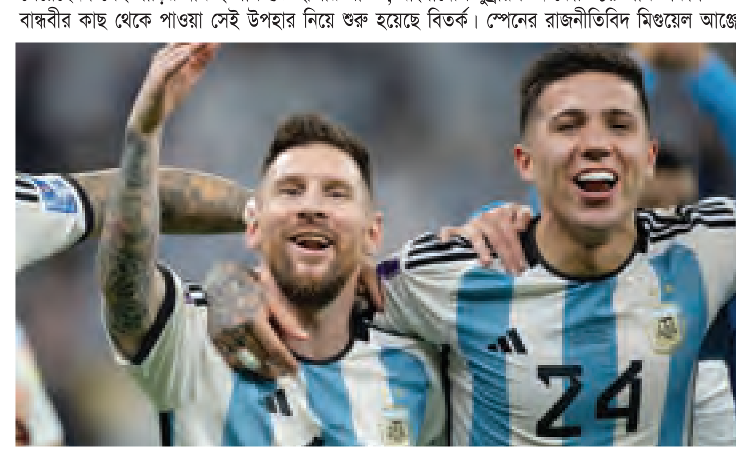

রেভিয়া বলে দিলেন- এই উপহার যৌন-অশ্লীলতায় পূর্ণ।

স্প্যানিশ টিভি মাস ভায়ে তারদেতে স্প্যানিশ রাজনীতিবিদ জানিয়েছেন, দেশে এখন মুদ্রাস্ফীতির কারণে আর্থিক অবস্থা শোচনীয়।

তিনি বলেন, আমার মনে হয় এ উপহার যৌন-অশ্লীলতায় পূর্ণ। বর্তমানে মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে, এমন অবস্থায় মানুষ যদি টিভিতে এরকম খবর দেখে, তা নৈতিকভাবে ঠিক নয়। এমন মানসিকতা দেখে মনে হয় ওরা পর্নো-ব্যবহার করছেন।

কয়েক দিন আগেই জর্জিনা রদ্রিগেজ রোনালদোকে দেওয়া সেই বহুমূল্যের উপহারের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে- রোনালদো নিজের সন্তানদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নতুন গাড়িতে উঠছেন। পরে রোনালদোর বান্ধবীকে ধন্যবাদ জানান এই উপহারের জন্য।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
VOL. 23, No. 42, Thursday 05 January 2022, Weekly Janmobhumi

রান্নাবান্না

শীতে স্যুপের উষ্ণতা

এই শীতে সকালে বা বিকেলে স্যুপে পেতে পারেন আরামদায়ক উষ্ণতা। আর শীতের সবজি দিয়ে স্যুপ হলে জমবে ভালো। স্বাদ ও পুষ্টি দুই-ই হলো। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী অসিত কর্মকার সুজন

পাপায়া

উপকরণ

কাঁচা পেঁপে কুচি ২৫০ গ্রাম, রসুন কুচি দুই চা চামচ, আদা কুচি এক চা চামচ, মাখন দুই টেবিল চামচ, ক্রিম আধাকাপ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, ভেজিটেবল স্টক চার কাপ এবং লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. একটি প্যানে এক টেবিল চামচ মাখন গলিয়ে এতে কাঁচা পেঁপে, রসুন ও আদা কুচি সামান্য লবণ দিয়ে নেড়ে স্টক দিন।

২. সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ব্লেন্ড করে ক্রিম মিশিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ক্যারট

উপকরণ

গাজর কুচি ৩০০ গ্রাম, রসুন কুচি দুই চা চামচ, আদা কুচি এক চা চামচ, মাখন দুই টেবিল চামচ, ক্রিম আধাকাপ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, ভেজিটেবল স্টক চার কাপ এবং লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. একটি প্যানে এক টেবিল চামচ মাখন গলিয়ে এতে গাজর, রসুন ও আদা কুচি সামান্য লবণ দিয়ে নেড়ে স্টক দিন।

২. সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ব্লেন্ড করে ক্রিম মিশিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

কলিফ্লাওয়ার

উপকরণ

ফুলকপি কুচি ৪৫০ গ্রাম, রসুন কুচি দুই চা চামচ, আদা কুচি এক চা চামচ, মাখন দুই টেবিল চামচ, ক্রিম আধা কাপ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, ভেজিটেবল স্টক চার কাপ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. একটি প্যানে এক টেবিল চামচ মাখন গলিয়ে এতে ফুলকপি, রসুন ও আদা কুচি সামান্য লবণ দিয়ে নেড়ে স্টক দিন।

২. সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ব্লেন্ড করে ক্রিম মিশিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গ্রিন ভেজিটেবলস

উপকরণ

পালংশাক ১০০ গ্রাম, ব্রকলি ৫০ গ্রাম, বরবটি ৫০ গ্রাম, মাখন এক টেবিল চামচ, রসুন কুচি এক চা চামচ, আদা কুচি আধা চা চামচ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া এক চা চামচ, লেবুর রস দুই টেবিল চামচ, ভেজিটেবল স্টক চার কাপ, কর্নফ্লাওয়ার দুই চা চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. সসপ্যানে পানি গরম করে সবজিগুলো এক মিনিট রেখে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে রাখুন।

২. সাধারণ তাপমাত্রায় এলে পানি ঝরিয়ে ব্লেন্ড করে নিন।

৩. অন্য সসপ্যানে মাখন গলিয়ে আদা ও রসুন কুচি এবং ভেজিটেবলস পেস্টসহ বাকি সব উপকরণ দিয়ে নাড়তে থাকুন। বলক এলে কর্নফ্লাওয়ার ও সামান্য পানি দিয়ে মিশিয়ে নেড়ে দিন।

৪. স্যুপ কিছুটা ঘন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ক্রিম অব পাম্পকিন

উপকরণ

মিষ্টিকুমড়া কুচি ৪০০ গ্রাম, রসুন কুচি দুই চা চামচ, আদা কুচি এক চা চামচ, মাখন দুই টেবিল চামচ, ক্রিম আধা কাপ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, ভেজিটেবল স্টক পাঁচ কাপ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. একটি প্যানে এক টেবিল চামচ মাখন গলিয়ে এতে মিষ্টিকুমড়া, রসুন ও আদা কুচি সামান্য লবণ দিয়ে নেড়ে স্টক দিন।

২. সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ব্লেন্ড করে ক্রিম মিশিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ভুনা খিচুড়ি

উপকরণ

পোলাওয়ের চাল ৪ কাপ, মটরশুঁটি ১ কাপ, মুগডাল (ভাজা) ২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা আধা টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৮/১০টি, এলাচ ৪/৫টি, দারচিনি ২ ইঞ্চি ৪ টুকরা, তেজপাতা ৩/৪টি, লবঙ্গ ৪/৫টি, আস্ত্র গোলমরিচ ৪/৫টি, লবণ স্বাদমতো, ঘি আধা কাপ, তেল কোয়ার্টার কাপ, গরম পানি ১২ কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১.মুগডাল ভেজে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখুন ২ ঘণ্টা। চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে নিন। এবার ডাল, চাল পানি ঝরিয়ে নিন।

২.একটি মোটা তলার হাঁড়ি বা সসপ্যানে ঘি ও তেল ঢেলে দিন। এবার পেঁয়াজ কুচি ও তেজপাতা দিয়ে ভাজুন।

৩.বাদামি রং ধারণ করলে আদা, রসুন বাটা ও গুঁড়া মসলা, আস্ত গরম মসলা ও ২ টেবিল চামচ পানি দিয়ে কষিয়ে নিন।

৪.এবার কষানো মসলায় ডাল, চাল ও মটরশুঁটি দিয়ে ৭/৮ মিনিট ভেজে গরম পানি ও লবণ দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন।

৫. চাল পানি সমান সমান হয়ে গেলে কাঁচা মরিচ দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন।

৬.আঁচ কমিয়ে মৃদু আঁচে ২০ মিনিট রাখুন। এ সময় হাঁড়ির নিচে একটি তাওয়া দিয়ে তার ওপর হাঁড়ি বসিয়ে দিন।

৭.নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

বুকো পানদান

উপকরণ

স্পেগেটি আধা কাপ, মেকারনি আধা কাপ, সাগু দানা আধা কাপ, ঘন ক্রিম আধা কাপ, হুইপড ক্রিম ১ কাপ, কন্ডেন্সড মিল্ক ২ টেবিল চামচ, আইসিং সুগার ১ টেবিল চামচ, আগার আগার ১ টেবিল চামচ, চিনি ২ টেবল চামচ, এডিবল সবুজ রং ৬ ফোঁটা।

যেভাবে তৈরি করবেন

১.প্রথমে স্পেগেটি, মেকারনি ও সাগু দানা আলাদা সিদ্ধ করে সবুজ রং মিশিয়ে রাখুন।

২.আগার আগারের সঙ্গে চিনি ও সবুজ রং মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে ঘন হয়ে এলে জেলো জমানোর জন্য একটি পাত্রে ঠাণ্ডা হতে দিন।

৩.হেভি ক্রিম, হুইপড ক্রিম, কন্ডেন্সড মিল্ক, আইসিং সুগার মিশিয়ে খুব ভালো করে হুইপড করে নিন।

৪. হুইপড করা মিশ্রণের সঙ্গে সিদ্ধ করা স্পেগেটি, মেকারুন, সাগু দানা, টুকরা করা জেলো দিয়ে হালকা এপিঠ-ওপিঠ মিশিয়ে ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করুন।

বেটেল লিফ আইসক্রিম

উপকরণ

মিষ্টি পান ৪টি, তরল দুধ ১ কেজি, আইসক্রিম পাউডার ৩ টেবিল চামচ, হুইপড ক্রিম ১ কাপ, আইসিং সুগার ১/২ কাপ, এলমন্ড বাদাম ১ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

১. প্রথমে অল্প একটু তরল দুধ দিয়ে পানগুলোকে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এরপর পুরো রসটা ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন।

২. তরল দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে এতে আইসক্রিম পাউডার ও ছেঁকে রাখা পানের রস মিশিয়ে আরো কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে নামিয়ে নিন।

৩. এতে আইসিং সুগার দিয়ে হুইপিং ক্রিম মিশিয়ে ৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে নামিয়ে পুরো মিশ্রণ উল্টেপাল্টে আবার ৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখলেই হয়ে গেল পানের রসে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আইসক্রিম।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

NEW YORK DIABETES & ENDOCRINE WELLNESS CENTER

ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রাইন (হরমোন)
স্পেশালাইষ্ট চিকিৎসা করা হয়

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের রাজধানী খ্যাত
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্র থেকে সেবা প্রধান করি।

Dr. Kaushik Mandal , MD
affiliated with Mount Sinai, South Nasssau, Jamaica Hospital Medical center
Faculty attending endocrinologist at Nassau University Medical Center

Queens: 70-17 37th avenue, Jackson Heights NY 11372
Long Island: 230 Hilton Avenue Suite 106, Hempstead NY 11550
Ph: 516-666-4112
Fax: 516-666-4115
Web: www.nydewc.com
Office email: contact@nydewc.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

প্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ

ইলাইহি রাজিউন। গত রোববার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে (হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত সপ্তাহে নিউ ইয়র্কের ওজনপার্কের বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি কিডনি সমস্যাসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি স্ত্রী ও চার সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মাইন উদ্দিন আহমদের পৈতৃক নিবাস নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার ভীমপুর গ্রামে। দীর্ঘ পেশাগত জীবনে তিনি ডেইলি নিউ নেশন, বাংলাদেশ অবজারভার ও ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় কাজ করেছেন। তিনি বিএফইউজের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন একাধিকবার। নিয়মিত কবিতা ও ছড়া লিখতেন। তার উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : পদভাবে জাগ্রত সিঁড়ি, গোমল ওইলো হাক, অন্যত্র চলো, পরাবাস্তবতা এবং কবিতার সিঁড়ি প্রভৃতি।

জাতীয় প্রেস ক্লাব সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ও সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান এক বিবৃতিতে ক্লাবের সিনিয়র সদস্য মাইন উদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। নেতৃবৃন্দ মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির শোক

বিশিষ্ট সাংবাদিক, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব অন্যতম সদস্য এবং নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার নিয়মিত কলামিস্ট মাইন উদ্দিন আহমেদ আর নেই। ১ জানুয়ারী রোববার দিবাগত রাত ১১টা ২৯ মিনিটে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। গত সপ্তাহে ওজনপার্কের বাসায় অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি কিডনী সমস্যা সহ নানাবিধ শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলে। তার পুত্র রিয়াজ আহমেদ মাইন উদ্দিন আহমেদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

প্রবীণ এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা গভীর শোক এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

এক শোকবার্তায় মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনায় সকল প্রবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ। সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ সকলের কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, রাব্বুল আলামিন তাকে যেন জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন এবং তার পরিবারকে এই শোক সইবার ধৈর্য দান করেন। সোসাইটির পক্ষ থেকে তার পরিবারের যে কোন প্রয়োজনে পাশে থাকার কথা জানান তারা।

এদিকে সাপ্তাহিক জন্মভূমির সম্পাদক রতন তালুকদার এক বিবৃতিতে মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

যুক্তরাষ্ট্র রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দিচ্ছে?

এটি আরো অনেক আগেই সম্ভব হতো। বঙ্গবন্ধু'র খুনিদের ফেরত নিতে উৎসাহ শুধুমাত্র শেখ হাসিনা'র, অন্যদের তেমন উৎসাহ কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি।

রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দেয়ার জন্যে শেখ হাসিনা'র সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সর্বশেষ আর্জি জানিয়েছিলো ১০ই অক্টবর ২০২২। প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ওয়াশিন্টনে তখন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অফ ষ্টেট ওয়েন্ডি আর শেরম্যান-র কাছে রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দেয়ার গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

এমনিতে রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দিতে আইনগত তেমন বাধা থাকার কথা নয়? যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদন্ড বৈধ। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীকে তাই ফেরত দেয়া সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র এরআগে মহিউদ্দিনকে ফেরত দিয়েছে এবং বাংলাদেশ তাঁর দন্ড কার্যকর করেছে। রাশেদ চৌধুরী সম্পর্কিত 'কানাঘুষা' সত্য প্রমাণিত করতে কূটনৈতিক মহলে প্রচেষ্টা জোরদার হওয়া দরকার।

শেখ হাসিনা'র সদিচ্ছায় বঙ্গবন্ধু'র বিচারটি সম্পন্ন হলেও এখন পর্যন্ত দণ্ডিত ৩ খুনি কোথায় আছেন, তা কেউ জানেনা, যা দু:খজনক। এঁরা হচ্ছেন, খন্দকার আব্দুর রশিদ, শরিফুল ইসলাম ডালিম এবং মোসলেমউদ্দিন। দণ্ডিত ১২জনের মধ্যে ৬জনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে, আজিজ পাশা পলাতক অবস্থায় ২০০১-এ জিম্বাবীতে মারা গেছেন।

বাকি ৫জনের মধ্যে ৩জন পলাতক। ১জন কানাডায়, ১জন আমেরিকায়। আমরা যাঁরা সেদিন প্রত্যুষে রেডিওতে শুনেছিলাম, 'আমি মেজর ডালিম বলছি'-তাঁরা এখনো অবাক হচ্ছি, ডালিম এখনো পলাতক? তাঁর দন্ড কার্যকর করা যায়নি? এটিও তো সত্য যে, আমাদের দেশের বিচারক বঙ্গবন্ধু হত্যার মত একটি জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে 'বিব্রত' হয়েছিলেন?দণ্ডিত ৫জন আর্মী অফিসার, সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মুহিউদ্দীন আহমদ, বজলুল হুদা, এবং একেএম মহিউদ্দিন আহমদ'র ফাঁসি কার্যকর করা হয়, ২৭শে জানুয়ারি ২০১০-এ। অপর দণ্ডিত খুনি আবদুল মাজেদ-র ফাঁসি দেয়া হয় ১২ এপ্রিল ২০২০, মিরপুর থেকে ধরার ৫দিন পর, তিনি ভারত থেকে এসেছিলেন।

কানাডায় বসবাসরত নূর চৌধুরীকে ফেরত দেয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসে সর্বশেষ ১লা নভেম্বর ২০২২। কানাডা'র নূর চৌধুরীর ব্যাপারটি ভিন্ন, সেখানে মৃত্যুদন্ড নেই, সেই অজুহাতে কানাডা ফেরত দিতে চাচ্ছেনা বলে আমাদের বোঝানো হচ্ছে? যুক্তরাষ্ট্রের কোন দণ্ডিত খুনিকে কি কানাডা ফেরত দিতো না? অবশ্য দিতো, বিষয়টি হচ্ছে, 'লবিং'। এ কাজটি দূতাবাসের।

আমাদের দূতাবাসগুলো লবিং-এ যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পারছে না, অথবা সদিচ্ছার অভাব। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বললে 'লোকে হাসে'। বাস্তবতা হচ্ছে, আমেরিকায় বিএনপি-জামাতের লবিং শক্তিশালী। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের এন্টি-ইন্ডিয়ান, এন্টি শেখ হাসিনা লবি একজোট। এদের সম্মিলিত দীর্ঘ প্রচেষ্টায় এঁরা '?্যাব'র ক'জনা'র বিরুদ্ধে 'স্যাংশন' আনতে সক্ষম হয়েছে।।। শিতাংশু গুহ, ২রা জানুয়ারি

নিউ ইয়র্কের ৭৯ স্কুলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের 'হালাল খাবার'

স্কুলের চ্যান্সেলর ডেভিড সি ব্যাঙ্কস ৫০ মিলিয়ন ডলার মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেন। এর মাধ্যমে শহরের ৭৯টি স্কুলের দুপুরের খাবারে পুরোপুরি হালাল খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এ খবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস।

'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এপেরিয়েন্স' প্রোগ্রামের আওতায় এই মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নিউ ইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। শহরের কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস এই সিদ্ধান্তের জন্য মেয়র অফিস এবং সিটি কাউন্সিলের প্রশংসা করেছে। নাগরিক অধিকার সংস্থাটি শহরের বাজেটে হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধিকে একটি ধারাবাহিক কর্মসূচিতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছে।

'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স'-এ দুটি প্রধান বিষয় রয়েছে। এর একটি হলো-খাবার বিতরণের পদ্ধতির উন্নতি করা অর্থ্যাৎ খাবার নেওয়ার সময় দীর্ঘ লাইন যেন না দিতে হয় সেই ব্যবস্থা করা। অন্যটি হলো-বিকল্প খাবারের ব্যবস্থা থাকা, অর্থ্যাৎ হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

বর্তমানে নিউ ইয়র্কের ৭৯টি স্কুলে হালাল খাবার মিলছে। এছাড়া যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এতে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। হালাল খাবারে সাধারণত 'এইচ' অক্ষর দিয়ে লেভেল করা থাকে। এর অর্থ হলো-এই খাবার ইমামরা পরীক্ষা করেছেন এবং এর মধ্যে হারাম কোনো মিশ্রণ নেই।

তিনি বলেন, 'এটি নিয়ে আমি উত্তর আমেরিকার ইসলামিক সার্কেল ও স্থানীয় বাংলাদেশি নেতাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কাজ করেছি। হালাল খাবারের প্রয়োজনীয়ত বিশাল। এর সঙ্গে আমরা সব মুসলিম বাচ্চাদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করবো অসাধারণ পরিবেশ। এটি আমাদের আরও গর্বিত করবে।'

হিলক্রেস্ট হাই স্কুল নিউ ইয়র্কের হালাল সার্টিফায়েড একটি স্কুল। এর সামনে থেকে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের মুসলিম লিয়াজন মোহাম্মদ বাহে বলেন, 'এখানকার ক্যাফেটেরিয়ায় প্রায় সব খাবারই হালাল। এমনটি আগে ছিল না।' তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ নিউ ইয়র্ক সিটির প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষার্থী তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী খাবার খুঁজে পাবে। তারা ভালো কিছু এবং হালাল খাবার খেতে পারবে ও পড়ালেখায় মন দিতে পারবে। এখন যা ঘটছে তা নিয়ে আমরা খুব খুশি। সুন্দর ঘোষণাটিতে মেয়র নিজেই সমর্থন জানিয়েছেন। এটি মুসলিম কমিউনিটির জন্য সুন্দর বিজয়। ইনশাআল্লাহ আমাদের কমিউনিটির জন্য আরও বিজয় আসবে।'

অন্য বক্তা মিস আশরাফ বলেন, আমি নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলের একটি অংশ। তারপরও আমি কখনও হালাল খাবারের অপশন পাইনি। সবসময় হয় ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে, নয়ত সামান্য কোনো খাবার খেতে হয়েছে। মুসলিম শিক্ষার্থীদের হালাল খাবারের অপশনের সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের কমিউনিটির জন্য আমি গর্বিত।

তিনি বলেন, নিউইয়র্কের প্রতিটি স্কুলে হালাল খাবার থাকবে যা ইমামদের দ্বারা পরীক্ষিত। এছাড়া প্রত্যেক স্কুলে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যাতে এসব খাবার অন্য খাবারের সঙ্গে না মিশে যায়। আমাদের শিশুরা এখন আর স্কুলে গিয়ে ক্ষুধার্ত
থাকবে না ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনসহ যাদের বদৌলতে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করুন।

আইটিভির সিইও ও এনওয়াইএস চ্যাপ্লেন ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং ডিওই চ্যান্সেলর ব্যাঙ্কস আজ ঘোষণা করেছেন যে, ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এপেরিয়েন্স সিটি ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এর মধ্যে স্কুলগুলোকে হালাল খাবারের জন্য প্রত্যয়িত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিউইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ পর্যন্ত ৭৯টি স্কুলকে সার্টিফাই করেছে। ৭৯টি পাবলিক স্কুল এখন তাদের মুসলিম ছাত্রদের হালাল খাবার অফার করে। মাশাল্লাহ! এটা আমাদের বাচ্চাদের অধিকার, আমাদের বিশ্বাস সব জায়গায় হালাল খাবার থাকবে। আমাদের এখনও আরও কাজ আছে। জুমার নামাজের আজান পরের ধাপ।

প্রসঙ্গত, কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (সিএআইআর), আইটিভি ইউএস, ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ, এমসিসিসহ আরও অনেকগুলো অর্গানাইজেশন মুসলমানের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের ইস্যুতে কাজ করে থাকে।

Nowsher Chowdhury
Legal Consultant
Cell: 929-328-5666
Jackson Heights Office:

রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়া ও ইমিগ্রেশনের যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠান
3755 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: newrono1962@gmail.com

শ্রাবনী মুভিং
আপনি কি নতুন বাসায় মুভ করার কথা ভাবছেন? নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা আমেরিকার যে কোন স্থানে কম খরচে এবং যত্ন সহকারে মুভিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমাদের রয়েছে এয়ারপোর্ট সার্ভিস। এছাড়া যে কোন স্টেটে ১৫ সিটিংয়ের ভ্যান ও ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে থাকি। আমরা গ্রীন ক্যাবও ভাড়া দিয়ে থাকি।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪০৭-১১৭৭ সেল

ইমাম মাহদী (আ:)-এর আবির্ভাব
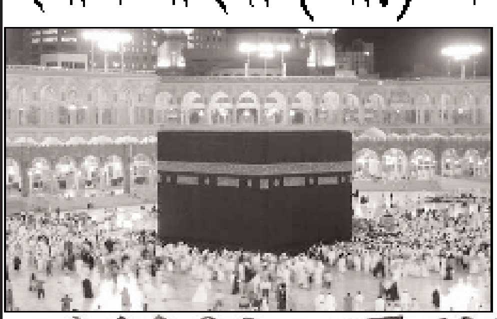

لا اله الا الله محمد رسول الله
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)
পবিত্র কুরআন-হাদীস প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ:) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর পঞ্চম খলিফার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :
www.alislam.org, www.MTA.TV এবং
আমাদের বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org
বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করুনঃ
Call to 1-800-949-4752 and press option 3 to speak Bangla
E-mail: bangla.desk@yahoo.com

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন
e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

নিউ ইয়র্ক স্টেট-এ মানুষের মৃতদেহ পচিয়ে জৈব সার! বিল অনুমোদন

করে যেসব শহরে কবরস্থানের বা নতুন করে কবর দেয়ার সংকট তৈরি হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি বিকল্প সমাধান হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাটির সঙ্গে মিশে মৃতদেহ সারে পরিণত হওয়ার পর, সেই মাটি তার প্রিয়জনদের দেয়া হবে, যাতে তারা ফুলগাছ, সবজির চারা বা বৃক্ষ রোপণ করতে পারেন।

এমন প্রক্রিয়াকে পরিবেশবান্ধবও বলা হচ্ছে।'ন্যাচারাল অর্গানিক রিডাকশন' নামে পরিচিত এই পদ্ধতিতে যদি একটি মরদেহ কন্টেইনারে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে কয়েক সপ্তাহ পর পচে যায়। এভাবে তৈরি হবে জৈব সার।

এর আগে, ২০১৯ সালে ওয়াশিংটন প্রথম এই পদ্ধতির অনুমোদন দেয়। এরপর কলোরাডো, ওরেগন, ভার্মন্ট ও ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যেও অনুমোদন দেয়।

ডেমোক্রেটিক গভর্নর ক্যাথি হোচুল গত শনিবার অনুমোদন দেওয়ার পর নিউ ইয়র্ক ষষ্ঠ অঙ্গরাজ্য হিসেবে এর অনুমোদন দিলো।

জানা গেছে, মাটিতে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে তৈরি হয় এই জৈব সার। প্রথমে জৈব সার তৈরিতে আবদ্ধ জায়গায় মরদেহ রাখা হয়। সেখানে কাঠের গুঁড়া, বিশেষ ধরনের লতাপাতা ও খড় ঘাসের মতো কিছু উপাদান রাখা হয়। ধীরে ধীরে এগুলোতে পচন ধরে। মাসখানেক এভাবে রাখা হয়। জীবাণুমুক্ত করার জন্য তাপও প্রয়োগ করা হয় এতে। স্বাভাবিকভাবেই মরদেহ জৈব সারে পরিণত হয়।এই সার মাটিতে মিশিয়ে ফুলগাছ, সবজি চাষে বা বৃক্ষায়নে ব্যবহার করা যায়, বলছেন সংশ্লিষ্টরা।

একটি মার্কিন রিকম্পোস্ট ফার্ম বলছে, তার পরিষেবা একটি শ্মশান বা ঐতিহ্যগত দাফনের তুলনায় এক টন কার্বন সংরক্ষণ করতে পারে।জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী হলো ব্যাপক হারে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ। কেননা এর তৈরি গ্রিন হাউস পৃথিবীতে তাপমাত্রা ধরে রাখে, ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই পদ্ধতি সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এখনো। তবে নিউ ইয়র্কের ক্যাথলিক বিশপ মনে করেন, মানবদেহকে গৃহস্থালির বর্জ্য হিসেবে বিবেচনা করা মোটেও উচিত নয়। জৈব সারে রূপান্তরিত করার খরচ নিয়েও ব্যাপক সমালোচনা আছে।

জাতীয় পার্টির(নূর-বারী) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

মিলনায়তনে ১লা জানুয়ারী ২০২৩ রবিবার সন্ধা ৭ ঘঠিকার সময় যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্তে অনুষ্টিত হয়।

জনাব তৈয়ব তালহার পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহারা আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং জাতীয় পার্টির প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত সাবেক সফল রাষ্টনায়ক পল্লীবন্ধু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ, সাবেক মহাসচিব জিয়াউদ্দিন বাবলু সহ অগনিত জাতীয় পার্টির নেতা ও কর্মী , যাহারা এই পৃথিবি থেকে চলে গেছেন, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ।

অতিথি হিসাবে উপসি্হত ছিলেন উপদেষ্টা সহিদুর রহমান (প্রাক্তন সাংসদ) উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী ।আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন , যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া , উপদেষ্টা সহিদুর রহমান (প্রাক্তন সাংসদ) উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী , কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর , সর্বজনাব তোফায়েল চৌধুরী, এস এম ইকবাল, জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু ,আবুল কাসেম চৌধুরী,নুর ইসলাম বর্ষন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় মহিলা পার্টির সভানেত্রী ফাহিমা রোজি, হেলাল উদ্দিন , জাতীয় যুব সংহতির যুগ্ম সম্পাদক শক্তি দাস গুপ্তা, মহিলা নেত্রী ও বালাগন্জ উপজেলা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান হাবিবা বেগম ,কাজী আব্দুল আওয়াল, এন এস এন রুবেল প্রমুখ।

সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, মাহবুবুর রহমান অনিক পবিত্র ওমরা হজ পালনের জন্য যুক্তরাষ্টের বাহিরে থাকার কারনে প্রতিঁষ্টা বার্ষিকিতে উপসি্হত হতে পারেন নাই ।

সভায় বিভিন্ন বক্তারা সাবেক রাষ্টপতি মরহুম এইচ এম এরশাদ ও জাতীয় পার্টি সরকারের বর্ণাঢ্য সরকার পরিচালনার কথা উল্লেখ করে বলেন , বাংলাদেশের মানুষ আজও স্মরন করে জাতীয় পার্টি সরকারের শাসনামল, যেখানে কোন গুম, খুন ও ব্যংক লুট ছিলনা, ছিলনা এত দুর্নীতির হিড়িক । বক্তারা আরো বলেন, বিভিন্ন মেঘা প্রজেক্টের নামে হাজার হাজার কেটি টাকা লুটপাট করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করা হচ্ছে । বাংলাদেশে সত্যিকারের আইনের শাসন এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জনবন্দু জনাব জি এম কাদেরের নেত্রীত্বে জাতীয় পার্টির সরকার প্রতিষ্টা করা অতিব দরকার , তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান ।

সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া , প্রয়াত রাষ্টপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সরকারের স্রিতিচারন করে বক্তব্য রাখেন । জনাব ভূঁইয়া আরো বলেন, কিছু আইনি জটিলতার কারনে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি আসে নাই, তবে শীগ্রই এই আইনি জটিলতা নিরসন হবে এবং পূর্ণাঙ্গ কমিটি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান দারা স্বাক্ষরিত হয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ ।

সমগ্র অনুষ্টান পরিচালনা করেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য জনাব আব্দুন নূর ।

সভায় জাতীয় পার্টিতে যোগদান

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় পার্টির প্রতিষ্টা বার্ষিকি উদযাপন আলেচনা সভায় মোহাম্মদ নিরু এবং শিলা সূলতানা যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ও সহিদুর রহমান প্রাক্তন সাংসদ এর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন । এ সময় মন্চে উপসি্হত ছিলেন উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী , কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর, এস এম ইকবাল , কাশেম চৌধুরী , ফাহিমা রোজি , আব্দুল কাদির লিপু, মনিরুজ্জামান ।

বিএনপি-জামায়াত নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের গ্রেফতার করে একাধিকবার রিমান্ডে নেয়ার প্রতিবাদে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।ডাক্তার শফিকুর রহমান জেলে কেন প্রশাসন জবাব চাই, আল্লামা সাঈদী সাহেব, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ জেলে কেন প্রশাসন জবাব চাই ইত্যাদি শ্লোগানে মুখর প্রতিবাদ সমাবেশ বক্তব্য রাখেন, মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর দেলোয়ার, এমএম মাওলা সুজন, আনোয়ার হোসেন, বেলাল হোসাইন, কামাল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাসান সরোয়াদ্দী দুলাল।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশেকে সরকার দেশকে একটি বিরান ভুমিতে পরিণত করেছে। আজকে বাংলাদেশের আপামর জনগনের দাবি সরকারকে অবিলম্বে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। তারা বলেন, প্রবাস থেকে আমরা লক্ষ করছি সরকার অত্যান্ত পরিকল্পিতভাবে প্রশাসনকে জনগণের মুখোমুখি করছে। সময়ের ব্যবধানে সকল অপকর্মের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহির প্রস্তুতি নিতে হবে। জামায়াতে ইসলামী'র নন্দিত আমীর, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডা. শফিকুর রহমান, জাতীয় নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ হাজার হাজার বিরোধী দলীয় নেতা কর্মী গ্রেফতার করা হয়েছে আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে তাদের মুক্তির দাবি করছি। বক্তারা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং ইসলাম রক্ষার জন্য আগামীদিনের সকল আন্দোলন সংগ্রামে দেশ ও প্রবাসে দেশপ্রেমিক সকলকে এগিয়ে আসার জন উদাত্ত আহবান জানান তারা।

বাংলাদেশে আইনের শাসনকে সম্মান করতে সব দলের প্রতি আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

মস্কোতে রাশিয়ার মুখপাত্র একে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ওই সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, এটি কি রাশিয়ার হস্তক্ষেপ নয়? আর এ ঘটনার জন্য বাংলাদেশ সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

জবাবে মার্কিন মুখপাত্র বলেন, 'দেখুন, আমরা রাশিয়ার কাছ থেকে এই বিষয়ে যা শুনেছি তা আমি বিবেচনা করব না। আপনি জানেন, আমরা প্রায়শই এই ধরনের প্রপাগান্ডাকে গুরুত্ব দিই না। আমি আমাদের অবস্থান থেকে যা বলতে পারি তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক উপস্থিতি আছে এমন প্রতিটি দেশে আমরা নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলজুড়ে বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে দেখা করি এবং অবশ্যই এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।'

মুখপাত্র আরো বলেন, 'বাংলাদেশে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রাজনৈতিক সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শনের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছি। আমরা বাংলাদেশের জনগণের মতপ্রকাশ, সমবেত হওয়া এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের মৌলিক স্বাধীনতাকে সম্মান ও রক্ষা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি।'

সাংবাদিকদের উদ্দেশে মুখপাত্র বলেন, 'এই আহ্বানের কথা আপনারা আমার কাছ থেকে শুনেছেন। এই দপ্তর থেকে শুনেছেন। বাংলাদেশে আমাদের রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে শুনেছেন। আমরা বিশ্বজুড়ে এই আহ্বান জানিয়ে যাব।'

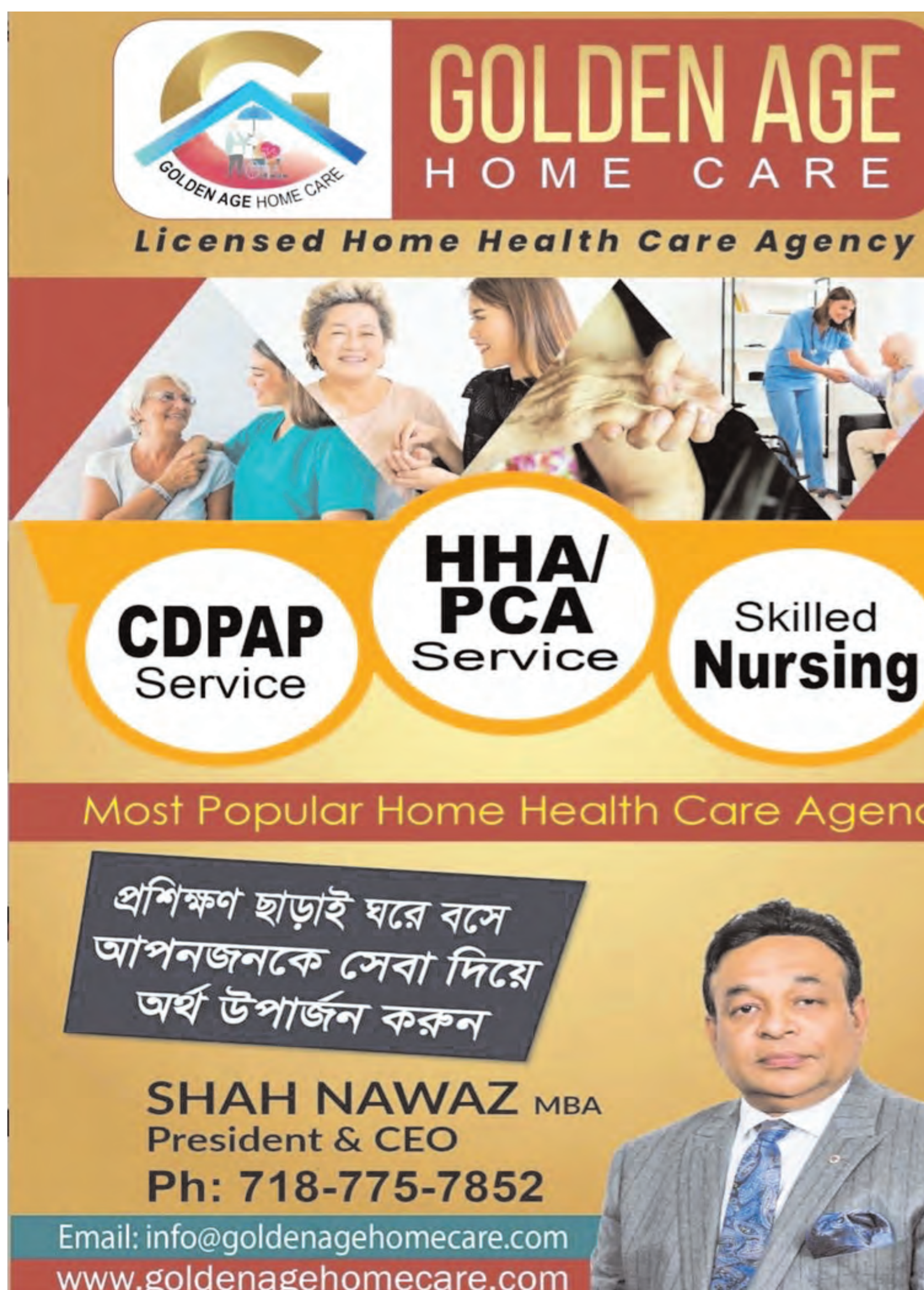

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *মরজগে *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

EVEREST DRIVING SCHOOL

LICENSED BY THE NYS DMV

DALIA 917.497.9882

- 5 Hours Pre Licensing Course
- 6 Hours Defensive Course (Good for TLC)
- We Have Package Deals (5 Lesson Deal $260, 10 Lesson Deal $420)
- Free Pick up & Drop off (Cond.)
- Road Lesson
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

We are open 7days a week

TEL: 718-255-6269
FAX: 718-255-6389

OUR NEW LOCATION:
37-18 74TH ST. 2ND FL, SUITE # 200
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
E-mail: everestdrivingschool@gmail.com
www.everestservicesny.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIPPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

R-K Insurance Brokerage Inc

Notary Public done here

Krishna D. Debnath
Cel: 347-935-2479

Black Car, Green Taxi Cab and Private Car, Home, Business, Disability, Workers Comp, Construction, Food/Fruit Vendor.

Md. Abdul Hoque
Cel: 646-581-6346

Life Insurance Services

Tel: 718 880 4647, Fax: 718 285 8456, E-mail: rkmyinsurance@gmail.com

37-05 74th Street 3rd Floor, Jackson Heights NY 11372

WIN ZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Direct: 347-935-2479
Email: yourrealti@gmail.com
81-15 Queens Blvd. 2fl,
Elmhurst, NY 11373
Tel.: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
Tel: 718-886-3200 Fax: 718-886-5195
Website: www.WinzoneRealty.com

Krishna D. Debnath
Licensed Real Estate Sales Person
Notary Public

MLS

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

OUR SERVICES

- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

NOTARY PUBLIC

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

TAX FILING

Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ডা: টমাস দুলু রয় ও ডা: হেলেন রয়

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....

Jaydeb Gain

- Tax Services
- Life Insurance
- Health Insurance
- Auto Insurance
- Home Insurance
- Business Insurance
- TLC Insurance
- DDC. (6 hrs.)

MassMutual · LOW COST GUARANTEE · Authorized IRS e-file Provider · Notary Public

ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal

Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

NYC MASTER ELECTRICIAN · LICENSED & INSURED
FREE ESTIMATES · FULLY LICENSED & INSURED

GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি

CONTACT: 718-445-2740
Email: greenpowerelectric15@yahoo.com

সবচেয়ে কমমূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
জননী ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস
JANONI TRAVEL & TOURS
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সি, অনলাইন থেকেও কমমূল্যে টিকেট বিক্রি করি
We issue 118+Airlines Tickets with 100% Seat Confirm

Cheapest Domestic & International Airlines Tickets
হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিসেস
ওমরাহ ভিসা

Emirates · Kuwait Airways · Turkish Airlines · Qatar · Etihad · Delta

37-15 73rd St, Suite # 210, (Bangladesh Plaza)
2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 347-465-3220
Email: janonitravel@gmail.com

Saha Realty Corp.
You deserve the best! Buy or Sell. Best value, Best advice!

Real Estate Buy & Sell · Real Estate Investment
New Construction · Violation Removal
Re-Construction · Home Improvement

Bishnu Saha
Lic. Real Estate Broker

Bindusri Ghosh
Lic. Real Estate Salesperson

Bishnu Saha
Kanika Saha
Bindusri Ghosh
Kalyanshree Ghosh
Biru Saha

92-24 Corona Avenue
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-271-3806
Fax: 718-271-3295
Email: bishnusaha61@gmail.com

HONDA

I ♥ Hillside Honda
139-07 Hillside Avenue
Jamaica, NY-11435

Year end Lease special at Hillside Honda

We sell all kind of new and certified Honda

We take all make and model as trade

We speak Your language

See
MOHAMMED CHOWDHURY (MO)
Sales Manager
347-624-3846
Or call
718-657-7810
to make an appointment with our Bengali representative.

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006
OUR SERVICES
TAX · IRS e-file · AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IMMIGRATION
• Corporation • Partnership • Non Profit • Write Up • Payroll, Audit
• Small Business • Consulting • Any kind of Deed, Documents • Translation
• Form Fillup, • Tax Planning • Other Business Related Services

Tareq Hasan Khan
CEO

37-18, 74th Street, Suite - 202
Jackson Heights, NY 11372 Email : globaltax2006@gmail.com
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3 STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195. CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502. JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

২০২৩ সাল হবে কানাডীয়দের জন্য কঠিন সময়

৪০ পৃষ্ঠার পর

কানাডার খোদ প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোও সতর্ক করে বলেছেন, কানাডীয়দের জন্য ২০২৩ সাল হবে খুব কঠিন। ২০০৮ সালের পর ব্যাংক ঋণে সুদের হার বাড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে ব্যাংক অব কানাডা। আয় বাড়েনি, তবে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছে। সুদের হার ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি প্রবাসীদের মধ্যেও বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। নিম্নবিত্তের জন্য চালু করা ফুড ব্যাংকে দীর্ঘ হচ্ছে লাইন।

সম্প্রতি কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ২০২৩ সাল হবে কানাডীয়দের জন্য কঠিন সময়। একসঙ্গে এর মোকাবেলা করতে হবে। প্রত্যক্ষ সরকারি সহায়তা নিয়ে তিনি জনগণের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ সতর্ক করে বলেছে, জি-সেভেন এর দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ভালো হলেও কানাডা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

আর্থিক মন্দা থেকে নাগরিকদের সুরক্ষায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রুডো সরকার। এরমধ্যে মধ্যে সাপ্লাই চেইন শক্তিশালী করা, সগজলভ্য চাইল্ডকেয়ার, জিএসটি রিবেট, রেন্টাল সাপোর্ট ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ডেন্টাল কেয়ার সহায়তা।

কানাডার "নতুন দেশ" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শওগাত আলী সাগর বলেন, সব ধরনের জিনিসপত্রের দামই বাজারে বাড়ছে, সরকার নিয়ন্ত্রণের নানা রকম চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটি যে খুব বেশি কাজ করছে তা মনে হচ্ছে না। ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক সুদের হার বাড়াতে বাড়াতে সাম্প্রতিক সময়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সেটি নাগরিকদের উপরে একটি বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ইনফ্লেশন এবং সে অনুপাতে আয় না বাড়ার কারণে ২০২৩ সাল নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক শুরু হয়েছে। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে সামনে কি হবে।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আবদুল্লা রফিক বলেন, কানাডা সরকারের নতুন নিয়ম অনুযায়ী ২০২৩ সালে কানাডিয়ানদের বাড়ি কেনার সুবিধার্থে বিদেশি ক্রেতারা আগামী দুই বছরের জন্য কানাডায় কোন বাড়ি কিনতে পারবে না। এ কারণে আমাদের মতো রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের জন্য ২০২৩ সাল অনেক কঠিন যাবে।

উৎসব সুইটস অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী গোলাম খাইরুল বাশার মারুফ জানালেন, দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে, সর্বোপরি সবকিছু মিলিয়ে ২০২৩ সাল হবে কানাডার জন্য একটি চ্যালেঞ্জের বছর।

নিউইয়র্কে সর্বজনীন প্রাক-বড়দিন উৎসব

ডিসেম্বর বিকাল ৬:৩০ মিনিটে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে প্রাক-বড়দিন উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে খ্রীস্টবিশ্বাসী, আমন্ত্রীত অতিথি ও কমিউনিটির সুধীজনের উপস্থিতে উচ্ছাস ও আনন্দের প্রাক-বড়দিন উদযাপন করা হয়। শুরুতে সঞ্চালক রেভাঃ যোষেফ ডি বিশ্বাস সকলকে অভ্যর্থনা জানান।অতিথিদের উপস্থিতিতে ক্রিসমাসের কেক কাটা হয়। বড়দিনের ধর্মিয় গান পরিবেশন করেন জর্জ পিন্টু অধিকারী ও তার দল। বাইবেল পাঠ করেন পিয়ালী বৈদ্য, প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন অল ন্যাশন চার্চ বাংলা গ্রুপের পালক রেভাঃ ড. এ্যালড্রিন পি বৈদ্য। আয়োজকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান রিচ বাংলা মিশনের পরিচালক রেভা. ড. প্রদীপ দাস, ক্যাটরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা কেলভিন মন্ডল, গ্লোবাল বাংলা মিশন এর পরিচালক ও ইভ্যানজেলিক্যাল বাংলা চার্চ পালক রেভা: যোষেফ ডি বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সেন্টার রিচ বাইবেল চার্চ-এর মিশন চেয়ারপ্যারসন জন হওয়েল। বিশেষ অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন ডেমোক্রাটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, শো- টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, জেএফকে বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ফাউন্ডার সেক্রেটারি গফুর খান, ইভ্যানজেলিক্যাল বেংগলী চার্চ-এর ওয়ারশীপ পাস্টর জর্জ পিন্টু অধিকারী প্রমুখ। বিজয়ের মাসে দেশের গানপরিবেশন করেন মনিকা দাস, বাদ্যে ছিলেন ঢোলক শফিক মিয়া। অনুষ্ঠানে আরো সংগীত পরিবেশন শেলী বড়ুয়া, তম কর। সেন্টা ক্লস সেজে সকলের মাঝে উপহারবিতরণ করেন গ্লেন গার্থী যা উপস্থিত সকলকে আনন্দ দেয়।

উল্লেখ উক্ত তিন সংগঠন বিগত ২০১৬ সাল থেকে কমিউনিটির প্রিয় মানুষদের নিয়ে বড়দিন উৎসব উদযাপন করে আসছে ধারাবাহিকভাবে।

ইউএনএ ও সাপ্তাহিক হককথা'র ১৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) ও সাপ্তাহিক হককথা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিলো ১ জানুয়ারী। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আদর্শকে সামনে রেখে ২০০৬ সালের এই দিনে মিডিয়া দু'টি যাত্রা শুরু করে। সেই হিসেবে ২০২৩ সালের নতুন বছরে অর্থাৎ ১ জানুয়ারী ইউএনএ ও হককথা'র ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ১৮ বছরে পদার্পন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অফিসে কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়।

স্থানীয় সময় রোববার (১জানুয়ারী) সকালে বাংলাদেশ অফিসে কর্মরত সাংবাদিকরা কেক কেটে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন। এসময় বাংলাদেশ অফিসের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বরত সাংবাদিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে মর্নিং শিফটের দায়িত্বপ্রাপ্তরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে দু'টি মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই বাংলাদেশ অফিসের সংবাদকর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী যাত্রা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) ও সাপ্তাহিক হককথা। হককথার মূল শ্লোগান হচ্ছে 'প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়'। প্রকাশনা শুরুর পর থেকেই নিয়মিতভাবে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হককথা। তবে এক বছর প্রকাশনার পর বিশেষ পরিস্থিতিতে হককথা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

হককথা'র প্রিন্ট প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলেও প্রবাসী বাংলাদেশীসহ কমিউনিটির স্বার্থে ২০১৩ সালের ২৬ জানুয়ারী আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক হককথা'র ওয়েব ভার্সন হককথা ডট কম (যধশশধঃযধ.পড়স)। ওয়েবসাইটে সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আবারো পাঠকদের জনপ্রিয়তায় ফিরে আসে হককথা। এরই মধ্যে কমিউনিটির সংবাদ নিয়মিত ও সবার আগে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকের অনুরোধে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার পূনরায় নতুনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক হককথা।

'করোনা পরিস্থিতি ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে 'কাগজেও যেমন, ওয়েবেও তেমন' শ্লোগান নিয়ে প্রকাশিত হককথা ই-মেইল (পিডিএফ ফাইলে পুরো পত্রিকা), ই-পেপার- যঃঃঢ়ং://বঢ়ধঢ়বৎ.যধশশধঃযধ.পড়স, ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠকের হাতে যাচ্ছে। এছাড়াও নিউইয়র্কের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে হককথা'ই প্রথম ঈড়হাবৎংধঃরড়হধষ চষধঃভড়ৎস (ঈঁংঃড়সবৎ উহমধমবসবহঃ এ্যযৎড়ঁময ঈড়হাবৎংধঃরড়হধষ গবংংধমরহম) ব্যবহার করে ঋধপবনড়ড়শ, ওহংঃধমৎধস, ডযধঃংঅঢ়ঢ়, গড়নরষব ঝগঝ এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্য প্রবাসী বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পৌছে যাচ্ছে।

এছাড়াও রয়েছে ওয়েবসাইট (যধশশধঃযধ.পড়স)। বর্তমানে নিউইয়র্কের ৫ হাজারোধিক পাঠকের ই-মেইলে প্রতি সংখ্যা নিয়মিত হককথা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং প্রতিদিন এই ই-মেইল সংযুক্তির সংখ্যা বাড়ছে। ফলে অফিস-আদালত, মাঠে-ময়দান বা ঘরে বসেও সহজেই হককথা পড়া যাচ্ছে।

অপরদিকে, ২০২২ সাল থেকে নতুনভাবে আরো গতিশীল হয়ে উঠেছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলা সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)। নতুন বছরে নতুন সাজে পাঠকের সামনে আসার জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে সংবাদ ইউএনএ কর্তৃপক্ষ। নতুন ওয়েবসাইট ও নতুন নতুন সেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারুণ্য নির্ভর নতুন টীম। খুব শিগ্রই নতুন রুপেই দেখা মিলবে সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)।

'তারেক রহমান যেকোন মুহুর্তে দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তত' : নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র জাসাস'র সমাবেশে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হেলাল খান

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে এক সমাবেশে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাস'র আহ্বায়ক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা চিত্রনায়ক হেলাল খান বলেছেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী। দেশের মানুষ বিএনপির সাথে রয়েছে। তারেক রহমান যেকোন মুহুর্তে দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তত। কিন্তু আমরাই তাকে এখন দেশে যেতে দিচ্ছিনা। খবর ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম 'র।

যুক্তরাষ্ট্র জাসাস আয়োজিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাস'র ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান সায়েমের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব জাহাঙ্গির সোহরাওয়ার্দির পরিচালনায় এ সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য

রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও জাসাস'র সাবেক সভাপতি এমএ মালেক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ স্রাট, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি ও আনোয়ার হোসেন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আজম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, যুবদল কেন্দ্রিয় কমিটির সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলহাজ্ব বাবর উদ্দিন, বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন সবুজ, সৈয়দা মাহমুদা শিরীন, উদযাপন কমিটির আহবায়ক, যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক স্টেট জাসাসের সভাপতি মোঃ জাবেদ উদ্দিন, প্রধান সমন্বয়কারী ও যুক্তরাষ্ট্র আহবায়ক কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক শেখ হায়দার আলী, সঞ্চালক ও যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সহ সঞ্চালক ও যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক, উদযাপন কমিটির সদস্য সজীব চৌধুরী ফয়ছল, সদস্য সচিব ও নিউইয়র্ক সিটি জাসাসের সভাপতি হাসান মাহমুদ, সাধারন সম্পাদক মোঃ মাইনুল হোসেন বাবু, সদস্য ও সিনিয়র সভপতি এমদাদ রহমান তরফদার, যুগ্ম আহবায়ক ও উদযাপন কমিটির সদস্য সুলতানা খানম, যুক্তরাষ্ট্র আহবায়ক কমিটির সদস্য ডাঃ নার্গিস, তানভীন ফাতেমা রিয়া, সদস্য ফয়ছল আহমেদ, তারেক আহমেদ, রাজ ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মাকসুদুল হক, শিল্পি আকতার, মারিয়া আকতার মৌ, সালেহ আহম্মেদ খোকন, মামুন চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাওছার আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সহ-সভাপতি আতিকুল হক আহাদ, আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি পরিষদের সভাপতি শাহাদৎ হোসেন রাজু, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সেক্রেটারি মাজহারুল ইসলাম জনি প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মার্শাল মুরাদ।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা হেলাল খান বলেন, তত্ত্বাধায়ক সরকারের অধীনে দেশে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। বক্তারা অবিলম্বে খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে বলেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে '৭১ এর মতো আরেকটি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এ সরকারের পতন ঘটাতে হবে। তাহলেই আমাদের মাকে মুক্ত করতে পারবো।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি ই-মেইল-এ পেতে আপনার ইমেইল আমাদের জানান!

-শুভ নববর্ষ- ২০২৩

সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা!

উত্তম মন্ডল ও পরিবার। । কমিউনিটি নেতা
নিউ ইর্য়ক

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন'র নতুন কমিটি

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত হলো গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটি। উডসাইডের গুলশান ট্যারেস পার্টি হলে ১ জানুয়ারী কমিটির নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের অভিষেকে পরিবেশিত হয় জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। উচ্ছ্বাস-আনন্দ, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এসবের মধ্য দিয়ে বসেছিল গাজীপুরবাসীর মিলন মেলা। খবর ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম'র।

সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি এমডি এ জুয়েলের সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা নাইম আহমেদ, গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটর্নি মঈন চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টা আবুল মনসুর খান ও উপদেষ্টা ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া বাচ্চু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা সিরাজুল মোড়ল বাবুল, মাসুদ রানা, ইয়েলো সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ইউএসএ'র সভাপতি শরীফ আহমেদ লস্কর, উপদেষ্টা হুমায়ূন ইসলাম, উপদেষ্টা এনামুল কবির, জাইদুল ইসলাম জাহিদ, আপন খান, ডালো, সাবেক সভাপতি ইয়ালো সোসাইটির, তুষার ভূঁইয়া, উপদেষ্টা মেহেদী হাসান, উপদেষ্টা মনি আহমদ, আমীর হোসেন কামাল, উপদেষ্টা মুকলেছ ইসলাম, উপদেষ্টা তাসলিমা আহমেদ, উপদেষ্টা সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, উপদেষ্টা পেটিক রোজারিও, উপদেষ্টা মীর জাকির, জাইদুল বাসেত, উপদেষ্টা অরুন খান, উপদেষ্টা মিজানুর রহমান, উপদেষ্টা নূরুন নাহার বাগমার প্রমুখ।

নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাইম আহমেদ। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও পবিত্র বাইবেল পাঠের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত।

শপথ গ্রহণ শেষে অভিষিক্তদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

উৎসবমুখর পরিবেশের এ অনুষ্ঠানে গাজীপুর জেলাবাসীরা ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাইম আহমেদ নতুন কমিটির কর্মকর্তারা গাজীপুরবাসীর কল্যাণে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন শপথে। তারা নতুন ইমিগ্র্যান্টদের সহযোগিতা সহ গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএকে প্রবাসে মডেল সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি এমডি এ জুয়েল এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবু বিদায়ী কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে গাজীপুরবাসীর কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবু তার বক্তব্যে গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশনের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

সভাপতি এমডি এ জুয়েল তার সমাপনী বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানান।

অভিষেক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলো জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। জনপ্রিয় শিল্পীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা গভীর রাত পর্যন্ত উপভোগ করেন দর্শক-শ্রোতারা। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব, রোকসানা মির্জা, রন্টি, সরোয়ার জাহান জীবন, গাজী এস এ জুয়েল, লিপি রোজারিও এবং কামরুন নাহার রিতা। নৃত্য পরিবেশন করেন জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী আননা হাওলাদার।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন'র কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা

নিউইয়র্কঃ ব্যাপক আনন্দঘন ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৭শে ডিসেম্বর ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন এর কৃতি ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা। নিউইয়র্কের পাঁচ বরোর বিভিন্ন স্কুলে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিভিন্ন পেশা শ্রেনীর মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী ও সংগঠনের স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক সালমা সুমীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেয়া পাঁচ বছর বয়েসী আদিল উদ্দিনের সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সুচনা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক ও আয়োজন কমিটির সদস্য সচিব সোহেল আহমেদ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও আয়োজন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ার ইনকের সভাপতি আবু জাফর মাহমুদ। গেষ্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মামুন টিউটোরিয়াল এর সিইও শেখ আল মামুন, বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধ্যাপক ও সাবেক ডীন ডক্টর মহসিন পাটোয়ারী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, বাংলা বাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, ভিভিড মর্গেজ ইনকের সিইও টিকভা হোপ সেকেজি, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট রোমানা আহমেদ। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমেদ, শাহ কামাল উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এমডি আলাউদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোমিত তানিম।।

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ইউএসএর সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, কুষ্টিয়া সমিতির সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মখন মিয়া, সিপিএ জাকির চৌধুরী, ডক্টর নেওয়াজ হোসেন, জাবেদ উদ্দিন, সায়েম রহমান, মাহবুবুর জুয়েল, মোহাম্মদ আলী, আজাদুল ইসলাম আলমগীর, শরীফ খান, লোকমান হোসেন, অসীম সরকার প্রমুখ।

নতুন প্রজন্মের মধ্যে বক্তব্য রাখে এলহাম বিন মামুন, জামান মাহমুদ, সৈয়দা নাবিদা খসরু, লাবিবা চৌধুরী, শাহরোজ চৌধুরী, মায়া এন্জেলিনা। এওয়ার্ড প্রাপ্তু আবু জাফর মাহমুদ, আবু তাহের, ফারমিস আক্তার, এমডি জাবেদ উদ্দিন, শেফ খলিলুর রহমান, শাহাব উদ্দিন সাগর, এমডি নাঈম খান, এম বি হোসাইন (তুষার), এডভোকেট আব্দুর রকিব, ডক্টর মহসিন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুল হাসিম হাসনু, আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, মোহাম্মদ আলী, মামুন রহমান, সালমা বেগম, টিকভা হোপ সেকেজি, সালেহ উদ্দিন। মরনোত্তরু কামাল আহম, গিয়াস উদ্দিন, জাকির খান।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের কমিটি গঠনের দাবি

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ। গত ২৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার ইকরা পার্টি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠান আয়োজনে ছিল শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। খবর ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম 'র।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা রহিমুজ্জামান সুমনের সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা মো: সেবুল মিয়া, মিজানুর রাহমান চৌধুরী ও আল-মামুন সরকারের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাবেক কার্যকারী সদস্য হাজী এনাম দুলাল মিয়া। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান চৌধুরী, নিইউয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সিরাজুল

ইসলাম ভুইয়া, সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, প্রচার সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপন, নিইউয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিবলী সাদিক, মায়মনসিংহ সমিতির সভাপতি কাজল মিয়া।

আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা রিন্টু লাল দাস, শাহ সেলিম, রেজা আব্দুল্লাহ স্বপন, ইমরুল কায়েস, রুপচান মিয়া, নিতাই পাল, বাপ্পা দে, নুর ইসলাম, নাসির উদ্দিন, রুবেল হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত। শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এর পর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরীয় পরিয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

এর আগে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাজী এনাম দুলাল মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে বাংলাদেশ ততদিন নিরাপদ। তিনি বলেন, আগামী ২০২৪ সালের নির্বাচনে আবারও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সকল যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগকে সুসংগঠিত করতে হবে।

বক্তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে বলেন, বহির্বিশ্বে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা সময়ের দাবি। যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নতুন কমিটি গঠননের মাধ্যমেই এটি সম্ভব। তাহলেই বিগত দিনের মত আগামীতেও যুক্তরাষ্ট্রে জামাত-বিএনপির যে কোন ষড়যন্ত্র শক্ত হাতে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

আলোচনা শেষে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশ গ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। গভীর রাত পর্যন্ত চলে এ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের অভিষেক ও নববর্ষ উদযাপন

নিউইয়র্কঃ প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের নবনির্বাচিত সভাপতি মো বদরুল হক আজাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো আল-আমিন, সহ সাধারন সম্পাদক মো রুহুল আমিন এবং মাইন-উদ্দীনের পরিচালনায় ১ জানুয়ারি ২০২৩ সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কুমিল্লাবাসি ও কমিউনিটি নেতৃবিন্দ ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত এবং পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত।

পুরো অনুষ্ঠানটি তত্তাবধানে ছিলেন কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এবং সিঃ সহ-সভাপতি সিরাজুল হক জামাল ।

কুমিল্লা প্রবাসীদের মিলনমেলায় পরিনত হওয়া এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেবিবিএ এর সভাপতি ও মুলধারার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব গিয়াস আহমেদ ।

তিনি বলেন, কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনক প্রবাসে একটি আদর্শ সংগঠন। এ দেশে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে ।এ সংগঠনের কর্মকর্তারা সৌহার্দ-সম্প্রীতির মাধ্যমে সংগঠনকে পরিচালিত করছেন।

গেষ্ট অব অনার ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টিবোডের সদস্য এডঃ জামাল আহমেদ জনি ও মফিজুর রহমান ,বাংলাদেশ সোসাইটির সিঃ সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এটর্নি মইন চৌধুরী ও আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ার, কুমিল্লা সমিতির প্রধান উপদেষ্টা হাজী আবু তাহের ভুইয়া, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ, সাবেক ছাএনেতা ভিপি জহিরুল ইসলাম মোল্লা, সাবেক নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ সোসাইটির রুহুল আমিন সরকার, কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি শাহআলম, রুপসী চাদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা আক্তার হোসেন বাবুল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা কাজী তোফায়েল ইসলাম, এম কে জামান, মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, সাবেক ছাএনেতা ভিপি জসিম উদ্দিন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রুহুল কুদ্দুছ খোকন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা কুতুবউদ্দিন মাহমুদ, আল-আমীন সুমন, ফিরোজুল ইসলাম পাটয়ারী, আমির হোসেন কামাল, বরুড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি সুলেমান মজুমদার, ব?হত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশনের সভাপতি মশিউর রহমান মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মসিউর রহমান , নুরে আলম , ও মো আব্দুল কাইয়ুম ।

এডঃ জামাল আহমেদ জনি বলেন, প্রবাসে কুমিল্লা সমিতিকে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । এই সংগঠন আমাদের প্রাণের সংগঠন। সুতরাং এই সংগঠনের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকান্ডের সাথে কুমিল্লাবাসীর গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। সোসাইটির প্রতিটি অনুষ্ঠানে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বক্তব্যে অতিথিরা নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দিত করেন এবং আগামীতে কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনকের প্রসার ও সেবামুলক কাজে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুমিল্লাবাসীর উপস্থিতি ও করতালির মধ্যদিয়ে নব-নির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা হাজী আবু তাহের ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির পক্ষথেকে কুমিল্লার কৃতিসন্তান এডঃ জামাল আহমেদ জনি, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী , আবুল কালাম ভুইয়া এবং ডাঃ শাহনাজ লিপি কে বিশিষ্ট সন্মাননা সুচক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয় ।

কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট ইনক আয়োজিত অভিষেক ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে অনান্নদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর এম আলম , মো কবির হোসেন , ইন্জিনিয়ার গিয়াসউদ্দিম , মো ওমর ফারুক , মো নাছির উদ্দিন , মো ইকবাল হোসেন , জিনিয়া আমিন মুনমুন, কামাল উদ্দিন খান, মোস্তাক আহমেদ , সেলিম আহমেদ , ইন্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম , সাইদুজ্জামান রিংকু , রাতুল ইসলাম রাব্বি , প্রমুখ ।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি মো বদরুল হক আজাদ বলেন, আপনারা আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমরা আপনাদের সহযোগিতায় যথাযথভাবে তা পালন করার চেষ্টা করবো। সাধারণ সম্পাদক মো আল আমিন অনুষ্ঠানকে সফল এবং স্বার্থক করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।

অনুষ্ঠান শেষে সাংকৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করেন প্রবাসের স্বনামধন্য শিল্পীবৃন্দ ।পরিশেষে কথা গ্রীল এন্ড কাবাব রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু ডিনার পরিবেশনার মধ্যদিয়ে শেষ হয় আয়োজন ।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

VOL. 22, No. 41 Thursday 29 December 2022 Weekly Jonmobhumi / অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

এনআরবি অ্যাওয়ার্ড পেলেন সার্টিফাইড শেফ খলিলুর রহমান

নিউইয়র্কঃ গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরাটন হোটেলে জমকালো আয়োজনে পর্দা উঠলো এনআরবি ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে আইনের শাসনকে সম্মান করতে সব দলের প্রতি আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন ডিসিঃআইনের শাসনকে সম্মান করতে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র নেড প্রাইস এ কথা জানান। ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের একজন গত মাসে মায়ের ডাকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের হয়রানির শিকার হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, রাশিয়া একে বাংলাদেশে মার্কিন কূটনীতির প্রত্যাশিত ফল হিসেবে হস্তক্ষেপ করছে।

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

প্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ আর নেই

নিউইয়র্কঃ জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সদস্য, সিনিয়র সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক স্টেট-এ মানুষের মৃতদেহ পচিয়ে জৈব সার! বিল অনুমোদন

নিউইয়র্কঃ মানব শরীর দিয়ে কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরির অনুমতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ৬ অঙ্গরাজ্য সরকার। সর্বশেষ এমন প্রক্রিয়া কার্যকর করার অনুমোদন দিলো যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য। প্রচলিত রীতির কবর দেয়ার বিকল্প হিসেবে এই পদ্ধতিকে দেখা হচ্ছে। বিশেষ

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

বিএনপি-জামায়াত নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিউইয়র্কঃ বাংলাদেশের বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাংলাদেশি আমেরিকান প্রগ্রেসিভ ফোরাম। গত শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে অনুষ্ঠিত উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে

বাকি অংশ ৩৫পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কের ৭৯ স্কুলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের 'হালাল খাবার'

বাংলা প্রেস, নিউ ইয়র্ক: ×যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ৭৯টি স্কুলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারে সরবরাহ করা হচ্ছে হালাল খাবার। কয়েক বছর আগেও এসব স্কুলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য হালাল খাবারের ব্যবস্থা অনেকটাই কম ছিল। হালাল খাবার সরবরাহে সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ও সিটি

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

২০২৩ সাল হবে কানাডীয়দের জন্য কঠিন সময়: জাস্টিন ট্রুডো

কুইবেক সিটি,কানাডাঃ সুদের হার বৃদ্ধি, আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, নাগরিকদের শূন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট- সব মিলিয়ে কঠিন অবস্থায় কানাডার অর্থনীতি। কানাডা প্রবাসী লাখেরও বেশি বাংলাদেশি এর বাইরে নয়।

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

আটকে গেল প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার নির্বাচন

বাংলা প্রেস, নিউ ইয়র্ক: রিপাবলিকানদের মতবিরোধে আটকে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার নির্বাচন। তিন দফা ভোটাভুটির

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

বিদেশিরা আগামী ২ বছর কানাডায় বাড়ি কিনতে পারবেন না

টরন্টো কানাডাঃ কানাডায় বিদেশিদের আবাসিক সম্পত্তি কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে রোববার থেকে, যার লক্ষ্য আবাসন সংকটের

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে সর্বজনীন প্রাক-বড়দিন উৎসব

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে সম্প্রতি বড়দিনের পূর্বে অনুষ্ঠিত হলো সার্বজনীন প্রাক-বড়দিন উৎসব। রিচ বাংলা মিশন, কাটরিন লাভ ফর বাংলাদেশ ও গ্লোবাল বাংলা মিশনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ শে

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দিচ্ছে?

শিতাংশু গুহ ঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু'র খুনি রাশেদ চৌধুরী-কে যুক্তরাষ্ট্র ফেরত দিচ্ছে? কানাঘুষা তাই বলছে। জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে 'রাজনৈতিক আশ্রয়' আবেদন করার সময় তিনি 'মিথ্যা'র' আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই অজুহাতে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল হচ্ছে, এবং তাঁকে 'কান্ট্রি অফ অরিজিন' অর্থাৎ বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে? তেমনটি হলে নুতন বছরে তা হবে একটি 'মাইলফলক'।

এমনটি ঘটলে অনেকেই কৃতিত্ব দাবি করবেন, বলে রাখা ভালো, এ কৃতিত্ব শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র। আমাদের দূতাবাস আন্তরিক হলে বা চেষ্টা চালিয়ে গেলে

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

তুষারঝড়ে অতিষ্ট প্রবাসীরা এবার ভাবছে বাফেলো ছাড়ার কথা

বাংলা প্রেস, নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে প্রায় পৌনে চারশত মাইল দূরে বাফেলো শহর। অতি সাম্প্রতি করোনা ভাইরাস মহামারির ফলে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে হাজার হাজার প্রবাসী

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এসোসিয়েসনের নতুন কমিটির অভিষেক

নিউইয়র্কঃ গত ১লা জানুয়ারী বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল ইম্পলয়িস এসোসিয়েসন ইউ এস এ ইনক এর নব গঠিত নির্বাহী কমিটির অভিষেক ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান জ্যাকশন হাইটস কুইন্স নিউইয়র্ক এর নবান্ন রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকার

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

জাতীয় পার্টির(রহমান-চান্দু) ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে এস্টোরিয়াস্থ বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট মিলনাতনে গত ১লা জানুয়ারী জাতীয় পার্টির ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যুক্তরাষ্ট্র শাখা বিপুল নেতা কর্মীর উপস্থিতিতে পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়

বাকি অংশ ২৭পৃষ্ঠায়

জাতীয় পার্টির(নূর-বারী) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্কঃ বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মীদের উপস্হিতিতে জাতীয় পার্টির ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উদ্ধোগে উদযাপিত হয়। জ্যাকসন হাইটস্ত ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেন্টের

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকায় আফতাব সুপারমার্কেটের গ্র্যান্ড ওপেনিং

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আফতাব সুপারমার্কেট-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো ১ জানুয়ারী রোববার। এদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ফিতা

বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (We will pay course fees)
- Earn up to 300K Yearly

Zakir H. Chowdhury
President
zchowdhury646@gmail.com
718-255-1555, 917-400-3880
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372 www.yorkholdingrealty.com

পুরোহিত টিটন আচার্য্য
সকল প্রকার পুজা, পার্বণ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শান্তি স্বস্তায়ন, গ্রহ পুজা, বাস্ত পুজা, গৃহ প্রবেশ সহ যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য আমেরিকার যেকোন ষ্টেট থেকে যোগাযোগ করুন।
ফোন : ৩৪৭-৩৬৯-২৯৮৯

MERIT KABAB PALACE
We specialized in Indoor & Outdoor Catering
Owner: Abdul Alim
37-67 74th St. Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-396-5827

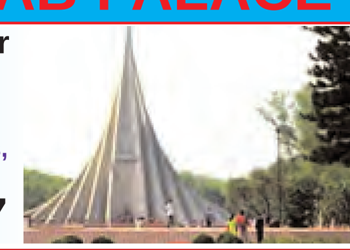

শৈবাল গ্রোসারী
Halal Meat
EBT,Credit cards,W/C- কার্ড নেয়া হয়।
গ্রোসারী,মাছ-হালাল মাংশ,শাক-সবজী পাওয়া যায়!!!
81-28 Broadway,Elmhurst.NY-11373
বিস্তারিত আরও জানতে ফোন করুন
ph;718-205-8515

বাপ্পি সুইটস্
85-07,Whitney Ave
Elmhurst , NY 11373
PHONE-718-458-0626

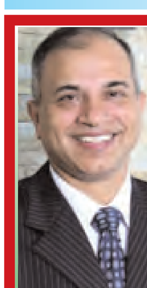

Ma Travel Ageny
IATA And ARC Approved
Shahadat Hasan
Call: 917-593-9311
shahadat3@msn.com
We do real estate, sell, buy, rent, tax file, notary.
Ticket Sell NYC TO Dhaka-RT- 599
37-22 73rd Street, 2G
Jackson Heights, NY-11372
Above Nobanno Restaurant

Brilliant Accounting And Tax Services Inc.
Mohammed Nasiruddin Khan
MBA.MAFM.FCGA
37-18 74th Street, 2nd Floor. Suite 203
Jackson Height,NY-11372
phone:929-287-7354 // fax:716-295-6701
929-413-8884

AUTHORIZED e-file PROVIDER
আমাদের সেবা সমূহ
PersonalTax / Business Tax / Bookkeeping / Payroll Tax / Sales Tax

DHAKA DRIVING SCHOOL
37-18 -73rd Street .
jackson heights NY-11372

Tel:718-507-0903
cell :917-254 - 8955
যোগাযোগঃ মোল্লা আবু মাসুদ

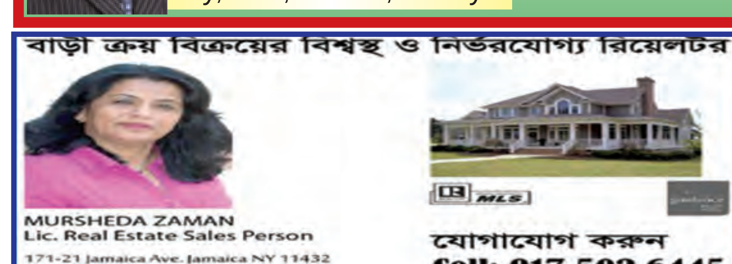

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder,Published by Jonmobhumi Group Inc . 37-39-74 Street, Jackson Height, NY 11372. Tel: 718.380-6712; Cell: 646-327-7964, e-mail: jonmabhumi@gmail.com